ফিওডোর প্যানফেরভ

# সফল-স্বপ্ন

( And then the Harvest এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ )

অনুবাদক

গিরীন চক্রবর্ত্তী

পূরবী পাবলিশার্স

কলিকাতা

মূল্য দু'টাকা আট আনা

প্রথম সংস্করণ—অক্টোবর, ১৯৪৩

দ্বিতীয় সংস্করণ—সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

রাধিকাপ্রসাদ সোম কর্তৃক ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন হইতে প্রকাশিত ও

বোস প্রেস ৩০ ব্রজমিত্র লেন, কলিকাতা

মোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা

কমিউনিস্টপার্টির অন্যতম

স্রষ্টা কমরেড্ মুজফ্ফর

আহমদকে —

# মুখবন্ধ

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সর্ব্বহারা বিপ্লব জয়যুক্ত হলো। সে বিজয়ে ধনতন্ত্রী জগত স্তম্ভিত হয়ে ভাবলো এও কি সম্ভব? সেই সঙ্গে তারা এক যোগে শৈশবেই সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্য চারদিক থেকে রাশিয়া আক্রমণ করে।

সর্ব্বহারা রাষ্ট্রের পক্ষে সে এক মহা দুর্দ্দিন। চৌদ্দটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সোভিয়েট ভূমি দখল করতে এগিয়েছে। সোভিয়েটের সর্ব্বহারা শ্রেণী তখনো মহাযুদ্ধের রক্তপাতে মুহ্যমান, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি অথচ দুর্ব্বার ধনতন্ত্রী সেনাদল জোর কদমে এগোচ্ছে! লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে তারা একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের বাধা দিচ্ছে—অন্যদিকে দেশে সোভিয়েটতন্ত্রকে কায়েম করতে চাচ্ছে!—প্রায় দুবছর লড়াই করে সাম্রাজ্যবাদীরা অবশেষে পরাজিত ও হতমান হয়ে সোভিয়েট ভূমি ছেড়ে পালিয়ে আসে! যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে—তার পরেই রাশিয়াতে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ! দেশের সম্মুখে ভেসে উঠ্‌লো—করাল মহামারীর ছায়া! প্রকৃতির পরিহাসে ও বিপ্লববিরোধী চক্রান্তকারীদের কারসাজিতে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের পথে নানা বিঘ্ন এসে দাঁড়ায়। দূরদর্শী নেতা লেনিন রাশিয়ার তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে নব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ ক'রে কয়েক বছরের মধ্যে রাশিয়ার আভ্যন্তরীন শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়!

এদিকে আর এক বিপদ ঘনিয়ে আসে। বিপ্লববিরোধী চক্রান্তকারীরা প্রথমে ভেবেছিল যে শ্রমিক বিপ্লব সংঘটিত হলেও সত্যিকারের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই লেনিন স্ট্যালিনের হাত থেকে নেতৃত্বের ভার

ছিনিয়ে নিয়ে তারাই দেশ শাসন করবে। বিপ্লবের সঙ্গে যোগ দিলেও একদল লোক—প্রধানতঃ জিনোভিভ, ক্যামেনেভ প্রভৃতি বিপ্লবের অন্তর্নিহিত সর্ব্বহারা শক্তিতে আস্থাবান ছিল না। এমন কি এদের মধ্যে জিনোভিভ অক্টোবর বিপ্লবের আগে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপ্লবের জন্য গোপনে নির্দ্দিষ্ট দিন জারতন্ত্রী কাগজে প্রকাশ করে দেন। এর পরে আবার তিনি কৃতকার্য্যের জন্য অনুশোচনা ক'রে কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন। কিন্তু পর পর কয়েকবার বিদ্রোহ করেও তিনি যখন কিরভ হত্যা চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়লেন তখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ছাড়া সোভিয়েটের অন্য কোনও উপায় ছিল না।

এঁরা সোভিয়েট নেতাদের নির্ভীক প্রগতিশীল কর্ম্মপন্থায় প্রত্যেক বারই সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বাধা দেন ও দেশে অস্বাস্থ্যকর আন্দোলন চালান। ট্রট্স্কীর নেতৃত্বে এঁরা রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক মিলনের পরিপন্থী কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করেন। তাঁরা চান কৃষকদের উপর খবরদারী ক'রে শ্রমিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা! এখানে ট্রট্স্কীবাদের সামান্য ব্যাখ্যা দরকার।

সোভিয়েট বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিন ও ট্রট্স্কীর দুটি বিভিন্ন মত ছিল। লেনিনের মতে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রা সমান না হওয়ায় সে সব জায়গায় কখনই বিপ্লবের পথের বাঁধা ধরা নিয়ম থাকতে পারে না। এবং একদল লোকের যে ধারণা সর্ব্বহারা বিপ্লব শুধু মাত্র যন্ত্রশিল্পে অগ্রসর দেশেই প্রথমে সম্ভব তাও ভুল। কোনও বিশেষ দেশে ও অবস্থা উপযুক্ত বিবেচিত হলে—বিপ্লবের বিজয় সম্ভব। এবং সর্ব্বহারা একনায়কত্বের অধীনে সে দেশও ক্রমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাঁর মতে সর্ব্বহারা একনায়কত্ব হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর পুরোধা সর্ব্বহারা ও মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, কৃষক প্রভৃতিদের মধ্যে এমন এক শ্রেণী সংযোগ গড়া যাতে ধনতন্ত্রকে ধ্বংস ও সমূলে উচ্ছেদ করে ভবিষ্যতেও যেন তারা মাথা তুলতে না পারে তার বন্দোবস্ত করা।

সোভিয়েটে অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম প্রধান বিশেষত্বই হচ্ছে যে সেখানে লেনিনের বক্তব্য হাতে কলমে খাটিয়ে কমিউনিস্টরা সফল হয়েছে। আর ট্রট্স্কীর মত কি? '১৯০৫ সাল' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি "শ্বাশ্বত বিপ্লবের" ছবি আঁকলেন—

"তাঁর মতে রুশ-বিপ্লবের প্রথম বিশেষত্ব হবে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিকতা। কিন্তু বিপ্লব সেখানেই শেষ হবে না। শ্রমিককে শাসন ক্ষমতা না দেওয়া পর্য্যন্ত বুর্জ্জোয়া সমস্যা সমূহের কোনই সমাধান সম্ভব নয়। এবং শ্রমিক শ্রেণীও ক্ষমতা হাতে পেয়ে শুধুমাত্র বিপ্লবের বুর্জ্জোয়া সীমানার ভেতর আটকে থাকতে পারবে না। পরন্তু শ্রমিক রাষ্ট্রকে প্রথম অবস্থাতেই সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জ্জোয়া সম্পত্তি ব্যবস্থা ভাঙতে হবে। এখানেই তাকে সর্ব্বপ্রথম এমন সব বুর্জ্জোয়া দলের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে যারাই আগে তাকে সমর্থন করেছিল। শুধু তাই নয় যে কৃষক কূলের সব চেয়ে বড় অংশের সাহায্যে তারা শক্তি লাভ করেছিল সেই সাধারণ কৃষকদেরও প্রতিকূলতা করতে হবে। অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ দেশের শ্রমিক রাষ্ট্রের এই স্ববিরোধীতার সমাধান সম্ভব একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক বিপ্লব দ্বারা। বিশ্বের শ্রমিক রাষ্ট্র ক্ষমতা না পেলে তা সম্ভব নয়।"

অর্থাৎ লেনিন যেখানে সর্ব্বহারা একনায়কত্বের ভিত্তির প্রধান উপাদান দেখেন শ্রমিক ও কৃষকদের সহযোগিতার ভেতর সেখানে ট্রটস্কী দেখেন তাদের মধ্যে প্রতিকূল সংঘর্ষের ছবি।

ট্রটস্কীর উপরের নীতিতে বিশ্বাসী র‍্যাডেক প্রভৃতিও বিপ্লব বিরোধী কাজ সুরু করেছিল। বিপ্লবের প্রত্যেকটী স্তরেই ট্রটস্কীর নীতির ব্যর্থতা পরিস্ফুট হলে ট্রটস্কীকে নির্ব্বাসিত করতে হয়।

কিন্তু ট্রটস্কীপন্থীদের উচ্ছেদ তত সহজ ছিল না! বিপ্লবের সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরও রূপ ফুটে উঠতে থাকে। আগে যারা বিপ্লবের

নেতৃস্থানীয় ছিল ক্রমে তারাই নানা ভাবে বিপ্লবের অগ্রগতিতে বাধা জন্মাতে থাকে। বৈদেশিক ধনতন্ত্রীদের সহায়তায় তারা রাশিয়ায় নাশকতামূলক কাজ চালাতে থাকে ও নেতৃস্থানীয় বলশেভিকদের হত্যার চক্রান্ত করে! সেই চক্রান্তের প্রথম বলি হচ্ছে কিরভ। কিরভ হত্যায় সমস্ত রাশিয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই সময় বহু চক্রান্তকারীকে উচ্ছেদ করা হয়।

ইতিমধ্যে রাশিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে দ্রুত যন্ত্রশিল্পের উন্নতির পথে এগোয়। তখন দেখা দেয় বুখারিনের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধীতা! তারা সুর উঠায় যে এত পশ্চাদবর্ত্তী দেশ রাশিয়ার পক্ষে এক রাতে আমেরিকা হওয়া সম্ভব নয়। স্ট্যালিন বলেন যে শত্রু পরিবেষ্টিত রাশিয়াকে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাবলম্বী হয়ে শত্রুকে আটকাবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে—তখন এরা বলেন "ধীরে রাশিয়া ধীরে!" পরে প্রকাশ পায় যে এরা হিটলার জার্ম্মানীর সঙ্গে চক্রান্ত করে এভাবে যান্ত্রিক অগ্রগতির পথে বাধা জন্মাচ্ছিল। ১৯৩৮ সালের বিচারে ভয়াবহ চক্রান্ত প্রকাশ পায় যে তুকাচেভস্কী প্রমুখ কয়েকজন সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা রুশীয় উক্রেণকে হিটলারের হাতে তুলে দিয়ে তার সঙ্গে রফা করতে চেয়েছিল।

রাশিয়ার বিপ্লববিরোধী চক্রান্তকারীদের নাম থেকে অনেকের মনে হবে—যে তবে কি স্ট্যালিন ছাড়া সবাই বিপ্লব বিরোধী?—তাদের জানা দরকার যে—যে বলশেভিক দল রুশ-বিপ্লব ঘটায় তার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে চক্রান্তকারীরা সংখ্যায় কয়েকজন মাত্র আজও মলোটোভ, লুজোভস্কী, ক্যাগানোভিচ্, ভরোশিলভ, কালিনিন, লিটভিনভ, ইয়ারোস্লাভস্কী প্রভৃতি বেশীর ভাগ লোকই সোভিয়েটের পক্ষে অনুরক্ত!

উপন্যাসটিতে এক জায়গায় বুখারিনদের উল্লেখ রয়েছে। সে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়

# চরিত্র পরিচয়

আন্নুস্কা—স্টেস্কার প্রথম স্বামীর ঔরসজাতা কন্যা।

আরণল্ডোভ, যোসিফ্—কলাবিদ্।

ইয়াকুনিন, প্যাভেল—ইট-পাতা দলের নেতা, পরে বৈমানিক।

ওগনিভা স্টেস্কা,—কিরিলের স্ত্রী।

কালিনিন, মিখাইল, আইভ্যানোভিচ্—রাশিয়ার সর্ব্বোচ্চ শাসন পরিষদের সভাপতি।

ক্যাটায়েভ, ঝাকার—কৃষিজ ট্রাক্টর ক্ষেত্রের অধিনায়ক।

বুডিয়ারকোভা, আনচুরকা—ক্রসকী পঞ্চায়েতী খামারের অধিনায়ক।

কুভায়েভ, ইগর, আইভ্যানোভিচ্—চাষী, ইটপাতার কারিকর।

গুরিয়ানোভ, নিকিটা—ক্রস্‌কী পঞ্চায়েতী খামারের একজন নেতা।

চ্যাণ্টশেভ, এপিখা— " " " " "

প্যানোভা, ফেনিয়া—কিরিলের সহকারী।

পোড্‌ক্লেট্‌নভ্‌, সার্জী, পেট্রোভিচ্—স্ট্যালিনের সহকারী।

পারোনিনা, নাটাশা—খাদের একটী দলের নেত্রী।

বাথ্—সংবাদ পত্রের সম্পাদক।

বোগ্‌দানভ্—ট্রাক্টর ও ধাতুর কারখানার কর্ত্তা।

ঝারকভ্—বিপ্লব বিরোধী, কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।

ঝ্‌দারকিন, কিরিল—ধাতু ও ট্রাক্টর কারখানার সংগঠক ও সদর পার্টির সম্পাদক।

ঝ্‌দারকিন, কিরিল—কিরিলের ছেলে।

জিস্কা—কিরিলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

রুবিন—ধাতুর কারখানার প্রধান ইঞ্জীনিয়ার।

সিভাসেভ—জেলাপার্টি সমিতির সম্পাদক। সিভাসেভ, মাসা—ডাক্তার।

স্পিরিন, মিট্‌কা—চাষী। স্পিরিনা, এলেনা—মিট্‌কার স্ত্রী।

স্ট্যালিন—সোভিয়েটের নেতা। স্টেফা—রুবিনের স্ত্রী।

## পথ পরিবর্ত্তন

### এক

খুব ভোরে কিরিল ঝ্দারকিনের ঘুম ভাঙলো। কাল সারাদিন সে কাটিয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে গবেষণার কাজ দেখে। বাড়ী ফিরেছিল সেই সন্ধ্যে বেলা। তারপর গা ধুয়ে এসে স্টেস্কার সঙ্গে গল্প করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে নিজেই জানে না। এখন তার মনে হচ্ছে যে, স্টেস্কা নিজের শরীর সম্বন্ধে তাকে কাল কি যেন বলতে যাচ্ছিলো—দিন ঘনিয়ে আস্ছে, তৈরী থেকো, এই রকমেরই কত কি! ..কিন্তু সারারাত মরার মত ঘুমিয়ে এখন সে সম্পূর্ণ সজীব। দেহে তার যৌবনের চাঞ্চল্য! র‍্যাগের নীচে মহা আরামে মোড়ামুড়ি দিয়ে কিরিল নিজের দেহের দিকে তাকালো! হঠাৎ নিজের দেহই তার বড় সুন্দর মনে হলো। তখন ভোরের সূর্য্যের আলো জানালা দিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে। সেই আলোর ছটায় কিরিলের মনে জাগলো ছেলে বেলার কথা যখন ছাদের ওপর চুপ করে বসে সূর্য্যের প্রভাতী আলোয় সে কত কি এলোমেলো কথা ভাবতো। সব চেয়ে তার ভাল লাগছিল চুপটি করে র‍্যাগের নীচে শুয়ে শুয়ে ঘরের ভেতর আলোর খেলা দেখা। প্রভাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে পাখীর কাকলী আর পথচারীদের কোলাহল শোনা যেতে লাগলো। পথে লরীর ঘর্ঘর আওয়াজ। প্রৌঢ় শ্রমিকদের গলায় খুস্ খুস্ কাশির শব্দ। কোনো অত্যুৎসাহী গায়কের দু'এক লাইন লজ্জা পেয়ে থেমে যাওয়া গান।

হুড় মুড় করে উঠে পড়ে কিরিল স্টেস্কার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো! স্টেস্কা ঘুমুচ্ছে। গা থেকে র‍্যাগটা যে রাতে কখন মেঝেয় পড়ে গেছে সে খেয়ালও নেই। রাত-কামিজে ঢাকা পা দু'খানার কাপড় সরে গেছে। কাঁধের কাছেও কাপড় নেই। পূরন্ত বুক গভীর নিশ্বাসে দুলছে। কিছুক্ষণ তার নিদ্রিত সৌন্দর্য্য উপভোগ করলো কিরিল, তারপর ডাকলো "স্টেস্কা"!—তার কথা এত আস্তে বেরোলো যে শোনাই গেল না! কিরিলের মনে হলো ঠিক তার ওপর যেমন অধিকার আছে স্টেস্কার, তেমনি এই সুঠাম নারীদেহের ওপরও আছে তার সম্পূর্ণ অধিকার। তাদের দুজনের ভেতর কোনও সন্দেহ বা অবিশ্বাসের লেশমাত্র নেই। তারা ক্রমশঃই এসেছে একে অন্যের কাছে। আবার "স্টেস্কা" বলে ডাকতে যেতেই তার মনে হলো এভাবে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ছেলেমানুষী করে কি লাভ? কিন্তু আত্মসংবরণে অপারগ হয়ে কিরিল ঘুমন্ত স্টেস্কাকে ঘনালিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো! তার অবাধ্য আলিঙ্গনে স্টেস্কার ঘুম ভাঙ্গতেই সে বলে উঠলো—"কিরিল নাকি"! অলস হাত এসে পড়লো কিরিলের গায়। একান্ত ছেলেমানুষের মত দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে স্টেস্কা বললো—"এত ভোরেই উঠ্‌লে যে? এই না কাল শোবার আগে ধমকে ছিলে দশটার আগে যেন কেউ তোমার ঘুম না ভাঙ্গায়?" কিরিল তার কথার জবাব দিল না। ক্ষুণ্ণ মনে স্টেস্কা ধীরে ধীরে কিরিলের বুকের ভেতর এসে বুকের কাপড় সরিয়ে রক্তিম স্তনাগ্রভাগ দেখিয়ে বললো —"দেখছো, দু'টো স্তনই ভরে এসেছে। আর বোধ হয় খুব দেরী নেই, না? কি বল?"—তারপর মুখের কাছে সরে এসে—"তখন কিন্তু আমায় কম ভালবাসতে পারবে না।"

কিরিল হাসতে হাসতে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললো—"এ কথা বললে কেন? এখনো সন্দেহ আছে নাকি? তোমায় যে কি বলে বোঝাব জানি না, আর তুমি তো হবে আমার সন্তানের মা—তবে?"

কিরিলের আদরে স্টেস্কা নিজেকে ডুবিয়ে দিল! অনেকক্ষণ পরে কিরিলের দিকে তাকিয়ে বললো—"আচ্ছা, এমন পদে পদে তোমায় হারাবার ভয় হয় কেন? যত তোমার সঙ্গে থাকছি ততই তোমায় ভালবাসছি; আমার ভালোবাসা যতই গভীর হয়ে আসছে, ততই ভয়ও বাড়ছে—তোমাকে বুঝি হারাব এবার!" "কেন, কেন এই ভয় বলতে পার, স্টেস্কা?"

## দুই

দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে ভোরের আলো নামছে। বহুদূরে দিগ্বলয়ের প্রান্তে বন্ধুর পাহাড়ের ফাঁকে দেখা দিয়েছে সূর্য্যের রেখা; যেন দু-তিনশো মাইল এগিয়ে কে গাঢ় নীল আকাশের গায় বিরাট আগুনের গোলা লুফ্‌ছে। পার্ব্বত্য প্রভাত! সেই স্নিগ্ধ আলো হাওয়ায় কিরিলের মনে নব চেতনা এলো। আপনা থেকেই তার মুখে বেরুলো—কি মধুর! আর একটুও দেরী না করে সে একদৌড়ে জিনআঁটা ঘোড়ার পিঠে চেপে বস্‌লো। ঘোড়াও অভ্যেস মত তাকে নিয়ে চললো বিদ্যুৎঘরের দিকে। কিন্তু আরোহী আজ তাকে অভ্যস্ত পথে না নিয়ে উল্টো পথ ধরে চললো।

হেমন্তর ছোঁয়া লেগেছে সারা পৃথিবীতে। ঝরে-পড়া পাতায় পাতায় পথ গেছে ভরে; আর সেই ঝরা পাতা নিয়ে খেলা করছে ভোরের পাগল-করা হাওয়া। নদীর ভেতর থেকে এক ঝলক হাওয়া এসে জঙ্গলের গাছগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে কোথায় ঘাস বিচালির ভেতর আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আবার কোথা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে সেই হাওয়া কিরিলকে ছুঁয়ে পালিয়ে যাচ্ছে! হাওয়ার মাতনে মেতে উঠ্‌লো কিরিলের মন। সে ছুটে চললো হাওয়ার সঙ্গে—যেন দু'জনের কতকালের

মিতালী ! দেখতে দেখতে প্রকৃতির এই উচ্ছলতা গেল থেমে—চারিদিকে এলো থমথমে ভাব। মনের আনন্দে চীৎকার করতে গিয়ে কিরিল গেল থেমে। পা টিপে টিপে সে এগোলো। চলার ভারে পায়ের নীচের শুকনো পাতা মরমরিয়ে উঠ্‌ছে—তারা যেন কি বলতে চায়। কিরিল স্পষ্ট অনুভব করলো পৃথিবীর গর্ভে যেন বসন্ত নবরূপ পরিগ্রহ করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো স্টেস্কার কথা। "স্টেস্কা, তুমিই আমার হৈমন্তী"—চুপিসারে বেরিয়ে এলো কিরিলের মুখ থেকে। পাগলের মতো মাটিতে পড়ে সে চুমু খেতে লাগলো ধরিত্রীকে। কি আনন্দ !

পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে কিরিল ফিরে দাঁড়ালো। নিস্তব্ধ উপত্যকা, জনপ্রাণী নেই। শুধু পাটকিলে ঘোড়াটা মিট্‌মিট্‌ করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিরিলের প্রাণে আজ নব উন্মাদনা ! পৃথিবীর সব জিনিষেই সে পেয়েছে প্রাণের পরশ, তার কাছে আত্মপর ভেদ নেই। ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠলো "কিরে নাইবি ? যদি না ডুবে যাস্‌ তোকে নাওয়াতে পারি। জানিস্‌ আমি কে ? কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের সভ্য (Central Executive Committee), আরও চাস্‌ ? সদর কমিটির সেক্রেটারী, বুঝলি ? এবার যা"—এই বলে কিরিল তার গা থেকে জিন খুলে নিয়ে মারলো পাঁজরে এক ঘুষি। ছাড়া পেয়ে ঘোড়াটিও কিছুদূর গিয়ে মনের সুখে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

কিরিল আস্তে আস্তে নাইবার জন্য জামা কাপড় ছাড়তে লাগলো। মাঝে মাঝে কপালের রেখা কুঁচকে যাচ্ছে। ঠোট দু'টি পরস্পরের ওপর এঁটে বসেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে এক প্রাণের প্রাচুর্য্যে উদ্বেল তাতার। কিন্তু তার ধূসর চোখ, কুঞ্চিত চুলে শ্লাভরক্তের সাক্ষ্য। চেঙ্গিস খাঁর রক্ত একদিন মিশে গিয়েছিল শ্লাভরক্তে, কিরিলের পূর্ব্বপুরুষ সেই সংকর মিলনের সন্তান। তাতার ভাব ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে

উঠ্‌ছিল। যে কেউ সেই সময়ে দূর থেকে তাকে দেখলে তাতার ও শ্লাভ রক্তের সংমিশ্রণ না বলে পারতো না।

সমস্ত জামা খুলে কিরিল রোদ পোহাতে চাইলো। সুঠাম বিশাল বক্ষঃস্থল—কোথাও খুঁৎ নেই। শুধু ডান বুকের মাঝখানে তরবারির আঘাতের চিহ্ন। হাতদু'টো যেন একটু লম্বায় বড় এবং কব্জীর কাছে বড় বেশী রক্তিম। আপন মনে হাতদু'টো ওপরে তুলে সে বাঁ দিকে মোড় ফিরলো। সমস্ত পিঠের উপর পেশীর ইঙ্গিত উঠলো ফুটে।

তবু ভোরের নিথর নদীর প্রশান্তি ভাঙ্‌তে কিরিলের মন সরলো না। গভীর চিন্তায় ডুবে অনাগত শীতের বন্দনা-গীতিতে মুখর ধরিত্রীর সুধা পাত্র যেন সে এক চুমুকে পান করবে। সমস্ত কিছু থেকে উঠ্‌ছে সে বন্দনাগীত—গাছপাথর, ঘাস মাটি সব—ধরিত্রী যেন বিদায় চাইছে! তাদের মাঝে কিরিল চিন্তায় বিভোর।

এদিকে তার সখের ঘোড়া অনেকক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে কিরিলকে দেখে চুপি চুপি রোয়ান বনের ফাঁকে এসে পেছন থেকে মারলো এক লাথি।

হটাৎ ধাক্কা খেয়ে উঠে চম্‌কে কিরিল গোঙিয়ে উঠলো "উঃ"। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশের আগেই সে ছিটকে পড়লো জলে। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াটীও হলো তার সাথী। তখন দু'জনে কি খেলা! ঘোড়া যে মানুষ নয় একথা ভুলে কিরিল তার সঙ্গে খেলতে লাগলো। কিন্তু যখন ঘোড়াটী ক্রমেই নিজের বিক্রম দেখাতে লাগলো, তখন কিরিল নিজেকে সামলে নিল। কিছুক্ষণ পরে বেলা বেড়ে যাওয়ায় নগ্নদেহে ঘোড়ার পিঠে কিরিল নদী থেকে উঠে এলো।

## তিন

সে ক'টা দিন ছিল অসাধারণ—শুধু আশঙ্কা আর উত্তেজনায় বাড়ীর সবাই ছিল উত্তেজিত। কিরিল, স্টেস্কা, আণুস্কা ( স্টেস্কার প্রথম পক্ষের স্বামীর মেয়ে ); এমন কি যে কিরিলের সফেয়ার শুধু জানতো কোথায় তাকে গাড়ী নিয়ে যেতে হবে এবং কে তাকে ডেকেছে, তারও উত্তেজনার ভেতর দিয়ে দিন কাটছিল। বাড়ীশুদ্ধ সকলের এই চাঞ্চল্যে, কিছু না বুঝলেও নিরীহ আগ্রাফেনা যোগ দিতে ছাড়লো না। তবে এদের মধ্যে কিরিলের উত্তেজনাই ছিল সব চেয়ে বেশী। মুহূর্ত্তের জন্যেও তার সোয়াস্তি ছিল না; একভাবে কিছুক্ষণ বসা, শোওয়া বা গল্প করা কোনটাই সে পারছিল না। তার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছিল যৌবনের উদ্দীপনা। মাঝে মাঝে স্টেস্কা তাকে ঠাট্টা করে তাই বলছিল—"তুমি ঠিক এমনি ছিলে ছেলে বেলায়"। পরে নির্জ্জনে পেয়ে স্টেস্কা বলেছিল "সত্যি তুমি কি ভাগ্যবান। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো!"

"ভাগ্যবান? বটে—! আর যদি তিনি আমায় উড়িয়ে পুড়িয়ে দেন?"

"সে কিছু নয়, ওতে তোমার কিছু হবে না—তবু তো তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।"

কেউই তাদের কথার মধ্যে এ "তিনি'র নাম উল্লেখ করছিল না। শুধু বলছিল—"তিনি", "তাঁর কাছে", "কর্ত্তা"। কিরিলের এ উত্তেজনার কারণ শুধু মস্কো থেকে ডাক এসেছিল বলেই নয়; সে মোটে জানতো না কেন "তিনি" তাকে ডেকেছেন। দলের পুরাণো সভ্য ও ধাতুর কারখানার পরিদর্শক বোগ্‌দানভের সঙ্গে কিরিল এ বিষয়ে আলোচনা করা স্থির করলো।

"শুনছেন ? আমাকে 'তিনি' মস্কো ডেকেছেন"

"তিনিটী কে ?" বোগদানভ জানতে চাইলো।

"কেন ? "তিনি"—কিছুই যেন জানেন না—না ? ক্রেমলিনে।"

"ও !"

"সে তো বুঝলাম কিন্তু কেন ডেকেছেন কিছু বলতে পারেন ?"

"হয়তো তোমার চেহারার প্রশংসা করতে"। "না ! কি যে ঠাট্টা করছেন, বলুন না—কেন ?

"এ তো মন্দ নয় আমি কেমন করে তোমায় বলবো ? আমি তো গুনতে জানিনা। তবে তুমি না একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলে ?

"সে তো কোন যুগে ?"

"তবে বলতে পারিনা—। কিন্তু আমি হলে ঐ বিষয়টা নিয়ে কথা কইতাম।"

'রক্তপতাকার খেতাব' আর কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের সদস্যের ব্যাজ বুকে এঁটে কিরিল মস্কো রওনা হলো। প্রাণপন যত্নে স্টেস্কা তার জিনিষপত্র গুছিয়ে দিল ; কিন্তু তাড়াতাড়িতে কিরিলের ওভারকোটটা দিতে ভুলে গেল। যখন মনে পড়লো তখন কিরিলের গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। গাড়ীর পিছনে ছুটতে ছুটতে স্টেস্কা চীৎকার করে উঠ্‌লো, বড় ভুল হয়ে গেছে, কিরিল। কিছু মনে করো না। আমি ঠিক ওগুলো পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

"আচ্ছা—সে আমি ঠিক করে নেব।"

এমনি ভাবে কিরিল মস্কো এলো।

কিন্তু ক্রেমলিনের ভেতর ঢুকতে যেতেই তার মনে হলো স্ট্যালিনও তো কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের সভ্য কিন্তু তিনি তো কখনো তাঁর ব্যাজ ব্যবহার করেন না। স্ট্যালিন নিজেও তো সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। যথেষ্ট প্রতিভারও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নিজে সৈন্যদের জড়ো করে চূড়ান্ত

সামরিক শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে শত্রু ধ্বংস করবার চমৎকার ফন্দী বার করেছিলেন। কিন্তু তিনি তো কখনো সে সব সম্মানের প্রতীক ব্যবহার করেন না।

এ কথা মনে হতেই কিরিল জামা থেকে সব ব্যাজ খুলে ফেললো। ধীরে ধীরে সুবিন্যস্ত আফিস ঘরে ঢুকে কিরিল দেখলো একজন কর্মচারী টেবিলে বসে রয়েছেন। তিনি ঝাঁঝালো দৃষ্টিতে কিরিলের দিকে তাকালেন। কিরিলেরও মনে হলো যেন কি এক বেফাঁস কাজ সে করছে। জিজ্ঞেস করে দেখা যাক মনে করে কিরিল লোকটিকে তার নাম বললো।

তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন "আপনার দেরী হয়ে গেছে। এখানে আপনার আসবার কথা ছিল দশটায় আর আপনি এসেছেন এগারটায়। এটা খেয়াল থাকা আপনার উচিৎ ছিল যে কেউ খেলা করতে আপনাকে ডাকে নি।"

"ট্রামের জন্যেই তো এত দেরী হয়ে গেল।

"ট্রাম! আপনি নিজেই বা ট্রামের জন্যে বসেছিলেন কেন? থাক এখন ভেতরে যান ভয় পাবেন না।" বলে লোকটি ভেতরে দরজা দেখিয়ে দিল।

দরজা খুলে কিরিল ঘরের ভেতরে পা দিয়েই চমকে গেল, এ যেন তার নিজেরই আফিস।

সে অবাক হয়ে গেল। কোথায় সাজসজ্জা, আসবাবপত্র! জানালায় ও দরজায় নেই মোটা মোটা ভারী পর্দা। আর তার বদলে কিনা খালি চুণকাম-করা দেয়াল—একটা ছবি কি কার্পেট নেই কোথাও! শুধু এক কোণে লেনিনের আবক্ষ মূর্তি ও একটা দেয়ালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাণ্ড মানচিত্র। তার নীচে রেল ইঞ্জিনের ও ট্রাক্টরের যন্ত্রপাতির নক্সা। ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন— তবে ছাদ

বড় নীচু। টেবিলের পেছনে বসে রয়েছে কে একজন ভিন্ন লোক; মাথায় এক ঝাঁক কটা কোঁকড়ান চুল, মুখের তুলনায় বড়, তীক্ষ্ন নাক আর নাকের কাছেই বেশ বড় কাল আঁচিল। টেবিলের ওপরে দু'টো টেলিফোন, এক গ্লাস অর্দ্ধসমাপ্ত চা, একশো সিগারেটের একটী বাক্স, এবং তিনটী ভায়োলেট ফুল সমেত একটী সুদৃশ্য ফুলদানি। ঘরের তুলনায় ফুলগুলো দেখাচ্ছিল সতেজ, জমকালো আর বেখাপ্পা। ফুলগুলোর দিকে কিরিলের তত নজর ছিল না। সে দেখলো, তার সামনে স্ট্যালিনের বদলে অন্য একজন লোক।

"এ তো তিনি নন" একথা ভাবতে ভাবতে কিরিল গিয়ে টেবিলের পাশে বসলো। লোকটি যেন কিছু না বুঝে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। পরে হঠাৎ এক ঝাঁকিতে হাতের কাছের সবুজ কাগজের বাণ্ডিল সরিয়ে টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কর্কশ স্বরে বললো—"সুপ্রভাত! কমরেড্ স্ট্যালিন এখন বড্ড ব্যস্ত, তিনি আমায় বলেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।

কিরিলের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল সার্জ্জি পেট্রোভিচ্ পোড্‌ক্লেটনভ্—যিনি গত বিপ্লবে অন্তর্বিপ্লবীদের দিকে লড়বার জন্যে কিরিলকে পার্টির সভ্য মনোনীত করেছিলেন।

স্মিতহাস্যে তিনি কিরিলকে বসতে বললেন। তাঁর কথার ভাবে হতাশ হয়ে কিরিল বললো—"তাহলে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবেনা? এতদূর কষ্ট করে এলাম, কত কথা বলবার ছিল"—পোড্‌ক্লেটনভ্ তাকে বাধা দিয়ে বললেন:

"ঠিকই তো! তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছো। আমার সঙ্গে তো তাঁর রোজই দেখা হচ্ছে কিন্তু তবু প্রত্যেক বার আমি নতুন করে মনের জোর পাই তাঁর কথা থেকে।"

"আমিও তো তাই চাচ্ছিলাম—"

"কিন্তু এ তোমারই দোষ! তিনি তোমার জন্যে দশটা পর্য্যন্ত বসে ছিলেন। সে যাই হোক, কিছু ভেবোনা—আবার হয়তো তিনি আসবেন। তবে আমরা কাজ সুরু করেছি। তিনি কুঁড়েদের দু'চোখে দেখতে পারেন না।" এই বলে, তিনি টেবিলের ওপর থেকে কিরিলের পাঠানো মন্তব্য টেনে বের করলেন।

"তোমার প্রস্তাব আমরা পড়েছি। এটা স্ট্যালিনেরও পছন্দ হয়েছে।" তাঁর কথার ভাবে কিরিলের মনে হলো যে এবার তাদের জন্যে বোধ হয় টাকা মঞ্জুর হবে।

কিন্তু সার্জ্জি-পেট্রোভিচ খাতাটী সরিয়ে রেখে তাকে প্রশ্ন করলেন, কৃষকরা কেমন ভাবে জিনিষটাকে গ্রহণ করেছে এবং যাদের নিয়ে কাজ হচ্ছে তারাই বা কি বলছে! তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে মনে হচ্ছিলো যে বাইরে শান্ত থাকলেও ভেতরে ভেতরে তিনি কি একটা যেন চাঞ্চল্য চেপে রাখতে চাইছেন।

"শীগ্‌গীরই বড় রকমের সংঘর্ষ বাধবে"—তিনি বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই পকেট থেকে এক ছড়া মোমের বুটীদেয়া মালা বের করলেন। তিনি স্বভাবতই একটু রগচটা ধরনের লোক বলে সামান্য ব্যাপারেই মেজাজ বিগড়ে ফেলেন। সেই সময়ে গুনতে গুনতে অন্যমনস্ক হবার জন্য ঐ মালাগাছি সঙ্গে রাখেন। তিনি বলতে লাগলেন,

"তাদের মধ্যে কেউ আবার সংস্কৃতির বড় সমজদার সাজছেন; তাদের উপর ভীষণ নজর রাখতে হবে।"

কিরিল বুঝলো কোন সংঘর্ষের কথা হচ্ছে।

"শুধু তাই নয়। যে নিরপেক্ষ তার ওপরও আমাদের নজর রাখতে হবে। ঝারকোভকে দেখ না কেন? সে প্রান্তিক কমিটির সম্পাদক ছিল—কিন্তু ট্রট্স্কীর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় 'নিরপেক্ষ হয়ে রইলো।' আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি কিরিলের লেখাগুলো পড়তে লাগলেন।

কিছুদূর এসে আবার লেখায় কোথাও লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে বলে উঠলেন, "একটা বাঁধের জন্য দুইলক্ষ রুবল?" কিরিল বললো—"এটা কাটলেন কেন?"

পোড্‌ক্লেটনভ তাকে বাধা দিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পাশের দরজা খুলে সামরিক পোষাকে, সাদা প্যান্ট ও বুটজুতো পরে কে যেন ঘরে ঢুকলেন। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি সোজা টেবিলে এসে বস্‌লেন। পেট্রোভিচ্‌ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে তাকে বসবার জায়গা করে দিলেন। কিরিল কয়েক পা পেছনে সরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। কিরিলকে দেখিয়ে পেট্রোভিচ্‌ বললেন:

"কমরেড্‌ ঝদার্‌কিন্‌!"

"ওঃ" বলে নবাগতের চোখে স্মিতহাস্য খেলে গেল। সেই সঙ্গে সরস হাসির সঙ্গে কিরিলকে অভিবাদন করে তিনি বললেন: "যোসিফ্‌ স্ট্যালিন!"

সম্মুখে প্রসারিত স্ট্যালিনের হাতে জোরে ঝাঁকি দিয়ে কিরিল চেঁচিয়ে উঠলো—"কি সৌভাগ্য"!

"সাদর সম্ভাষণ।"—বলে কিরিলের হাতখানা ওপরে তুলে সবিস্ময়ে স্ট্যালিন বললেন, "উঃ কি চওড়া হাত! তোমার মা এখনো বেঁচে আছেন?"

"হ্যাঁ"

"তোমার মত আরও ছেলে আছে নাকি তাঁর?

"না—শুধু আমি।"

"ভালোয় ভালোয় জন্মেছিলে তো?"

কিরিল বুঝতে পারলো না স্ট্যালিনের কি মনের ভাব। কেন যে তিনি ঐ সমস্ত কথা তুল্‌লেন তা দুর্বোধ্য! ভবিষ্যতে যাতে দেশে গিয়ে স্টেকাদের কাছে ভাল করে গল্প করতে পারে সেজন্য কিরিল

স্থিরদৃষ্টিতে স্ট্যালিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো! স্ট্যালিনের নীলাভ চোখের ভাব ক্রমাগত বদ্‌লাচ্ছিল। কখনো বিষাদ ও অবসাদ আবার পরমুহূর্ত্তে সেখানে নির্ম্মম কঠোরতা! তার পরের মুহূর্ত্তেই হয়তো অন্য কোনও কারণে চোখ দু'টো জল্ জল্ করে উঠ্‌ছে, নয়তো চারিদিকের পারিপার্শ্বিকতা থেকে দৃষ্টি যেন কোথায় বহুদূরে চলে গেছে। হয়তো সেই মুহূর্ত্তে স্ট্যালিনের মনে ভেসে উঠেছে রাশিয়ার ছবি! সে এত সব বুঝলো না। স্ট্যালিনের চোখে মুখে একটা বিশিষ্টভাব বের করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলো; কিন্তু কোথাও তেমন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়লো না। কিরিল আরও লক্ষ্য করলো যে তাঁর হাতের ভঙ্গী অত্যন্ত সবল ও সুষ্ঠু। কখনো হয়তো হাত তুলে সমস্ত আঙ্গুলগুলো মুঠ করে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বুকের ধারটা চেপে ধরেছেন—নয়তো সমস্ত হাত টেবিলের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন যেন কিছু আঁকড়াতে চান।

"না, কিছুতেই এঁর নাগাল পাওয়া যাবেনা—চেষ্টা করলেই এঁর খাতির কুড়োনো সম্ভব নয়।" এইসব নানা কথা কিরিলের মনে জাগতে লাগলো। কিন্তু পাছে স্ট্যালিনের চোখে এইসব ভাবধারা ধরা পড়ে সেই চিন্তায় কিরিল অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তার কপালে ঘাম দেখা দিল। রুমাল না বের করে সে হাত দিয়েই কপালের ঘাম মুছে ফেললো।

কিরিলের অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করে স্ট্যালিন অন্য দিকে তাকিয়ে সহজভাবে বললেন:

"এবার তা হলে তুমি দেশ থেকে এলে—কি বল! তোমার মন্তব্য পড়েছি। এতদিন উত্তর দেই নি বলে কি তোমরা কিছু মনে করেছো? সব জিনিষেরই একটা সময় আছে। কিন্তু তোমাকে মস্কোয় ডেকেছি…"

স্ট্যালিনকে ঠিক নিজের মত কথা বলতে দেখে, আর চুপ করে না থেকে কিরিল বলে উঠ্‌লো :

"কমরেড স্ট্যালিন ! সার্জ্জি পেট্রোভিচ্ আমাদের টাকা দিচ্ছেন না।

"কেন ? ওকি কৃপণ নাকি ?"

পেট্রোভিচ্ বাধা দিয়ে বললেন—"বড্ড একগুঁয়ে" !

"সবই চাষীদের সদ্‌গুণ ! এই ধর যেমন আমাদের চাষীরা…

স্ট্যালিন তখন কৃষকদের সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করে দিলেন। কিন্তু কখনো তাদের ছোটলোক বললেন না। তাঁর ভাষাও ছিল চাষীদের। আচম্‌কা তিনি কিরিলকে জিজ্ঞেস করলেন—

"চাষীদের বিয়েতে গিয়ে কখনো উৎসবে যোগ দিয়েছো ?"

"না।"

"কেন ?"

"দেখুন…"

"তোমার উচিত ছিল যোগ দেওয়া। সব সময় জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা ভাল। উৎসবে গিয়ে তাদের সঙ্গে আনন্দ করতে পার—তবে দেখো বেশী মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ো না।"

স্ট্যালিন থাম্‌লেন। কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন "এ্যান্টিউস্ নামে একজন বীরের গল্প জানো ? শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হলে তিনি ধরিত্রী দেবীর কোলে আত্মগোপন করে দ্বিগুণ শক্তিসঞ্চয় করতেন। একমাত্র হারকিউলিসই তাঁকে ধরিত্রী দেবীর কোল থেকে টেনে এনে শূন্যে হত্যা করেছিলেন। আমাদের মা হচ্ছেন সেই জনসাধারণ।"

অত্যন্ত আবেগভরে স্ট্যালিন কথা ক'টা বললেন। এরপরে কিরিলের পক্ষে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা অনেক সহজ হয়ে এলো। এ যেন অন্য স্ট্যালিন—যাঁকে জনসাধারণ তাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসে—যিনি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে জানেন ! তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, "আপনি

আমাদেরই!" কিন্তু কেমন আটকে যাচ্ছিলো বলে আর তা বলা হলো না। স্ট্যালিনের কথা অনুমোদন করতে গিয়ে কিরিল তার খুড়ো নিকিটা গুরিয়ানোভের নাম করলো। নিকিটা এমন একটা দেশের খোঁজে বেরিয়েছিল যেখানে পঞ্চায়েতী চাষবাস হয় না, অবশেষে হতাশ হয়ে ফিরে এসে বলেছিল "শ'খানেক বছর বাঁচলে তবেই সামান্য শিক্ষা পেতে পারো।"

"কি? কি?—একশো বছর বাঁচলে" বলে স্ট্যালিন হো হো করে হেসে উঠলেন।—"সার্জি পেট্রেভিচ, ওটাই খাঁটী কৃষকের ভাষা! তোমার নিকিটাকি এখন পঞ্চায়েতী কৃষিক্ষেত্রে কাজ করছেন?"

"হাঁ। তিনি বেঁচেই আছেন আর কাজও করছেন। তিনি নাকি নূতন আনন্দ পেয়েছেন—আর এতদিনে তাঁর মন শান্ত হয়েছে।"

"তাঁর মন এতদিনে শান্ত হয়েছে? বেশ কথা। এর আগে কৃষকদের মন কিছুতেই শান্ত হতো না! তোমরা তাই বলে আনন্দে বিভোর হয়ে থেকো না। এখনো হয়তো কোনদিন তোমার খুড়ো তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে বসবেন।"

"নিশ্চয়ই"—বলে ফেলেই স্ট্যালিনের সামনে আত্মশ্লাঘা করার জন্যে কিরিল লজ্জিত হলো।

"কাজেই দেখছো আমাদের সামনে এখনো কত কাজ বাকী?—"এই বলে স্ট্যালিন কিরিলকে মৃদু তিরস্কার করলেন।

কিরিলের মন্তব্য কাছে টেনে তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে 'ভুল' লেখা দেখে তা শুধরে 'ভুল' করে নিলেন আর কিরিলকে বললেন, "তোমার টাইপিষ্ট 'ভুল' বানান ভুল করে লিখেছে।" তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু তুমি বলতো, এগুলো কি শুধু তোমারই কল্পনা, না জনসাধারণও এই চায়।"

"এগুলো জনসাধারণেরও কল্পনা, কমরেড স্ট্যালিন!

"সত্যি !"

"আপনার সামনে মিথ্যে বলতে পারতাম না।"

"চমৎকার !"

তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললো না। অন্যমনস্কভাবে ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিরিলের দেশের কথা মনে পড়লো। তা স্ট্যালিনের নজর এড়ালো না। তিনি বললেন:

"কি ? ফুলগুলো দেখছো ?"

"হ্যাঁ !"

"ওগুলো আমার মেয়ে পাঠিয়েছে। সেই তো আমায় আদেশ দিয়ে চালাচ্ছে। বাড়ী গেলেই তার ফরমাস হবে, 'আজ বায়স্কোপ দেখবো ; কোন বাজে কথা শোনা হবে না, কমরেড স্ট্যালিন চুপ করে বস, আমি হাতল চালিয়ে বায়স্কোপ দেখাবো।' আমিও বলি, বেশ, যা বলবে তাই করছি।"

আবার সেই দুরাবগাহ দৃষ্টি। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

"তোমার কোনও ছেলেপিলে নেই ?"

"কেন ? আছে, নিশ্চয়ই আন্নুস্কা রয়েছে।"

"তোমরাও তা হলে একটী মেয়ে রয়েছে।"

"সে আমার স্ত্রীর আগের পক্ষের স্বামীর মেয়ে। কিন্তু সে আমারও মেয়ে। আমিও তাকে খুব ভালবাসি। আমারও আগের পক্ষের একটী ছেলে আছে।"

"তুমি তা হলে খুব বিয়ে ভাঙ্গছো ? কেমন ?

"না, ঠিক তা' নয়। আমার প্রথম বিয়েটা মোটেই সুখের হয় নি।"

"আমি কিন্তু তোমায় খারাপ বলছি না। তবে আমাদের এমন সংসার পাতা দরকার যাতে তার গর্ব্ব করতে পারি।"

সংসার পাততে চাচ্ছি। কিন্তু অহঙ্কার দেখানো হবে বলে কিরিল চুপ করে গেল। একটু থেমে সে আবার উত্থাপন করলো যে সার্জ্জি পেট্রোভিচ তাকে টাকা দেয় নি। কথাটা তুলেই তার মনে হলো যে ঠিক হয় নি। কারণ বোঝা উচিত ছিল যে স্ট্যালিন টাকার কথাটাতে তেমন কান দেন নি। সে শুধ্‌রে নিতে গেল—কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে! স্ট্যালিন কঠোর ভাব ধারণ করলেন।

শুক্‌নো ভাবে বললেন—"টাকা? সকলেই টাকা চায়। খালি টাকা, টাকা, আর টাকা এবং তাও দুটো চারটে নয়। তোমার মন্তব্যে লিখেছো দেড়লাখ, দুইলাখ, তিনলাখের কথা। বাবা! এই আবার ছয়লাখ টাকা। কি ভাবছো? আমরা কি সকলেই এখানে গাধা?"

নিজেকে নিতান্ত সাধারণ বিবেচনায় কিরিল উত্তর দিল —"কখনো না"

"বিরাট দেশ, আর প্রচুর টাকা আছে, কাজেই গাছ ঝাড়া দিলেই টাকা পড়বে, কেমন?"

স্ট্যালিন ব্যঙ্গ করে উঠ্‌লেন। তারপরে কিরিল যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্য একটু মোলায়েমভাবে বুঝিয়ে বললেন, এটা তাদের বোঝা উচিত যে কোনও প্রদেশই শুধু সরকারী টাকায় গড়ে উঠতে পারে না। তারা যে নিজেরা নানারকমে নক্সা এঁকেছে—সেজন্যে সকলেই গর্ব্বিত হবে; তাদের উচিত হচ্ছে ওটা নিজেদের সামর্থ্যে গড়ে তোলা।

স্ট্যালিনের উপদেশ শুনে আমতা আমতা করে কিরিল বললো, "তা' বেশ, আমরা নয়তো নিজেরাই গড়ে তুলবো। কিন্তু আমাদের তো কোনও যন্ত্রপাতি নেই।"

"বেশ কথা বল্‌লে! আমাদেরই কি নিজেদের যন্ত্রপাতি আছে? এসব তো জনসাধারণের।" আবার কিরিলের মনে হলো যে স্ট্যালিন ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে স্ট্যালিন বললেন,

"তোমাদের বাইরে গিয়ে কিছুদিন শিক্ষা নিয়ে আসা ভাল। ওদের সব জিনিষই খারাপ নয়।"

বিস্মিত কিরিল উত্তর করলো, "কিন্তু আমি তো কোনো বিদেশী ভাষা জানি না।" "ওসব বাজে কথা শুধু তিলকে তাল করা।" এসবের পরে কিরিল যেন ভুলে গেল যে সে স্ট্যালিনের সঙ্গে কথা বলছে। তার মনে হচ্ছিলো সে বোগদানভের সঙ্গে আলোচনা করছে। মাঝে মাঝে স্ট্যালিনের মতের বিরুদ্ধে কথা কাটাকাটিও করছিল সে। স্ট্যালিন বেশ ধীরভাবে কথাগুলো শুনে অবশেষে তাঁর মতের প্রতিবাদ করলেন। স্ট্যালিনের প্রতিবাদে কিরিল না দমে বরঞ্চ নবীন উৎসাহ-ই পেল। স্ট্যালিন বলে যেতে লাগলেন "আমাদের দেশ বিরাট এবং সমস্ত দেশবাসীর আমাদের ওপর আস্থা আছে ; কাজেই প্রত্যেকটি কাজ করবার আগে হাজারবার ভেবে চিন্তে সব কাজে হাত দিতে হবে। কিন্তু একবার কাজ আরম্ভ করলে তাকে ছাড়তে পারবে না। যেমন করেই হোক্ কাজ শেষ করতে হবে। কাজের মাঝখানে যদি ভাবনা চিন্তা কর তা হলে জনসাধারণও তোমাদের দেখে কাজ না করে ফাঁকি দেবে।"

আবার কিরিলের মনে হলো, এ-স্ট্যালিন যেন ঠিক আগের মত নন উত্তেজিত হয়ে সে ঘাম মুছবার জন্যে পকেট থেকে রুমাল বের করলো। সেই সময় পকেট থেকে "রক্ত পতাকার খেতাব"-এর ব্যাজ ছিটকে পড়লো।

তাই দেখে স্ট্যালিন বললেন, "তুমি তো দেখছি খেতাব পেয়েছো—ওটা পড়ছো না কেন?" বলেই কিরিল তোলবার আগে মাটী থেকে স্ট্যালিন সেটা কুড়িয়ে নিলেন। স্ট্যালিনের হাত থেকে খেতাব নিয়ে কিরিল আবেগের সঙ্গে বলে উঠলো—"যদি আগে আমি সুখী না হয়ে থাকি তো এখন আমার আর কোনও আক্ষেপ থাকবে না। আমি এখন গর্ব্ব করতে পারি যে আপনার হাত থেকে খেতাব পেয়েছি।"

"সে তুমি যত ইচ্ছে গর্ব্ব করতে পারো" বলেই তিনি নিজের

মনে হাসতে লাগলেন। তারপর সার্জি পেট্রোভিচের দিকে তাকিয়ে বললেন—"কি বল সার্জি, তোমার কি মনে হয় না যে কিরিলের এবার কর্ম্মপন্থা বদলানো দরকার?'

"আমার তো তাই মনে হয়"—সার্জি বললেন।

স্ট্যালিনের সামনের হতচকিত ভাব ক্রেমলিনের বাইরেও সে কেটে গেলে কিরিল আপন মনে বলে উঠলো :

"এই হলো প্রকৃত নেতার মত কথা!" তার মনে একই প্রশ্ন উঠতে লাগলো—"আবার কি ঐখানে আসা ভাগ্যে ঘটবে? নিশ্চয়ই! আমায় আবার এখানে আসতেই হবে।" কিন্তু স্ট্যালিনের কথাগুলোর সব স্পষ্ট অর্থ তার মাথায় ঢুকছিল না। কি উদ্দেশ্যে যে স্ট্যালিন কর্ম্মপন্থা বদলাতে বললেন—তা তার বোধগম্য হচ্ছিলো না, তবু কিরিলের মনে হলো—"থাকগে, আমায় তিনি যেভাবে ইচ্ছে খাটিয়ে নিতে পারেন—তাঁর ওপর আমার ভরসা আছে পুরোপুরি।"

ক্রেমলিন থেকে বেড়িয়ে বীরদর্পে কিরিল চললো পথ ধরে, তার সমস্ত ভঙ্গী থেকে ফুটে বেরোচ্ছিল—"স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করে এলাম—একবার সবাই তাকিয়ে দেখো আমায়।"

কিরিলের মনে জাগলো আর একদিনের স্মৃতি···নিঝুম রাত! সে রাতে কিরিল আর বোগদানভ দু'জনে একটা উঁচু বাঁধের ধারে বেড়াচ্ছিল। বাঁধের ধারটা তখন নিস্তব্ধ। কোনও নতুন কাজের ছক্ করবার সময়েই বোগদানভ ওখানে নির্জ্জনে যেয়ে চিন্তা করতো। কোনও কথা না বলে দু'জনে চল্‌ছিল; তাদের কপালে ও কাঁধে জামার ওপর তুলোর মত রাশ রাশ বরফ জমা হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে কিরিল যেন কি বলবার জন্য সমস্ত শরীরে ঝাঁকি দিয়ে উঠ্‌ছিল। সে ঝাঁকিতে সারা গা থেকে ঝরে পড়ছিল পরাতের পর পরাত বরফ। কিন্তু কেমন করে ও কোথা থেকে

কথা .সুরু করতে হবে ঠিক করতে না পেরে তার আর কথা বলা হচ্ছিলো না। রাজনীতিক্ষেত্রে কিরিল তখনো নতুন। সেজন্যে অনেকের মত সেও কমিউনিস্ট দলের ভেতরের ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে হতবুদ্ধি হয়েছিল। কিরিলের মত অনেক নবীন কমিউনিস্ট-সঙ্ঘের সভ্যই বুখারিন, কামেনিভ, জিনোভিভ্ এবং রাইকভ্ কে লেনিনের মন্ত্রশিষ্য বলে মনে করতো এবং নেতা বলে তাদের সদম্ভে প্রচার করতো। কিন্তু তারা দেখলো যে সেই সব নেতারা নিজেদের খামখেয়ালমত এমন সব কর্ম্মপন্থা হাজির করছেন যা তারা সবাই গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে মনে করছিল। তাদের ঐ সব কর্ম্মপন্থার উদ্দেশ্য কি, তা কিরিল বুঝতো না। তারা কি চায় সমস্ত দেশব্যাপী যে বিরাট শিল্প প্রচেষ্টা চলছে তা থেমে যাক্? আর ভাঙ্গা রাস্তা, জীর্ণ ফ্যাক্টরী ও ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল নিয়েই সব রাশিয়ার লোক কাজ করবে? কিরিল ইতিমধ্যে বিদেশ ঘুরে এসেছে। সে দেখেছে তাদের ফেরো-কংক্রীটের বড় বড় রাস্তা, চাষের জমিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্র্যাক্টর, এরোপ্লেন এবং লক্ষ লক্ষ মোটর গাড়ী! ঐসব নেতাদের কথামত কাজ করতে গেলে তাদের পুরানো জারের রাশিয়ায় ফিরে যেতে হবে—যে রাশিয়াকে তারা পেছনে ফেলে এসেছে অনেক দিন।

চুপ্ করে থাকতে না পেরে কিরিল অবশেষে ঝাঁঝিয়ে উঠ্লো—এসবের মাথামুণ্ড আমি কিছু বুঝি না—সমাজতন্ত্রবাদ গড়ে তোলা আর বেঁচে থাকার পার্থ্যক্য কোথায়?”

বোগ্দানভও এতক্ষণ পরে কাদের গালাগালি করে উঠ্লো—হতভাগারা কোথাকার! তারা ভুলে যাচ্ছে যে পার্টিরও একটা অতীত ইতিহাস আছে—যা আমাদের মনে থাকে! পার্টি বেশ মনে রেখেছে ১৯১৭ সালে কামেনিভ্ কেমন করে রোমানভ্দের স্বাগত জানিয়েছিল। কেমন করে অক্টোবর বিপ্লবের সংবাদ সে আর

জিনোভিভ্‌, দু'জনে শত্রুপক্ষীয়দের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং কেমন করে বুখারিন্‌ লেনিনের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল।—এসব জিনিষ হঠাৎ হয় না।"

"কিন্তু ওরা সত্যি কি চায়?"—কিরিল তাকে বাধা দিল।

"তারা চায় পার্লিয়ামেণ্ট! দেখ না কেমন বক্তৃতাবাগীশের মত চেহারাগুলো সব।"

"এ কথাগুলো ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয়—"। কিরিল আপত্তি করলো—"এগুলো হলো ঈর্ষাপ্রসূত। আমায় বুঝিয়ে দিন তারা কি চায়।"

"তারা লেনিনের নামের আড়ালে নিজেদের বাঁচাতে চায়, কিন্তু তলে তলে থাকে তাঁর বিপক্ষে। জনসাধারণের কথা নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না। কামেনিভ্‌ এদের গরু-ভেড়ার পালের মত বোকা মনে করে, জিনোভিভ মনে করে শুধু অনুচরের মত; আর বুখারিন? বুখারিন ওদের চেয়ে বেশী চালাক। সে লোকদের বলছে যে তোমাদের দোকান শিল্পদ্রব্য এবং আরও নানা জিনিষে ভরে দেব। সে গম্ভীর ভাবে বলবে, "বড়লোক হও সকলে;" কুলাকদের বোঝাবে—"শান্তভাবে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রে পৌছাও!" কুলাক প্লাকুস্বেভকে তো খুব ভাল করে চেনো। সে কেমন চমৎকার আস্তে আস্তে নির্ঝঞ্ঝাটে সমাজতন্ত্রে পৌছেছিল মনে পড়ে! ন্যানিকা উপত্যকায় যে বিদ্রোহ সে খাড়া করেছিল, সেকথা কি ভুলে গেছ? বুখারিন স্বর্গের স্বপ্ন দেখায়—অথচ তার পেছনে রয়েছে রক্তের সমুদ্র! আর—স্বীকার করুক আর না-ই করুক—তারা সকলেই চাচ্ছে মুছে-যাওয়া ধনতন্ত্রবাদকে রাশিয়ার বুকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তা করলে কি আমাদের চলবে! ইস্পাতের মত শক্ত হতে হবে আমাদের!" এই বলে দুই হাতে পায়ের কাপড় তুলে ধরে বোগ্‌দানভ অভ্যেস মত দৌড়ুতে সুরু করলো। সেই সময় সে বললো, "স্ট্যালিন দেবে তেমনি সবাইকে ঠাণ্ডা করে,—'কি না' দেশ আর চলতে পারছে

না! খাটুতে খাট্‌তে দেশের মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে!—যেন স্ট্যালিন আর তাঁর সহকর্ম্মীরা কেউ একথা জানেন না বা বোঝেন না যে দেশ পরিশ্রান্ত এবং তারও বিশ্রাম চাই! এটা তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। তবে এর চাইতে বহুগুণে বেশী প্রয়োজনীয় জিনিষ আরও আছে ভাববার। আমাদের চারদিকে শত্রু। দেশের বাইরেও যেমন দেশের ভেতরেও তেমনি। যতই দিন যাচ্ছে তারাও ততই শক্তিশালী হচ্ছে। যদি আমরা শীগ্‌গীর আপ্রাণ খেটে নিজেদের প্রবল ক্ষমতাপন্ন না করতে পারি তা'হলে নির্ঘাত সকলে শত্রুর প্রবল নিষ্পেষণে পিষ্ট হয়ে মারা যাবো। চারদিকের ধনতান্ত্রিক দেশগুলো সব আমাদের রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে—। বন্ধু, তারা কখনো এতটুকু দয়া দেখাবে না। কাজেই স্ট্যালিন ঠিকই করছেন—'আপাততঃ কোমর বেঁধে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি।' তুমি ঐ পার্টি কন্‌ফারেন্সে যাও—যেয়ে তোমার মনের কথা বলে এসো—হয়তো তারা তাতে লজ্জা পেতেও পারে।" তারপর একটু থেমে মৃদু হাস্যের সঙ্গে সে বলে চললো, "কিন্তু মনে থাকে যেন, মস্কো সম্মিলনীতে গিয়ে খাঁটী কর্ম্মীরা শুধু কথাই বলে না, কাজও করে। অনেকেই বোকার মত মনে করে যে সম্মিলনীতে গেলে বলশেভিকরা কথা ছাড়া আর কিছু করে না। সেটা খুব ভুল ধারণা! তারা কাজও করে। কি বলতে চাচ্ছি তা' বুঝলে কি, বন্ধু! যতবার পার সম্মিলনীতে যাও, খালি হাতে যেন ফিরো না।"

## চার

পার্টির ভেতরে যখন দক্ষিণ ও বামপন্থীদের * গোলযোগ চরমে পৌঁছেছে, সেই সময় কিরিল দ্বিতীয়বার মস্কোতে এলো! পার্টির সেই সংঘর্ষে সমস্ত দেশ যোগ দিয়েছে। স্ট্যালিন সোভিয়েট রাশিয়াকে নতুন মন্ত্র দিয়েছেন "পুরোদমে এগিয়ে চলো—আর কোনও পথ নাই।"

সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোল কমিশনের সমিতির সদস্য হিসাবে নিমন্ত্রিত একজনের পাশে বসে কিরিল বললো—"কর্ত্তা ঠিক কাজের কথা বলেছেন, না লেম্? বাহাদুর বটে! সবাই যখন কাজের ভয়ে কোঁকাচ্ছে তখন কিনা ইনি বলছেন 'পুরোদমে চলো!' "

একটা চলতি প্রবাদ বাক্যের উল্লেখ করে লেম্ বললো "বাহাদুর ঠিকই বলেছেন! ছাগল দিয়ে যব মাড়াই হয় কোনোদিন শুনেছো কারো কাছে?"

কিরিল বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। আর মনে মনে বক্তাদের কথা ভাবলো—কি সব লোকগুলো! সবাই দোহাই দিচ্ছে কৃষকদের—কিন্তু ওরা চাষীদের সম্বন্ধে জানে কতটুকু?" সে তার পাশের লোকটীকে বেশ ভাল করে দেখে জিজ্ঞেস্ করলো "কি বলতে চাচ্ছ তা ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না।"

সেই মুহূর্ত্তে বুখারিন্ বক্তৃতামঞ্চে এগিয়ে এসেছেন। মুখে ছোট একটু দাড়ি, মাথা-জোড়া টাক; কিন্তু তবু যৌবন সুলভ ঔজ্জ্বল্য ছিল তার মধ্যে।

তাকে দেখে কিরিল বলে উঠ্‌লো "বাঃ বেশ তো ছিপ্‌ছিপে মেয়েলী ধরনের? কি বলেন? উনি কি চান? উনিও কি লড়ছেন?"

* আলোচনার রাজনৈতিক পটভূমির জন্য মুখবন্ধ দেখুন।

"ওঁর মাথায় তবু খানিকটে মগজ আছে" একটু জোর দিয়ে লেম্ কথা ক'টি বললো। "ইনিই হচ্ছেন বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী!"

"তা বটে! আবার কিন্তু ভুল করলে" কিরিল খেঁকিয়ে উঠ্লো।

এমন সময় স্ট্যালিনের সেক্রেটারী সার্জ্জি পেট্রোভিচ্ পোড্ক্লেটনভকে দেখে কিরিল উঠ্তে যাচ্ছিলো, কিন্তু না উঠে সে লেমের কাছে নীচু হয়ে বললো "আমাদের টাকার দরকার, বুঝলে? আমার আবার এসব কাজে কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। বোগ্দানভেরও অসুখ করেছে। তুমি কারুর সঙ্গে কথা কইতে পার না?"

কিরিলকে থামতে না দিয়েই লেম্ সুরু করলো "ওটাই তো আসল কথা! আমাদের বলা হচ্ছে যেন সবাই জোর কদমে চলি—অথচ ঢাল তরোয়াল যে কিছুই নেই সে দিকের খবর কে রাখে!"

বিরক্ত হয়ে কিরিল উঠে গেল।

প্রথম দু-একদিন সভায় চলছিল তুমুল গরম গরম আলোচনা, সবাই তা' মন দিয়ে শুনেছিল। কিছুদিন আগের এক পার্টি সভাতে জিনোভিভের বক্তৃতার কথা কিরিলের মনে হলো। জিনোভিভ্ কিছু বলতে এলেই সবাই চুপ করে যাচ্ছিলো। বিরাট উস্কোখুস্কো মাথায় জিনোভিভ্কে মোটেই রাজনীতিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছিলো না। শরীর অনুপাতে মাথাটা অনেক বড় মনে হয়েছিল। কিন্তু তা' নয়। ঠুন্কো পা আর লিক্লিকে দুই হাত হচ্ছে তাঁর সম্বল। তাঁকে বক্তৃতা করতে দেখে কিরিল আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল! বহুক্ষণ তিনি বক্তৃতা করলেন—দেশের কথা, জনসাধারণের কথা এবং বিশেষ করে চাষীদের কথা। বক্তৃতার মধ্যে বহুবার তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে অনুতাপ করছিলেন! তাই তাঁর কথা শেষ হতে না হতে কে যেন ঘরের এক কোণ থেকে বলে উঠেছিল "জিনোভিভ্ নিজেই নিজেকে চাপকাচ্ছে!!"

জিনোভিভের পর উঠেছিল কামেনিভ্। তিনি গেঁয়ো মুদীর মত

দেখতে, মুখে ধুসর দাড়ি, বেঁটে ও মোটা—ঠিক যেন শয়তানী করলে-ঘুষিয়ে-দাঁত-ভেঙ্গে-দেবার মত। তিনিও অনেকক্ষণ ধরে খুব উত্তেজনা-পূর্ণ বক্তৃতা করেছিলেন। কিন্তু কিরিল তার বক্তৃতার বিন্দু বিসর্গও বুঝলো না। অন্যান্য বক্তা কামেনিভকে ভয়ানক সমালোচনা করেছিল।

আজ এসেছেন বুখারিন্। মাঝে মাঝে বক্তৃতা বোঝাবার জন্যে তিনি কার্ল মার্ক্স, লেনিন ও ফ্রীডরিশ্ এঙ্গেলস্ থেকে মুখস্থ বলছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় যে শুধু অনেকে বিস্মিত হলো তা নয়—বহু তরুণ কমিউনিস্ট সত্যিই দুঃখিতও হলো। এদের মধ্যে যারাই উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছে তাদেরই বুখারিনের বই পড়তে হয়েছে। আর আজ সমস্ত দেশ যখন এগিয়ে চলেছে তখন কিনা ইনি তার লাগাম টেনে ধরতে চান! কিরিলদের মত নবীন কমিউনিস্টরা তাই বুখারিনের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ভাবছিল "এতদিন এঁর ওপর কেমন করে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম? না, এঁরা ঠিক আমাদের দলের নেতা বলে মনে হচ্ছে না।'

প্রথম দু'দিন বিরোধী দলের বক্তৃতায় অনেক লোক হত। কিন্তু তারপর থেকেই বুখারিনের দল বক্তৃতা করতে এলে ঘর খালি হয়ে যেত। সম্মেলনের সভ্যেরা দু'জন চারজন করে ঘরের বাইরে পায়চারী করতো। কিরিলের মত যাদের বক্তৃতা করবার পালা ছিল শুধু তারাই থাকতো ঘরে। অবশেষে তাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় তারাও বেরিয়ে এলো।

বারান্দায় তখন সকলে নানারকম কাজের কথা আলোচনা করে চল্‌ছিল। কেউ "কম্‌রেড হিসেবে" ট্র্যাক্টর চাচ্ছিলো, আবার কেউ চাচ্ছিলো বিদেশ থেকে অবশ্য-প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি; আর অনেকে ঐ "কম্‌রেড হিসেবেই" তাদের উদ্যোগ সফল করবার জন্য অর্থ সাহায্য চাচ্ছিলো। এই সম্মিলনীতে কিরিলের আসবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল

স্ট্যালিনের পন্থার অনুমোদনে বক্তৃতা করা। কিন্তু এখানে এসে সে দেখলো যে পার্টির কর্ম্মপন্থা অনেক আগেই নির্দ্ধারিত হয়ে রয়েছে। যারা সত্যিকারের কাজের সঙ্গে জড়িত—মানে ফ্যাক্টরীর কর্ত্তা, সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের অধিনায়ক, পার্টির সেক্রেটারী, এঁরা সকলেই অপেক্ষা করছেন—কখন স্ট্যালিন কাজে নামবেন। এঁদের কাছে কোনও বিশেষ দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলাটা আর সমস্যা নয়, ঠিক ক্ষুধার্ত্তের কাছে যেমন খেতে বসা আর না বসাটা ভাববার জিনিষ নয়। পাছে তার আগে অন্য সকলে সব আদায় করে নেয় এই ভয়ে কিরিল এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো—কাকে দিয়ে নিজেদের টাকার প্রস্তাব ওঠাতে পারে। এমন সময় পোড্‌ক্লেটনভকে অন্যমনস্কভাবে লোকের ভীড়ের মধ্য দিয়ে যেতে দেখে সে তার দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে নমস্কারের বাহুল্য না করেই সে বলে উঠলো—

"সার্জ্জি পেট্রোভিচ্‌, আমায় আপনি সাহায্য করবেন না ?"

"কি চাও ? আবার খাওয়া দাওয়া স্ফূর্ত্তি করতে ?"

"কেন ? না, আমি চাচ্ছি আমাদের ইমারতী কাজের জন্য জিনিষপত্র।"

"কিন্তু তোমাকে তো মিনিট খানেকের মধ্যে বক্তৃতা করতে যেতে হবে।"

"আচ্ছা ! বক্তৃতা পরে করলেও চলবে। কিন্তু যদি আমি জিনিষপত্র যন্ত্রপাতি একটা কিছু পেতাম... !"

"একটা কিছু—কেমন ? বেশ বলেছে !" এই বলে কিরিলের হাত ধরে পোড্‌ক্লেটনভ ভেতরে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন "এঁর নাম কিরিল ঝ্‌দারকিন্‌; ইনি গ্রাম থেকে আস্‌ছেন।" বলেই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন "এবার তুমি কৃষকের ভূমিকায় অভিনয় কর।"

কিরিল এদিক-ওদিক তাকালো ! কেউ হঠাৎ বড় নদীতে পড়ে

গেলে যেমন হাবুডুবু খায় কিরিলের অবস্থাও হলো তেমনি। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লে নিল। না, সার্জ্জি পোড্‌ক্লেটনভকে আর বিশ্বাস করা হবে না। তারা নিজেরাই সব যোগাড় করবে। মনে মনে কিরিল হিসেব করলো কাকে পাইন কাঠ কতগুলো বিক্রী করেছে। এবার ফিরেই নতুন করে কোন কোন গাছ কাটতে হবে—তাও সে ঠিক করে ফেললো।

গোটা সম্মিলনীর চারপাশ সে ভাল করে দেখে নিল। তখন যেন কে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করছিলেন। তার শেষ করতে আরও দেরী হবে মনে করে কিরিল আবার বারান্দায় বেরিয়ে এলো। হঠাৎ তার সঙ্গে হলো স্ট্যালিনের মুখোমুখি! স্ট্যালিনের হাতে তখন একগোছা ফাইল ও নথি পত্র। চঞ্চলচরণে বুখারিন্ তাঁর পাশেপাশেই চল্‌ছিলেন। বুখারিন একটু বেঁটে বলে কথা বলতে স্ট্যালিনের মুখের দিকে মাথা উঁচু করে তাকালেন। কিরিলকে স্ট্যালিন হঠাৎ হেসে বললেন "এই যে আমাদের "বিদেশী", তোমাদের কর্ম্মপন্থা বদলানোর কি হলো?"

"খুব খারাপ নয়" কমরেড স্ট্যালিন! "আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি।"

"বুখারিন তো ওরকম ভাবে আস্তে আস্তে চলে। কিন্তু তোমরা?"

কিরিল ঠাট্টা করে বললো "তা বটে, তবে বুখারিন্ নির্ঝঞ্ঝাটে সমাজতন্ত্রে পৌঁছুতে চান। আমাদের ওখানে একজন বুখারিনের পরিচিত বন্ধু আছেন। তাঁর নাম ইলিয়া গুরিয়ানভ্। তিনি ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রে পৌঁছুতে চান। তাঁর কথা হলো 'ছোট ছোট জমিজমা থেকে কম্যুনে!' কিন্তু পরে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন।"

মৃদু হেসে বুখারিনের দিকে তাকিয়ে স্ট্যালিন বল্‌লেন "শুন্‌লে বুখারিন্ দেশ কি বলে?" বুখারিন্ একটু চম্‌কে উঠে নিজেই সঙ্কুচিত হলেন! অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি বলে ফেললেন "আমাদের সঙ্গে কিন্তু তুমি

বড় রূঢ় ব্যবহার করছো!" এ কথাটি বলেই তিনি সভাপতিদের ঘরের ভেতরে চলে গেলেন।

তাকে যেতে দেখে স্ট্যালিন বললেন "বড্ড মুষ্‌ড়ে গেছে।" পরে কিরিলের হাত ধরে নিজের মনেই বলে চললেন "সবাই চাচ্ছে বুখারিন্‌কে দল থেকে তাড়িয়ে দিতে।"

কিরিলের প্রথমে ধারণা ছিল যে স্ট্যালিন বোধ হয় তাড়ানোর প্রস্তাবের বিপক্ষে। তাই প্রথমটা ভয়ে ভয়ে পরে একটু সাহস সঞ্চয় করে সে বললো "কম্‌রেড্‌ স্ট্যালিন, আমরা আপনার শিষ্য, আপনি অবশ্য সব বুঝবেন। কিন্তু আপনি সমুদ্রের স্রোত আট্‌কাতে পারেন কি? বুখারিন চাচ্ছেন তাই। বুখারিনের চাল শেষ হয়ে গেছে। এই যে সব এখানে রয়েছে (বারান্দায় সবাইকে দেখিয়ে) এরা সবাই বহু আগেই স্ট্যালিনের পক্ষে ভোট দিয়ে রেখেছে। বুখারিনকে তাড়াতেই হবে।"

কোনও উত্তর না দিয়ে স্ট্যালিন চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন "আমি ভেতরে যাচ্ছি। শেষ বক্তৃতার সময় হয়ে এসেছে।" স্ট্যালিনের পেছনে পেছনে সবাই হুড়মুড় করে ঘরে চলে এলো। সেদিন স্ট্যালিন চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন এবং তাই পরে সমস্ত দেশকে আলোড়িত করেছিল।

বুখারিন্‌কে বিতাড়িত করবার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রস্তাব পড়ার সময় এ সমস্ত কথাই কিরিলের মনে পড়লো। 'আচ্ছা স্ট্যালিন যেন সেদিন আমাকে আরও কি-কি বলেছিলেন কেমন? তিনি জিজ্ঞেস্‌ করলেন যে বোগদানভ্‌ কেন এলো না। কিরিল উত্তর করেছিল "তার অসুখ করেছে। স্ট্যালিন উত্তর করেছিলেন "তোমরা তাকে ভাল করে দেখনা কেন? কারুর সাথে বিয়ে দিয়ে দাওনা ওকে?" কিরিল হাসতে হাসতে বলেছিল "বেশ, ওর বিয়ে দিয়ে দিলে খুব মজা হবে।"

তারপর কিরিল জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি নানা জায়গায় গিয়েছিল আর ফিরে এসে সেই নতুন অভিজ্ঞতা দিয়ে সহরের পার্টি পরিষদের সম্পাদক হিসেবে একটী লোহা লক্করের কারখানা স্থাপন করেছিল। নানা জায়গায় ঘুরে এসে তার কাছে স্ট্যালিনের বিরাটত্ব ফুটে উঠ্‌ছিল আরও বেশী করে!

## পাঁচ

ঘোড়ায় চড়ে কিরিল পার্ব্বত্য পথের মোড়ে এসে দাঁড়ালো। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে—তাতে ভেসে ওঠে, শুধু আলাই নদীর উপত্যকা; আর তাতে আঁকা রয়েছে খুদে খুদে ফোঁটার মত গ্রামের পর গ্রামের সারি, আর লাইন ভরা পাহাড়ের ছবি। কারখানা গড়ে তোলবার জন্য বিপুল শ্রমিক সমাজের শাবলের আঘাতে পৃথিবীর বুক চিরে ধূলো উড়ছে আকাশে গোটা উপত্যকা জুড়ে! সেই জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কিরিলের মনে হলো যেন সে এ-টুকুর মধ্যেই রাশিয়ার বিশ্বরূপ দেখছে!

সমস্ত রাশিয়া মেতে উঠেছে কর্ম্মের প্রেরণায়! সে দাপটে কাঁপ্‌ছে সারা দুনিয়া! সমস্ত তৃণভূমি, বিল, তুহিন-শীতল তুন্দ্রার ওপরে ভেসে চলেছে ধরিত্রীর আর্ত্তনাদ! সতর কোটি নাগরিকের পদ বিক্ষেপে বসুন্ধরা চঞ্চল! তাতার, মদভিন, রুশ, ইউক্রেনীয়—দলে দলে তারা চলেছে, কেউ সহরে, কেউ কুজ্‌নিট্‌জে, সাইবেরিয়ায়, ম্যাগনিটোগোরস্কে কিংবা ভল্‌গানদীর উপত্যকায় যেখানে এককালে স্টেকা রাজিন প্রভুত্ব করতো। এদের ভেতর এসেছে নতুন প্রাণের স্পন্দন! তাই যেমন তারা নির্ব্বিকারভাবে কুজনিট্‌জে চলছে কিংবা বৈকাল হ্রদের দিকে

ছুটেছে তেমনি শর্টভ ওগল (Sortov Ogol) উপত্যকায়ও হানা দিচ্ছে। তাদের অনেকেরই ধারণা নেই যে হয়তো আর বছর দুই-এর ভেতরেই ঐ নির্জ্জন পথ সব ফেরো কংক্রীটে বাঁধা পড়বে কিংবা যেখানে কোটী কোটী মশার ঝাঁক উড়ছে সেখানে চমৎকার পার্ক হবে, সুন্দর সুন্দর বাড়ী উঠবে আর এই উপত্যকাটি শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে আলাদিনের দৈত্যের মত বিরাট কারখানা!

কিন্তু তবু তারা আসছে! সমস্ত পৃথিবীর বুক খুঁড়ে তারা দুঃশাসনের রক্ত-নেশায় মাতোয়ারা! দলে দলে কাঁধে কাঁধ মিশিয়ে পৃথিবীর রূপই পাল্‌টে দিচ্ছে! স্বাধীন পাখীর মত ডানা মেলে উড়ছে। সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি গড়তে এই বিরাট বিপ্লব—এই ক্ষুধিত অভিযান! বুড়োর দল তাদের নিজেদের ভাবনা চিন্তায় বিজড়িত থেকে আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌ছে এই সব তরুণ কমিউনিস্টদের। সকলের মুখে এক কথা "কি অদ্ভুত লোক এরা! এমনভাব করছে সব যেন কোথায় ভোজ খেতে যাবে।"

আঠার বছরের প্যাভেল্ ইয়াকুনিন্, সংসারের কোনও ভাবনা নেই—বাপের মত ভুরু কোঁচকান অভ্যাসও তার ছিল না। তাঁবু থেকে তাঁবুতে দৌড়য়, বাজে গান করে, নাচে, মজার গল্প করে। সজীব ভঙ্গীতে কাজের মধ্যে দিয়ে তার জীবন কাটতো। তার সামনে এলে বৃদ্ধেরাও না হেসে পারতো না—এমনি মধুর ছিল প্যাভেলের স্বভাব। অন্যেরা যেমন তাকে ভালবাসতো প্যাভেল তেমনি নাটাশা পারোনিনাকে একটু বেশী স্নেহ করতো! নাটাশা সাইবেরিয়া থেকে এসেছে—নবীন কমিউনিস্ট। প্রথম দিন তার সঙ্গে আলাপ হতেই সে বলেছিল "পাশা, আমি ক্যালডোনিয়া থেকে এসেছি।"

"তুমি তা হলে ক্যালডোনীয়ান্" বলেই প্যাভেল তাকে টেনে নিয়ে

নিয়ে চলেছিল নাচতে। নাটাশার নীলাভ চোখ—উজ্জ্বল নীল্। পাতলা ঠোঁট—যেন বোঝাই যায় না। ওপরের ঠোঁট একটু বাঁকানো—আর তা সব সময়েই নড়ছে। সেও প্যাভেলের সঙ্গে নাচের মধ্যে এসে প্যাভেলের কাঁধের উপর হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে নিল। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে একবার ছিট্‌কে বেরিয়ে এলে প্যাভেল বললো "তোমায় আটকানো কঠিন নাটাশা!" এবং আরও কাছে টেনে নিয়ে রাখলো।

"কিন্তু তুমি আবার বড্ড জোরে আঁকড়ে ধরছো পাশা!" কিন্তু তা বলে প্যাভেলকে দূরে সরিয়ে দেবার কোন প্রচেষ্টাই দেখালো না সে।

মেয়েটী আস্তে আস্তে সুরু করলো "আমি মার কাছে থেকে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু তাই বলে একেবারে চলে আসি নি। হাত ঘুরিয়ে মাকে বললাম 'মা, আমাকে ছাড়াই তোমার চলবে, আমি নিজের ভাগ্যান্বেষণে বেরুচ্ছি।' তবে এখানে এসে মাঝে মাঝে মায়ের কথা মনে পড়ে খুব খারাপ লাগে! হয়তো আমি ফিরে আসবো ভেবে মা সারা দিনরাত জানালার ধারে অপেক্ষা করে থাকেন! কে জানে!" প্যাভেল না জিজ্ঞেস্ করতেই নাটাশা সেদিন এত কথা বলে গেল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে নাটাশার সব কথা শুন্‌তে প্যাভেলের উৎসাহ বাড়ছে বই কমছে না! নিজের কাছেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তারা যেন দলচ্যুত হয়ে পড়লো! দলবল ছেড়ে প্যাভেল আর নাটাশা দু'জনে একদিন সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্য্যন্ত তাঁবুর বাইরে হেজেল কুঞ্জে কাটালো। ঘুম ভেঙ্গে নিজেদের ঐ অবস্থায় দেখে তাদের নিজেদেরই অনেক সময় সঙ্কোচ হত। যৌবনের মধুর স্বপ্ন এমনি করে সে রাতে প্রকাশ পাওয়ায় দু'জনেই হলো লজ্জিত। তারপর আবার তারা চলছিল সবাই এক সঙ্গে। রোজই "শর্টভ ওগল" এগিয়ে আসছে—সেখানে তাদের ভাগ্যে কি আছে কে বলতে পারে?

## ছয়

কয়েকদিন পরে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল ইগর কুভায়েভ্। বুরদাইস্কাতে ষ্টোভ তৈরী করা ছিল তার ব্যবসা। প্রকৃতিও অদ্ভুত। একটু মদ আর স্ফুর্ত্তি পেলেই সে আর কিছুই চাইতো না। একবার গ্রামের পুলিশের গায় থুথু দিয়েছিল বলে সকলে তাকে বিদ্রোহী বলতো! নিজের ভাঙ্গা কুড়ে বিক্রী করে শেষ সম্বল ভেড়াটা কেটে পাড়ার সবাইকে ভোজ দিল। ভেড়া কেটে ভোজের মধ্যেই ইগর প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করলো। যা নয় তাই বলে তাদের গালাগালি দিল। তারাও নাছোরবান্দার মত বেধরক মার লাগালো ইগরকে। আধমরা করে তবে ছাড়লো তাকে।

আলাইর পাড়েই সে পড়ে রইলো কয়েকদিন। পাড়ার ছোঁড়ারা মেঠাইএর লোভে তাকে ভদ্‌কা এনে দিত। খালি পেটে সেই ভদ্‌কা খেয়ে নেশায় মশগুল হয়ে থাকতো সে। পরে নদীর জলে মাথা ধুয়ে নিত। চার দিনের দিন আর তাকে দেখা গেল না কোথাও। কেউ তা বলে বিশ্বাস করে নি যে চিরকালের মত ইগর গাঁ ছাড়া হবে। বাড়ী ঘর জমিজেরাত বিক্রী করাও তার এই প্রথম নয়। কয়েকদিন পর মাথা ঠাণ্ডা হলেই স্টোভ বানিয়ে হাতে দু-চার পয়সা করে আবার গাঁয়ে ফিরে সে বাড়ীঘর কিনে বসবাস করতো!

এবার আর সে সব কিছু হলো না! ঝোড়ো হাওয়ায় ওড়া পাতার মত ইগর যে কোথায় ছিটকে পড়লো—কেউ তার খোঁজ রাখতে পারলো না।

ইগর ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রাম গ্রামান্তরে। নিজেকে সে জাহির করলো সবজান্তা বলে। যার যত মুস্কিল সে আশান করে দেবার ভরসা দিল।

চারদিকের গাঁয়ের লোক জড়ো হলো ইগরের কাছে উপদেশের জন্যে।

অঢেল ভদ্‌কা আসতে লাগলো উপহার। কারুর ঝগড়া লাগলে ডাক পড়তো ইগরের। মেয়ে বস্তীতেও সেই হলো মাতব্বর। গাঁয়ে গাঁয়ে যারা মজুরের আড়কাঠিগিরি করতো ইগর তাদের থেকে ঘুঁষ আদায় করে নিজের পথখরচ জোটাতো।

এমনি করেই একদিন ইগর এলো শটভ ওগলে। তিনমাস ধরে মনের সুখে দেশ বেড়িয়ে তবেই সে এলো এখানে। কিন্তু একি! দূরেই দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের ছায়া! পাহাড় ঘিরে নতুন করা মজুরদের কোঠাবাড়ী। দেখে মনে হয় যেন আগুনে পোড়া কোন গাঁ!—ধূসর।

কোঠাবাড়ীর মজুরদের কাছে এগিয়ে সে ঠাট্টা করতে লাগলো ঐ রকম ভাঙ্গা বাড়ীতে থাকার জন্য।

কিন্তু তারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে থেকেই কাজ করছে নিজের মনে। কেউ নিজের স্বপ্নে বিভোর—কারুর আছে কর্ত্তব্যের আহ্বান—কেউ দেখাতে চায় তার ক্ষমতা—কেউ হয়তো কাজ করছে টাকার লোভে—কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক!

"রাশিয়াকে যন্ত্রশিল্পে ইউরোপকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।"

রোজই কিরিল সেই গিরিবর্ত্মের দিকে একবার করে যেত। উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত কারিগরদের ভেতর থেকে উপযুক্ত লোক বেছে তাদের যথাযোগ্য কাজে লাগিয়ে দেওয়া। এইভাবে তারা প্যাভেল ইয়াকুনিন্‌কে বেছে নিয়ে তাকে দিয়ে "নবীন কমিউনিস্ট বাহিনী (ইয়ং কমিউনিস্ট ব্রিগেড) গঠন করবার প্রস্তাব করলো। সেই সঙ্ঘের সঙ্গে একজন উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে তাদের ইট পোড়ানের চুল্লী বানাতে লাগিয়ে দেওয়া হলো। প্রথম প্রথম তাদের কাজ দেখে বোগদানভ ও আর সকলেই হাসাহাসি করতো। কিন্তু শীগ্‌গীর দেখা গেল যে তারা বেশ কাজ শিখেছে।

ঐ কাজে তারা অন্য সবাইকেও ছাড়িয়ে গেছে চট্‌করে। প্যাভেলের মত নাটালিয়া পারোনিনাকেও দ্বিতীয় একটি সঙ্ঘের নেত্রী করে দেওয়া হলো। কিরিলের লক্ষ্য ছিল নবীন কর্ম্মীদের দিয়ে কাজ করানো। কিন্তু বোগ্‌দানভের এ ব্যবস্থা তত মনঃপুত হতো না। তিনি বলতেন "এই সব ছেলেছোকরাদের দিয়ে যে কাজ করাচ্ছো একদিন তোমায় পস্তাতে হবে এজন্যে।" কিরিল তার জবাব দিত "ও কিছু নয়, ওদের বুদ্ধি তো তাজা—তা'হলেই ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে।" এবং সে আগের মতোই তরুণদের খুব দায়িত্বপূর্ণ পদেও প্রতিষ্ঠিত করতে থাকলো। লোক চেনবার ক্ষমতা ছিল কিরিলের অসাধারণ।

স্টেস্কাকে কিরিল মাঝে মাঝে বলতো "জানো, আমি ঠিক শিকারী কুকুরের মত, খরগোসের গন্ধ পেয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই আর হাতের কাছে পেলেই খপ্‌ করে ধরে ফেলি। একবার কাউকে ধরলে আর তার রক্ষা নেই।"

"খরগোসেরাও সময় সময় খুব চালাক হয়। অনেক সময় দৌড়েও তাদের নাগাল পাওয়া যায় না।"

"সে-রকম লোক আছে সত্যি। আবার ইগর কুভায়েভ্‌-এর মত লোকও আছে। তাদের সবাইকেই কাজে লাগাতে হবে।"

কিরিল একটা খাতায় সব খাটিয়েদের নামধাম টুকে রাখতো। সব সময় সে খাতা থাকতো কিরিলের মোজার মধ্যে। প্রত্যেক নামের সঙ্গে লেখা থাকতো "কোত্থেকে আসছে?" "কোথায় থাকে—কি করে?" "বিয়ে করেছে কি না"? "গান ভালবাসে কি?" "কি ভালবাসে সে?" "মেজাজ কেমন?" প্রত্যেক শ্রমিকের রোজকার কাজ দেখে সেই খাতায় মন্তব্য লিখতো দিনের শেষে। হয়তো কারও স্ত্রীর মেজাজ খারাপ কিংবা কেউ সোভিয়েট সরকারকে গালাগালি

দিল ! খবর পেয়েই কিরিল কোনও ভাল কমিউনিস্ট মেয়েকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিত শোধরাবার জন্য। এছাড়া অন্যান্য দিকেও তাকে নজর রাখতে হতো। এরকম তদ্বির তদারক করার ফলেই দেখতে দেখতে চারটি দালান উঠলো সেখানে। সেখানে সব ইঞ্জিনীয়ার, মিস্ত্রী ও বাহিনীর নেতাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হলো। নিজের ঘাড়ে শ্রমিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, রোগীর সেবা প্রভৃতি খুচরো কাজ রেখে কিরিল বোগদানভকে দিয়ে শুধু কারখানার কাজ করিয়ে নিতে সুরু করলো। কিরিল বাইরে থাকতো বলেই খুব জনপ্রিয় হলো। কোনোখানে গেলেই ছোট ছেলেরা হয়তো ঘিরে চীৎকার করতো "কিরিল কাকা, আমাদের খেলবার জায়গা নেই।" কিরিলকে তখনি কথা দিতে হতো যে শীগ্‌গীরই তাদের খেলার জায়গা হবে ; পাইওনীয়ার-ক্লাব-লাইব্রেরী সব হবে।

এসব দেখাশোনা ছাড়া কিরিলের নিজের অন্য কাজও ছিল। ধাতু ও ট্রাক্টরের কারখানায় চল্লিশ হাজার লোক কাজ করতো। তাদের অনেকেই টাকা রোজগার করতে এসেছে। যেমন করে পারতো, তারা টাকা জমাতো। লোভে পড়ে বাক্সের মধ্যে, মেয়েদের জামার ভেতরেও টাকা লুকিয়ে রাখতো। সবাই তা বলে এদের মত ছিল না। অনেকে আরও ভাল কাজ করতো, তারা লেনিনগ্রাড, মস্কো থেকে এসেছিল। এছাড়া তরুণ কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট দলের সদস্যও ছিল অনেকে। কিরিল আর বোগ্‌দানভের শুধু সময় মত কাজ শেষ করবারই দায়িত্ব ছিল না। এতগুলো লোককে মানুষ করবার দায়িত্বও ছিল তাদেরই ওপর।

ওখানে সকলের খাবার ভাল জায়গা ছিল না। কিরিল আস্তে আস্তে আঠারোটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার ঘরের বন্দোবস্ত করে দিল। টাকা জমিয়ে কি করবে ? ভাল খাওয়া দাওয়া করুক সকলে। এই

ছিল তার বুলি। কিন্তু শুধু ভাল খাবার বন্দোবস্ত করে দিলেই সব কিছু করা হলো না! গাঁ থেকে যে সব চাষীরা এসেছিল কাজ করতে তাদের মতিগতি ফেরানো তত সহজ নয়। কিরিলকে সেজন্য আরও কতগুলো নতুন কাজে হাত দিতে হলো।

খেলার কোন ভাল মাঠ ছিল না সেখানে। কাজেই ছেলেরা ঘুরে বেড়াতো পাহাড়ে পাহাড়ে; নয়তো নিজেদের মধ্যে করতো মারামারি কাটাকাটি। সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে কিরিল একবার দেখা করলো। মিথ্যে করে কিরিল সে দপ্তরে জানালো যে পাশের জলা জায়গাটা বুঁজিয়ে না দিলে ম্যালেরিয়ায় কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে! দপ্তর থেকে সঙ্গে সঙ্গেই টাকা মঞ্জুর হয়ে গেল। সেই ডোবা বুঁজিয়ে দেওয়া হলো! ভরাট করা ডোবা হলো এখন চমৎকার খেলার মাঠ।

অমন চমৎকার মাঠ পেলে কে আর ঘুরতে চায় পাহাড়ে পাহাড়ে? ও অঞ্চলের সব ছেলেরা তখন থেকে ভীড় জমালো সেই মাঠে!

কিন্তু এততেও কিরিলের মন উঠছিল না। সমস্ত শ্রমিকদের দিয়ে আরও যেন কি করাতে চায় সে! সে অনেক মাথা ঘামিয়ে বার করলো যে এদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ না করা পর্য্যন্ত তার কর্ত্তব্য শেষ হবে না। উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ হলেই তাদের কাজে আসবে নতুন প্রেরণা। শুধু টাকা জমাবার জন্যে আর তারা তখন খাটবে না। সোভিয়েট বিপ্লবের আগের যুগে ফিরে যাবার ইচ্ছেও আর থাকবে না! এ কাজে প্যাভেলকেই তার সব চেয়ে উপযুক্ত মনে হলো। চারদিকের কাগজে কাগজে তখন প্যাভেলের দলের উচ্চ প্রশংসা বেরুতো। একদিন কিরিল প্যাভেলকে ডেকে বললো "প্যাভেল, তুমি তো বেশ কাজ করছো। কিন্তু আমি এতেই সন্তুষ্ট নই। আমি চাই যে তুমি চেষ্টা করে আরও বড় হবে। তোমার ওপর যতটা কাজের

ভার দেওয়া আছে তার চাইতে অনেক বেশী কাজ করে দেখাতে হবে তোমাকে।"

তারপর থেকে কিরিল নজর রাখলো প্যাভেলের ওপর খুব ভাল করে। তার সব চেয়ে মুস্কিল হচ্ছিলো ইগর কুভায়েভের মত অহঙ্কারীদের নিয়ে। এরা কারুর কথা মানতে চাইতো না—নিজের নিজের খেয়াল মতো চলতো। কুভায়েভের নামের পেছনে তাই কিরিল লিখলো "ইগর কুভায়েভ পাহাড়ে দেশ থেকে এসেছে। দেমাকের চোটে সে নিজেকে পয়গম্বর মনে করে।"

## সাত

কি সেই গোপন রহস্য ?

কিরিলের কথা শোনবার পর থেকে ক'দিন প্যাভেল কিসের উন্মাদনায় যেন পাগলের মত হয়ে গেল! কেমন করে ভাল ভাবে কম খেটে বেশী ইট গাঁথা যায় তাই বের করবার উদ্দেশ্যে দিনরাত সে খাটছে। কিন্তু তবু ঐ অজানা গুপ্তরহস্যের সন্ধান পাচ্ছে না। প্যাভেলের বাবা যে-ঘরে থাকে সে-ঘরটিই ভাগাভাগি করে প্যাভেল নিজের গবেষণা করে। কত যে ভাঙ্গা-গড়া চললো তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তবু প্যাভেলের আশা সফল হলো না!

এমন সময় একজন প্রবাসী রুশীয় সাহিত্যিক তাদের কাজ দেখতে এলেন। প্রত্যেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হলো তিনি কিন্তু সন্দিগ্ধ মন নিয়ে সব দেখা শুনা করছিলেন। একজন খাঁটি বিপ্লবী শ্রমিককে তিনি দেখতে চাইলেন। প্যাভেলকে

দেখিয়ে দেওয়া হলো। তিনি প্যাভেলকে কাছে পেয়েই জিজ্ঞেস করলেন :

"কমরেড ইয়াকুনিন্! কিসের আশায় তোমরা এত খাটছো ?"

প্যাভেল একটু অপ্রস্তুত হয়ে অস্পষ্টভাবে যে কি বললো ভাল করে বোঝা গেল না। তাকে উৎসাহ দেবার জন্য কিরিল বললো "বল না পাশা—বল কি তোমার বক্তব্য।"

"সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা" প্যাভেল উত্তর দিল। "আর বল্‌শেভিকদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হওয়া।"

লেখক বিরক্তিসহকারে বললো "কিন্তু সৈন্যরাও তো সমাজতন্ত্র গড়ছে।"

"তা ঠিক", প্যাভেল উত্তর দিল। "সৈন্যরাও সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছে—কাগজে তাই নিয়ে লেখালেখি চলছে।"

সংবাদপত্র পড়তে পড়তে প্যাভেল অধৈর্য্য হয়ে ভাবে কি সে গোপন তথ্য ? যেমন করে হক আমি তা আবিষ্কার করবোই করবো।" রাতের পর রাত প্যাভেল নিজের ঘরের এককোণে গবেষণা করতে লাগলো সেই গুপ্ত তথ্য আবিষ্কারের জন্য।

সামান্য কয়েক টুকরো কাঠ থেকে সে নানা রকম জিনিষ গড়ে গবেষণা চালাচ্ছে। সে সব যন্ত্রপাতির ভাঙ্গাগড়ার অন্ত নেই। প্যাভেলের উদ্দেশ্য কি ? সে প্রচুর সম্মান পেয়েছে ; তার দল তরুণদের নিয়ে গঠিত হলেও—তারা পৌঢ় স্কুনভ'এর দলের চেয়ে বেশী কাজ করে। সে তো স্বচ্ছন্দে শুধু নাটাশাকে নিয়ে সিনেমা থিয়েটারে গেলেই পারে। প্যাভেলের পাহাড় ভাল লাগে, আর নাটাশারও তাই। সে তো অবসর সময়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে পারে। তা না করে সে নাটাশাকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আপন মনে কাজ করে যায় কেন ?

এমনি ভাবে কাজ করতে করতে একদিন প্যাভেল গোপন তথ্যটী

আবিষ্কার করে ফেললো। নিজেরই কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে সত্যিই সে আবিষ্কার করতে পেরেছে। সে রাতে মোটেই ঘুমোতে পারলো না প্যাভেল।

সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত নাটাশা দেখা করতে এসে বললো "প্যাভেল, আমি আর পারছি না, হাত পা অবশ হয়ে গেছে।"

প্যাভেল উত্তর দিল "আমাদের ওসব কাজ শেষ হয়ে গেছে। গর্ত্তে গর্ত্তে খাটা মানেই প্রচুর পরিশ্রম করা। শুধু গতর খাটিয়ে কাজ করা আর চলবে না। ওসব ঠিক নয়। আমাদের এবার বুদ্ধি খাটাতে হবে।"

"সে যাই হক। আমি ব্যারাকে চললাম আজকের রাতের মত।"

মনে তার রঙীন কল্পনা, সে প্যাভেলকে নিয়ে নিজের সংসার পাতবে। নাটাশা থাকে সব মেয়ে কর্ম্মীদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যারাকে। তবে তার আশা আছে যে প্যাভেলকে নিয়ে সংসার পাতলে শীগ্‌গীরই সে ছোট বাড়ী পাবে একটা।

তার যাবার কথা শুনে প্যাভেল বললো "না তুমি আজ যেয়ো না. এখানেই থাক।"

"কিন্তু আমার যে মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে?"

"বেশ, তাহলে তুমি ওইখানে শুয়ে ঘুমোও" বলে প্যাভেল তাকে বিছানা দেখিয়ে দিল।

শুতে শুতেই নাটাশা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হলো। কোণায় বসে প্যাভেল নিজের কাজ করছিল—শুধু ভাঙ্গা আর গড়া, গড়া আর ভাঙ্গা! সারারাত কাজ করে, ভোর হতেই প্যাভেল নাটাশাকে তুলে দিয়ে বললো "নাটাশা, এসো আজ আমরা জঙ্গলে চুল্লী বানাবো।"

"আর আমার কাজের কি হবে?"

নাটাশা বললো বটে, কিন্তু প্যাভেলের কথায় মনে হলো যে আজ তার সঙ্গে যেয়ে চুল্লী তৈরী করাই উচিত। প্যাভেল বললো "আমার

একটা ভয় হচ্ছে—যদি কিছু না হয়? তা হলে তো আমার দফা রফা! রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনেতার মত আমার বুক দুরুদুরু করছে!" ঘরের আর এক কোণ থেকে বাবাকে ডেকে তুলে নাটাশার হাত ধরে প্যাভেল বেরিয়ে এলো।

এদের বেরিয়ে যেতে দেখে প্যাভেলের বাবা ভাবলো "ওকে কিছু বলতেও সাহস হয় না, আজকাল ও-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কর্ত্তা। কিন্তু ও-মেয়েটার সঙ্গে যখন এত খাতির তখন তাকে সে বিয়েই বা করে না কেন?"

আস্তে আস্তে হাতমুখ ধুয়ে সেও কাজে বেরিয়ে গেল।

## আট

ভবিষ্যৎ ইস্পাতের কারখানার জায়গা জুরে রয়েছে আবছা কুয়াশা, পাশের আটাকা হ্রদের স্বচ্ছ জলের ওপর চলেছে সূর্য্যের খেলা। কিন্তু কারখানার ভিতের ওপর সেই ভোরেই যন্ত্রের কাজ সুরু হয়েছে।

বিরাট কাঁকড়ার মত দুই দাঁড়া বের করে যন্ত্রটী কিছুক্ষণ হাওয়ায় দুলতে থাকে, তারপর সটান নেমে মাটী কামড়ে তুলে নিয়ে ওপরে উঠে পড়ে। সেই তোলা মাটী আবার অন্য একটী গাড়ীতে বোঝাই করে তবেই তার নিস্তার!

"চমৎকার যন্ত্রটা" প্যাভেল বললো। নাটাশা উত্তর দিল—

"কিন্তু মানুষ আরও বেশী ভাল খুঁড়তে পারে। আমাদের জল-দেবার যন্ত্রটীও ওর চেয়ে ভাল। সময় পেলে আমাদের কারখানায় এসে দেখো কেমন সুন্দর কাজ হয় তাতে। একটু দাঁড়াও আমি সবাইকে

কাজের কথা বলে দিয়ে আসছি—" বলেই নাটাশা একদৌড়ে সার্ব্বজনীন বাড়ীর দিকে ছুটে গেল।

সহরের সৃষ্টি তখনো হয়নি। গোটা পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা থেকে ডিনামাইটের ভীষণ আওয়াজ উঠ্‌ছে—হাজার হাজার মানুষের কলরব—বৈদ্যুতিক হাতুড়ির কর্কশ শব্দ! একটু পূবে অর্দ্ধসমাপ্ত পাথরের বাস গৃহ!

সহরের অস্তিত্ব ছিল না সত্যি! কিন্তু ঘাস যেমন রোজ সূর্য্যের আওতায় সজীব হয়ে বেড়ে ওঠে—ঠিক তেমনি সকলের চোখের সামনে সহরটী ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করছে। আর সমস্ত পাহাড়ের গা ঘেঁষে আধো বদ্ধ মাটীর কুঁড়ে ব্যাঙের ছাতার মত ছেয়ে ফেলছে। দলে দলে লোক এসে ভীড় করছে সেই সব কুঁড়েয়!

ওই ভোরেই ছেলেরা বাইরে ছুটোছুটি করছে। আশেপাশে কয়েকজন মাতাল নালায় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। অদ্ভুত ঘটনা সব ঘটছে এই পাহাড়ে!

প্যাভেলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে নাটাশা জিজ্ঞেস করলো—"থাকবার জায়গাগুলো দেখছো বুঝি? শুনেছো যে কালও আর একটী মেয়েকে কে ছোরা মেরে খুন করেছে? একে নিয়ে এবার তিন তিনটে খুন হলো। সারা গায়ে এর চাবুকের দাগ। ডাক্তারের ধারণা যে এখানে নিশ্চয়ই কোনও স্যাডিস্ট আছে!"

"স্যাডিস্ট কাকে বলে? চোর না ডাকাত?"

"দূর তা নয়—কি বোকা। স্যাডিস্ট মানে···তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো—"আমার বলতে বাধছে...সে মেয়ে মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে·········বদলে তাদের ছোরা মেরে খুন করে ফেলে!"

"কি সাংঘাতিক? তাদের এখনো ধরা হয়নি?"

"না এখনো ধরা পড়ে নি।" তবে কাল আমরা সব একত্র হয়ে

বলেছি 'তরুণ কমিউনিস্টরা, পাহাড়ের ওপর তোমাদের নজর দিতে হবে।' সবাই রাজী হয়ে ওপরে উঠে গেল! কিন্তু আমার সাহস হলো না! আমার অবস্থা……তো জানই!"

"না যেয়ে ভালই করেছো!"—বলে প্যাভেল আপন মনে এগিয়ে গিয়ে তার দলের মধ্যে দাঁড়ালো! সেখানে নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিতে কাজ করা শেখানো হলো তার উদ্দেশ্য!

প্যাভেলের দলের সবাই এসে জড় হয়েছে ; দলের নেতার আদেশ-অপেক্ষায় সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেন কাজ সুরু হতে একটুও দেরী না হয়! তাড়াতাড়ি প্যাভেল গিয়ে যথারীতি নিজস্ব মাচার ওপর উঠে পড়লো! কিন্তু আজ তখুনি কাজের আদেশ না দিয়ে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো! উঁচু মাচা থেকে সবাইকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! গোটা দলের মধ্যে মাত্র দু'জনকে দেখাচ্ছে বেখাপ্পা—তার বাবা আর বাবার বন্ধুটী! এখনো চুল দাড়ি কামিয়ে ছিমছাম থাকলে তার বাবাকে মন্দ দেখায় না—কিন্তু কিছুতেই তিনি তা করবেন না।

নীচে থেকে অধীর আগ্রহে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো "প্যাভেল দেরী করছো কেন? আমরা কাজ করবো না?"

"একটু দাঁড়াও—আজ আমরা নতুন কায়দায় কাজ করবো!"

প্যাভেলের কথায় কর্ম্মীদের মনে নবীন উৎসাহের সঞ্চার হলো। তারা গোল হয়ে প্যাভেলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বললো:

"বেশ তাই ভাল!"

নীচে নেমে প্যাভেল কর্ম্মীদের নতুন ভাবে কাজ করবার জন্যে লাইন একটু বদল করে সাজিয়ে দাঁড় করালো। এবারকার ইট তৈরীর কায়দা সম্পূর্ণ নতুন—তাই কাজের ঢংও আলাদা।

সবাইকে সাজিয়ে নিয়ে প্যাভেল আবার মাচায় উঠ্‌লো। ওঠ্‌বার সময় নাটাশার কানে কানে বললো—"নাটাশা আমার হাত পা

কাঁপছে…” প্যাভেলের ইঙ্গিতে এবার, কর্ম্মীরা কাজ সুরু করলো! প্রথম প্রথম কাজ একটুও এগোচ্ছিল না। কিন্তু তাতে কেউ হতাশ হয় নি। প্যাভেলের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস; কাজেই তারা ধৈর্য্য ধরে নতুন ভাবে কাজ করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল তারা সফল হয়েছে। প্যাভেলের মুখ সাফল্যের আনন্দে উদ্ভাসিত।

এমনি সময় অদূরের একটা মৃদু গুঞ্জনে প্যাভেলের দলের কাজের ছন্দের তাল কেটে গেল! কি হয়েছে দেখবার জন্যে প্যাভেল দৌড়ে নেমে এলো! নীচে একদল মেয়ে ইঁটের চালান বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে! প্যাভেলকে দেখে তাদের অনেকে আবার লজ্জিত হয়ে নিজেদের কাজে যোগ দিল! দিল না কেবল একটী মেয়ে।

প্যাভেল তার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো “তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি বোধহয়—না? আচ্ছা আমি তোমার কাজটা করছি—তুমি নয়তো ততক্ষণ জিরিয়ে নাও!”

উত্তরে সে মেয়েটী খেঁকড়ে উঠলো!—প্যাভেল বুঝলো যে এই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে শুনলো—সে কিরিলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী—জিস্কা! কিন্তু প্যাভেল মন স্থির করে ফেলেছে। সে তাকে প্রাপ্য টাকা দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দিল! দলে অবাধ্য ও অকর্ম্মণ্যকে না রাখাই ভাল!

কিন্তু প্যাভেলের দলের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। তারা আবার ততক্ষণে সবাই নবীন উদ্যমে কাজ সুরু করেছে।

অবশেষে উল্লাসভরে প্যাভেল নাটাশাকে বলে উঠ্‌লো—“আমরা সফল হয়েছি—নাটাশা শীগ্‌গীর যাও, কমরেড্‌ ঝ্‌দারকিন ও বোগ্‌দানভকে খবর দাও; তাঁরা দেখে যান্‌ আমরা কেমন অসম্ভবকে সম্ভব করেছি! আমরা সৃষ্টি করেছি—হ্যাঁ—সৃজনের নেশাই আমাদের

ছিল—আর সেই বিদেশী হতভাগা বলছিল কি না—আমরা বড়লোক হবার জন্যে খাটছি !"

## নয়

দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইগর কুভায়েভ্ অনেকক্ষণ থেকে প্যাভেলের দলের কাজ দেখছিল। ঐ বিরাট তরুণদলকে কাজ করতে দেখে তারও এক এক সময় ইচ্ছে হচ্ছিলো দৌড়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। একান্ত আত্মম্ভরিতার জন্য সে ঐ দলে যোগ দিতে পারছিল না।

তার ধারণা ছিল যে বুড়ো ইয়াকুনিন ঐ দলের সর্দ্দার। আর আশা ছিল যে দেখতে পেলেই ইয়াকুনিন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে দলে টেনে নেবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইগর গোঁফে তা দিয়ে অস্ফুট ঘৃণার সঙ্গে গোমরাচ্ছে—'এই সব ফচ্‌কে ছোঁড়াদের দিয়ে কাজ করা, ফুঃ তোমার টাকা—খুব করে ওরাও সোভিয়েট রাজ—যত পার !'

ইটপাতার কাজেই ইয়াকুনিনের সঙ্গে তার অনেক আগে পরিচয়। তাদের দু'জনের একসঙ্গে বসে মদ খাওয়ার কথা সে ভুলতে পারে না। একের পর এক করে, পঁচিশ টাকার ভড্‌কা খেয়ে তবে ইয়াকুনিন থামতো! পরে হোটেলে ফিরে হাসতে হাসতে সবাইকে গল্প করতো—তার বউ ইগোরোভ্‌নার কথা! "জানিস্ এমন বউ সহজে জোটেনা ; হাজার বছর তার সঙ্গে থাকলেও মন খারাপ হয় না।" কিন্তু বাড়ী করবার পর থেকেই ইয়াকুনিন পোল্ডোমাসোভো থেকে আর বেরোয় নি। তবে শেষ পর্য্যন্ত তাকেও বেরিয়ে আসতে হয়েছিল অজানার হাতছানিতে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ইয়াকুনিনের দৃষ্টি আকর্ষণ না করতে পেরে সে নিজেই এগিয়ে যেয়ে বুড়ো ইয়াকুনিনকে টেনে নিয়ে এলো। কিন্তু তরুণ প্যাভেল দলের নেতা শুনে সে দম্ভভরে এগিয়ে এসে বললো "এইও—আমি খুব ভাল কাজ করতে পারি, বুঝেছো।"

বুড়ো ও অভিজ্ঞ মজুরদের নিয়ে কাজ করায় প্যাভেলের একান্ত অনিচ্ছা। কারণ তাদের স্বভাব, কর্ম্মপদ্ধতি সবই থাকে পুরানো ধরনের এবং তারা সহজে সে সব অভ্যেস বদলাতে পারে না। প্যাভেল তাকে বাতিল করে দিতে যাচ্ছিলো—এমন সময় ইয়াকুনিন মধ্যস্থ হয়ে কুভায়েভের সুপারিশ করলো। বোধ হয় পিতার অনুরোধে প্যাভেল নিমরাজী হয়ে কুভায়েভকে ভর্ত্তি করে নিল। সেই সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে বললো—আগের কায়দায় কাজ করা আর চলবে না, "নতুন করে সব শিখতে হবে, এর সঙ্গে যান, সেই আপনার কাজ শিখিয়ে দেবে।"

প্যাভেলের দিকে তাকিয়ে কুভায়েভ্ গুমরে উঠ্লো—"আমাকে কাজ শেখাবে।—ছোঁড়া পেয়েছে আমায় না? দেখবো ওকে ছাড়া চলে কিনা।" কিন্তু কারুর নির্দ্দেশ মত না চলে নিজের খেয়ালমত কাজ করে তাড়াতাড়ি ইগর ইঁট পাততে লাগলো একের পর এক। শিক্ষক কাছে এলেই সে ঝাঝিয়ে উঠলো—"আরে বাবা, আমায় কিছু শেখাতে হবে না—তোমাদের জন্মাবার আগে থাকতেই এ কাজ করছি!"

কাজ শেষ হবার সময় কাঁটায় কাঁটায় আটটায় বোগদানভ তদারক করতে এলো। তাঁর পেছনো এলো কিরিল ঝ্দারকিন ও প্রধান ইঞ্জিনীয়ার রুবিন। তাদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক বাখ্ও এলো।

সমস্ত কাজের পরিমাণ মেপে দেখা গেল যে প্যাভেলের নতুন পদ্ধতিতে কাজ প্রায় শতকরা ২৫০ গুণ বেশী হয়েছে।

তখন দলের উল্লাস দেখে কে? তারা চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে

প্যাভেল ও নাটাশাকে ঘিরে, ধরলো। কিন্তু নাটাশার ভয়ে তারা প্যাভেলকে মাথায় নিয়ে জয়োল্লাসে বেরুতে পারলো না। প্যাভেলের বহু রকমের ফটো নেওয়া হলো। আর বোগ্দানভ, কিরিল, রুবিন, সবাই তাকে অভিনন্দিত করলো!

এদিকে ঠিক সেই সময়ে ইগর কুভায়েভকে নিয়ে সুরু হলো বিষম হট্টগোল। তার ইট পাতা ঠিক হয় নি দেখে পরিদর্শক সেগুলো ভেঙ্গে ফেলতে বলেন। এতে কুভায়েভ্ মাথা ঠিক রাখতে না পেরে, তাঁকে কদর্য্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো। বোগ্দানভ এসে কুভায়েভের কাজের ত্রুটী ধরিয়ে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বললেন, তবু সে নাছোরবান্দা।

"কি বলছো? এটা ভাঙ্গতে হবে কেন!" "কারণ ভাঙ্গতে হবে!" শিক্ষক ইটগুলোয় ধাক্কা দিয়ে বললেন।

কুভায়েভ্ চীৎকার করে উঠলো—"কি? ভাঙ্গতে হবে? কেন? খালি ফিতে হাতে করে মাপতেই শিখেছো। আগে নিজে হাতে ইট তৈরী করতে শেখ—তারপরে ভাঙ্গতে বলো—ভাঙ্গা বুঝি এতই সোজা কেমন? পুরো মাইনেটা আগে দিয়ে তবে ভাঙ্গো, অত সস্তা নয়!"

এমন সময় কিরিল তাদের মধ্যে এসে পড়ে। কুভায়েভের ইট পরীক্ষা করতে যেয়ে কিরিল দেখতে পেল—একটী সরু কাঠের টুক্রো থাকায় তার ইঁট পাতা ঠিক হয় নি। সেই কাঠের টুকরো নিয়ে তারা ইগরকে বোঝালো—"ইটের পাঁজায় আগুন দিলে এটা জ্বলে উঠ্তো—তাতে যে গ্যাস হতো—তা বেরিয়ে যেত পাঁজা ভেঙ্গে। তখন সবটা কাজই আবার নূতন করে করতে হতো। তার চাইতে প্রথমেই ভেঙ্গে সাজা কি ভাল নয়?"

"ধ্যেৎ—যত সব সোভিয়েট জোচ্চোরের কারবার" বলে সে খেঁকিয়ে উঠ্লো। কথাটী শেষ করতেই এর গুরুত্ব তার বোধগম্য হলো কিন্তু তখন সে অসহায় ভাবে শুধু গালাগালি করতে লাগলো!

তাকে ধমকে তাড়িয়ে দিয়ে কিরিল নাটাশার কাছে গিয়ে বললো—

"নাটাশা প্যাভেলকে নিয়ে যেয়ে সোজা দু'দিন শুইয়ে রাখ। ওর সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তারপর আমরা এমন চমৎকার নাচগানের আয়োজন করবো যা সমস্ত ইউনিয়নের মধ্যে হবে অভিনব!"

কিরিলের নির্দ্দেশে নাটাশা প্যাভেলকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন রাত অনেক হয়েছে—চারদিকে ঘন অন্ধকার! পথে বেড়িয়ে প্যাভেল বললো—"নাটাশা চল আমরা পাহাড়ে যাই।"

"বেশ, তুমি যাবে? পাশা?"

"চিরদিন আমি পাহাড় ভালবাসি। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ঘুরে বেড়াতে কি ভালই যে লাগে।"

"অমনি করতে গিয়ে কবে যে হাত পা ভেঙ্গে পড়ে থাকবে—তাই আমার ভাবনা। এসো পার্কের বেঞ্চিতে বসে একটু বিশ্রাম করে নিই। তারপরে দু'জনে পাহাড়ে উঠ্‌বো।" "আজ কিন্তু আমার······চাই" নাটাশা প্যাভেলের কানে কানে বললো। "ঠিক সেই রাত্তিরের মত ······যেদিন প্রথম আমরা একসঙ্গে ছিলাম! তোমার মনে পড়ে?"

হটাৎ তাদের মাথার ওপরে ঘস্ ঘস্ আওয়াজ হতেই তারা তাকিয়ে দেখলো যে ঠিক পার্কের রেডিয়োর নীচেই তারা বসে রয়েছে। রেডিয়ো বলছে:

"হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, কারখানার অধ্যক্ষ বোগ্‌দানভ এবার কথা বলছেন!"

কিছুক্ষণ পর বোগদানভ বলতে লাগলেন—"কমরেড ও বন্ধুগণ! আজ আমাদের ও তোমাদের আর তোমাদের মধ্যে যারা এখনও সংবাদ পাওনি—তাদের সকলেরই পক্ষে উৎসবের দিন। কিসের উৎসব? তার কারণ একটী ইটের দলের তরুণ অধিনায়ক প্যাভেল ইয়াকুনিন নতুন আবিষ্কার করেছে। প্যাভেল কে? সে তরুণ গ্রাম্য যুবক কিন্তু আজ সে স্বজন

কর্ত্তা—নিজের ভেতরের শক্তিকে সৃষ্টির রূপ দিয়ে সে বিখ্যাত হয়েছে।...”

বাকী কথাগুলো চাপা পড়ে গেল বৃষ্টির ধারায়। অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুতে লাগলো শুধু রেডিয়ো থেকে!

সেই থমথমে বাদলায় ঘনালিঙ্গনে জড়িয়ে দু'টী তরুণ তরুণী তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টিতে লাউড-স্পীকারের দিকে! ভাষাহীন!

# অগ্নি পরীক্ষা

## এক

কিরিলের পায়ের শব্দ থেমে যেতে স্টেস্কা আবার ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিরিল চলে গেলে তার ভাল ঘুম কখনোই হয় না।—সেদিন যেন আরও কেন কিছুতেই ঘুম আসছিল না!

ভোরে ঘুম থেকে উঠে সে জল আনতে বলে গা ধোবার জন্যে তৈরী হলো। তার নিজেরই হিসেব মত এতদিনের কামনা সফল হতে এখনো কয়েকদিন দেরী কিন্তু তবু কেন ধৈর্য্য বাধা মানছে না? অবাক হয়ে স্টেস্কা আয়নায় নিজের ছবি দেখতে লাগলো। কই তার কাঁধ তো একটুও কুঁজো হয় নি—বরঞ্চ গর্ব্বোন্নতই রয়েছে! সৌন্দর্য্যও একটুও কমেনি। এখনো তার শরীরের বাঁধন অনেক তন্বীকে লজ্জা দেবে!

আনমনে স্টেস্কা আস্তে আস্তে কিরিলের ঘরে যেয়ে "চিত্রকলার ইতিহাস" নাড়াচাড়া করতে লাগলো। মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর "শেষ বিচার" দেখতে দেখতে স্টেস্কা তন্ময় হয়ে পড়লো! এতদিন যীশুকে শিশুর মত সরল ভঙ্গীতে দেখতেই সে অভ্যস্ত—তার মাথায় থাকে জ্যোতি। কিন্তু এ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নগ্ন, বলিষ্ঠ ও কঠোর পুরুষমূর্ত্তি রয়েছে তার সম্মুখে। সে ছবিতে কাঠিন্য ফুটে উঠ্ছে পরিষ্কার ভাবে!

"ঠিক কিরিলের মত—ওরই মত কঠোর!"—স্টেস্কা ভাবছে! ভাবনার কোনও বল্গা নেই—"যদি ওই রকমই ছেলে হয় আমার? তাহলে কি মজা যে হবে; কিন্তু যদি মেয়ে হয়?—না আমি মেয়ে চাই না মেয়ে তো একটী রয়েছে—আনুস্কা!"

আনুস্কা তার প্রথম বিবাহের সন্তান। তখন স্টেস্কার ভয় হতো যে হয়তো কিরিল অন্য সবাইর মত আনুস্কাকে আদর যত্ন সবই করবে কিন্তু ভালবাসতে পারবে না। কিন্তু সে ভয় ছিল অযথা! আনুস্কা, তার-চেয়েও কিরিলকেই ভালবাসে বেশী। আশ্চর্য্য আনুস্কা কিরিলের নাম ধরেই ডাকে! কিরিলের প্রত্যেকটি কাজই তার নকল না করলে চলে না।

স্টেস্কার নিজেরই মন হলো "আমার চেয়ে সুখী আর কে আছে?" তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো অন্যান্য বিবাহিতা তরুণীদের ছবি। তারা কি বেশী সুন্দর? স্টেস্কা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজের সৌন্দর্য্য বিচার করল। পীনোন্নত স্তনযুগ নিয়ে কিরিল কতই না আদর করেছে। শুধু কিরিল কেন অনেকেই প্রশংসমান দৃষ্টিতে স্টেস্কার গতি পথে তাকিয়ে থাকে। তার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে সে কিরিলকে।

মুহূর্ত্তের জন্য স্টেস্কার ইচ্ছে হলো সব আবরণ ফেলে দিয়ে ইভের সঙ্গে নিজের তুলনা করে। ইভের চেয়ে সে নিশ্চয়ই বেশী সুন্দরী। এই বলে সে ইভের ছবি দেখতে লাগলো; কোথায় যেন ইভের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। ঠিক! ইভের শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে স্টেস্কার মিল আছে। ইভ সুন্দরী—কিন্তু তার চেয়েও সুন্দরী জগতে অনেক আছে। এই ভেবে বই বন্ধ করে স্টেস্কা গা ধুতে চলে গেল।

গা ধোওয়া শেষ হবার আগেই আনুস্কা ঝড়ের মত স্নানের ঘরে ঢুকে কিরিলের খোঁজ করতে লাগলো! তারপরে হঠাৎ স্টেস্কার নগ্ন শরীরের দিকে নজর পড়তে সে ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কিন্তু থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো:

"মা, আজ তুমি বোধ হয় খুব খেয়েছো না? তা নইলে তোমার পেট এত মোটা কেন?"

আন্নুস্কাকে নিজের কাছে টেনে এনে স্টেস্কা বললো—"বোকা মেয়ে এখানে যে আমার খোকা রয়েছে!" তোমার ভাইটী।

"সে কি মা?"

এবার স্টেস্কা বিপদে পড়লো! আন্নুস্কার এই বয়সে সব কথা তাকে বলা যায় কিনা—তাই তার ভাবনা। অনেক চিন্তার পর স্টেস্কা আন্নুস্কাকে সব বুঝিয়ে বলাই স্থির করলো। তাতে ফল ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।

গা ধুয়ে বেরিয়ে এসে স্টেস্কা কিরিলকে টেলিফোন করলো। কিরিল তখনই মাত্র কামরায় এসেছে।

"তুমি যে এত ভোরেই সদর সমিতিতে এসেছো?'

"কে? স্টেস্কা—এত ভোরে আসতে হলো—আমায় যে জরুরী তলব করা হয়েছিল। বোগ্দানভ ডেকেছে।"

"শীগ্গীরই সন্ধ্যে হবে, না কিরিল?"

হায়! ক'টা সন্ধ্যেই বা তারা এক সঙ্গে কাটাতে পেরেছে? কখনো হয়তো উচ্ছ্বাসভরে কিরিল দৌড়ে এসেছে। এসে তাকে কত আদর করেছে, দু'জনে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন কত গল্প হ'তো। একটু পরেই স্টেস্কা সবুজ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতো—আর কিরিল পড়াশুনা করতো! তাদের চুক্তি ছিল যে যেদিন সন্ধ্যেয় কিরিলের বাইরের কাজ থাকবে না—সেদিন সে বাড়ীতে ফিরে পড়াশুনা করবে। ভুল ক'রে স্টেস্কা গল্প করতে গেলে—কিরিলের তিরস্কার হতো—মৃদু হাস্য দিয়ে!

"কি সন্ধ্যে?—খুব বোধ হয় দেরী নেই—এখনি সে ভাবনা কেন—কালকের আগে কিছু হচ্ছে না? সে ভয় নেই!"

## দুই

আর উপায় ছিলনা, ইগর কুভায়েভকেও বাধ্য হয়ে অন্য সকলের মতই নূতন ভাবে কাজ করতে সুরু করতে হলো। ইগর কাজ করে, আর ভাবে। চারদিকে কৌতূহলী কারিকরেরা উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করে তার কাজ! কেমন' করে আত্মম্ভরিতা বজায় রেখে সে কাজ করবে তাই হলো তার একমাত্র চিন্তা!

এসংবাদ দেখতে দেখতে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়লো। আর সবাই ইগরকে উপহাস করে। প্রথমতঃ ইগর তাদের ঠাট্টা গায়ে মাখতো না। তার মনের গোপন আকাঙ্খার কথাও কাউকে বলতো না। কিন্তু গ্রামে ফিরে যাবার কল্পনাতেও তার ভয় হতে লাগলো। ফিরে গিয়ে সে সবাইকে কি বলবে? "চাকার" মত বিরাট টাকা সে কেমন করে দেখাবে? তখন তো তাকে কেউ আস্ত রাখবে না! অবশ্য সে তাদের বলবে যে "সোভিয়েট জোচ্চোররা কি আর ভাল কারিকরের সম্মান রাখতে পারে?—"কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হবে বলে মনে হলো না। তার গ্রামেরই আরও কয়েক জন ত এখানেই কাজ করে। সে দুঃখও ইগর সহ্য করতে পারতো। কিন্তু তাকে কিনা ইট বানানোর কাজ থেকেই একেবারে সরিয়ে দেওয়া হলো? এ দুঃখ তার মরলেও যাবে না। ইট তৈরীর প্রত্যেকটি আওয়াজেই যেন তার পাঁজড়া ভেঙ্গে দিচ্ছে। অসহ্য আগুনের জ্বালা যেন সেই শব্দে! এর উপযুক্ত প্রতিদান দেবার ভাষা খুঁজতে লাগলো কুভায়েভ। হ্যাঁ পেয়েছে সে এতক্ষণে! এক দৌড়ে দলের কাছে গিয়ে সে বললো—

"দেখ কমরেড আমি কিন্তু সত্যি ধাপ্পাবাজ নই!" কিন্তু কে তার কথা শুনবে? তবু বুড়ো ইয়াকুনিন এগিয়ে এসে বললো "বেশ ত

ভালই হলো তাহলে আমরা আবার এক্ সঙ্গে কাজ করতে পারবো।”
বেশী কথা বলবার তখন অবকাশ কোথায় ?

অন্য সমস্ত দলগুলিও প্যাভেলের শেখানো নিয়মে কাজ করছে। তাদের নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝেই যে উৎপাদন-সম্পর্কে সভা হয় তাতে তারা বাজী ধরেছে যে যেমন করেই হোক প্যাভেলের দলকে হারাবেই হারাবে। প্যাভেল আর তার দল যে শুধু ঐ অঞ্চলেই বিখ্যাত হয়ে পড়লো তা নয়। মস্কৌতেও তাদের জয়জয়কার। 'মস্কৌর সমস্ত সংবাদপত্রই প্যাভেলের পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে তার প্রচার কামনা করলো দেশে দেশে! এখন অন্যের কাছে হেরে গেলে তাদের মুখ থাকবে কোথায় ?

অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইগর মুশুড়ে পড়লো! সে যেন বুড়িয়ে গেল হঠাৎ। এমন কি বেশভূষার ওপরেও তার কোনও আকর্ষণ রইলো না। কে কোথায় তাকে কি বলে না বলে—তা তার কানে ঢুকতো না। দাড়ি সে বহুদিন কামায় নি। তার একগাল দাড়ি দেখে মেয়ে কারিকরেরা ঠাট্টা করতো “তোমার দাড়িতে শশা বুনে দাও না কেন ইগর, বেশ ভাল ফলন হবে ?”

কিন্তু তাদের কথায় কান না দিয়ে ইগর নিজের মনে কাজ করে যেতো! আগের জীবন আর সে ফিরে পাবে না! একদিন না থাকতে পেরে প্যাভেল ইগরকে ভাল কারিকরের কাছে গিয়ে কাজ শিখতে বললো। সেই তরুণ দলের কাজের মধ্যে এসে ইগর ফেললো আপনাকে হারিয়ে। প্যাভেল, ইয়াকুনিন, ইটের পাঁজা—দেখছিল সে বোকার মত। কিছুক্ষণ পরে এলো সম্বিত। চারপাশে সে দেখলো নবীন জীবনের জোয়ার। তাদের গর্ব্ব, তাদের শক্তির আবেদন—কিছুই তার মত নয়। তাদের সে গর্ব্বে প্রেরণা পায় আরও পাঁচজন—না খেয়ে না শুয়েও তারা হাসি মুখে কাজ করে যায়!—

সে সন্ধ্যেয় ইগর ভেঙ্গে পড়লো—আকুল হয়ে! ইয়াকুনিন যেতেই সে কেঁদে উঠ্‌লো ছোট্ট ছেলের মত!…

ইয়াকুনিন তাকে দিতে এসেছে প্যাভেলের দেওয়া কাপড় জামা কেনার পারমিট্।

"ওঠ, যাও জামা কাপড় বদলে নাও গে—ভাল করে গা ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসো। প্যাভেল তোমায় নগদ একটা পয়সাও দেবে না। যা পাবে তাই তো মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে!"

কান্নায় ইগরের গলা বন্ধ হয়ে এলো। জামার হাতায় সে চোখ মুছলো কিন্তু জল যে বাধা মানে না!

সেই পারমিট হাতে করেই ইগর দৌড়ে এলো প্যাভেলের কাছে। "এবার দেখো কেমন কাজ করি!"

"সে জন্যেই তো কিরিল আপনার ওপর নজর রাখতে বলেছিলেন। তবে আমার এখনো তেমন বিশ্বাস হয় না কিন্তু"—

ক'দিনের চেষ্টায় ইগর সত্যিই চমৎকার কাজ শিখে ফেললো!—এখন কিরিল তাকেই রাজমিস্ত্রীদলের সর্দ্দার করে দিয়েছে। সেও কাজের দিকে অন্য সবাইকে হারিয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে।

একদিন সন্ধ্যায় ইগর পার্কে বেড়াতে গেল। অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে পার্কে টাঙ্গানো বলিষ্ঠ কর্ম্মীদের ফোটোর কাছে এলো। সামনেই প্যাভেল ইয়াকুনিনের ছবি, কিন্তু তার পাশে? নাটাশা ও অন্যান্যের মধ্যে ওটা কার ছবি? কুভায়েভ চম্‌কে গেল—তার নিজের ছবি ওখানে? ভাবাবেগ দমন করতে না পেরে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো!

সকলে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে গেল হাঁসপাতালে।

কেউ কিছু বলতে পারছিল না কেন তার হঠাৎ অমন মূর্চ্ছা হলো। সে নিজে ছাড়া কেউ জানতো না কেন আচমকা অজ্ঞান হয়ে পড়লো। কিরিলের কাছে কথাটা বলতে পারলে সে কিছু স্বস্তি পেত।

কিন্তু তাও বলতে তার সাহস হচ্ছিলো না! কাজেই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সে সারারাত হাসপাতালে পড়ে রইলো। ভোরের দিকে আর থাকতে না পেরে সে কিরিলকে খবর দেবার জন্য ডেকে পাঠালো। কিরিল তখন সদর সমিতিতে চলে যাওয়ায় সে অগত্যা প্যাভেলকেই খবর দিতে বললো!

"প্যাভেলকেই খবর দাও—হ্যাঁ—প্যাভেল ইয়াকুনিন – আমাদের নেতা!"

বিকেলের আগে প্যাভেল তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারলো না। সে এসে ইগরের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো—"কি চাও ইগর আইভ্যানোভিচ্?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইগর সুরু করলো—

"পাশা, জগতে আমার কেউ নেই! আমি একা! ছেলে নেই! বউ? বহু বউ ছিল আমার কিন্তু তাদের কেউ আমার সঙ্গে ঘর করতে পারে নি। কাজেই আমি একান্ত নিঃসঙ্গ—একা!"

"কেন? তুমি একা হবে কি দুঃখে? এখানে সবাই তোমায় জানে—তোমার কত নাম? তবু তুমি একা?"

"কিন্তু আমার ছেলে থাকলে তোমাদের মত করে তৈরী করতাম।"

"কি বলতে চাচ্ছো তুমি। তোমরা সব বুড়োরাই চাও ফরমাস মাফিক ছেলেদের তৈরী করতে। ছেলেরা কি জামা জুতোর মতই তোমাদের অস্থাবর সম্পত্তি, যে যেমন ইচ্ছে অর্ডার দিয়ে তৈরী করবে?"

"না, না, তা হবে কেন? আমি সে কথা বলছি না। দেখতে পারছো না যে আমার অতীত জীবনের জন্য কেমন অনুশোচনা হচ্ছে?"

আগের জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো ইগরের। ভাঙ্গা মদের দোকানে তখন ছিল আড্ডা! একদিন মাতাল হয়ে নর্দ্দমায়

পড়ে থাকবার সময় তার অস্পষ্ট অনুভূতি হলো কে যেন যত্ন করে তাকে তুলে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল কুঁড়ে ঘরে! পাদ্রীর পোষাক পরা কে যেন তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল! সেই কুঁড়েয় আরও অনেকে ছিল বসে। তাদের মধ্যে ইগর কিরিলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী জিঙ্কাকে চিনতে পেরেছিল। সে বেরিয়ে আসতে চাইলো—এমন সময় পাদ্রীটি তাকে বাধা দিয়ে বললো—"কি চাই ব্রাদার—ভড্‌কা?"

তারপর তারা সারারাত মদ খেয়ে স্ফূর্তি করেছিল! মদের নেশার ফাঁকে ফাঁকে তারা বলাবলি করছিল—"আমাদের প্রতিশোধ নিতে হবে—এ প্রতিশোধে সমস্ত জগতের লোকই আমাদের সাহায্য করবে।"

এর পরেও কুভায়েভ অনেক দিন সেখানে গেছে! মাতলামীর চরম পর্য্যায়ে একদিন সেই পাদ্রী তার হাতে ট্রেণের লাইন তোলবার একটা যন্ত্র দিয়ে ট্রেণ ধ্বংস করতে পাঠিয়েছিল! ইগর তার কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করেছিল। একটা বিরাট মালগাড়ী সে-রাতে লাইন থেকে উল্টে পড়ে যায়!

কিন্তু প্যাভেলকে সব কথা সে খুলে বলতে পারলো না। শুধু "খারাপ" সঙ্গীদেরই উল্লেখ করলো।

প্যাভেল কিন্তু বেশ বুঝতে পারলো কোথাও গলদ রয়েছে।

## তিন

কথার ফাঁকে তাদের নাকে বিকট পোড়া গন্ধ এলো…"খাদে কি আগুন লাগলো ?"

কুভায়েভ চমকে প্যাভেলকে নিয়ে কারও বাধা না শুনে দৌড়ে বেরিয়ে গেল কিরিলের খোঁজে !

তাদের ঐভাবে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়তে দেখে মাসা সিভাসেতা গেল চমকে। সে শুধু বুঝলো যে যাই হ'কনা কেন তা কিরিলের জানা দরকার। তাই কিরিলকে সে টেলিফোন করলো। তাকে সদর পার্টি আফিসে না পেয়ে সে স্টেস্কাকে ফোন করলো।

স্টেস্কার তখন সবে প্রসব ব্যথা উঠেছে। ঘড়ি ধরে স্টেস্কা সময় দেখলো—রাত ৪টা। টেলিফোন করেই মাসা স্টেস্কার কাছে এসে তার প্রসবের বন্দোবস্ত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আশ্চর্য্য, তখন পর্য্যন্ত তার কোনই বন্দোবস্তই হয় নি। সকলেই ভেবেছিল যে প্রসবের সময় স্টেস্কার তেমন কষ্ট হবে না—তাই তার জন্যে তেমন বন্দোবস্ত ও করা হয় নি। স্টেস্কারও বিশ্বাস ছিল সে রকম। প্রথমে সেজন্যে সে ঘরের এক কোণা থেকে আর এক কোণা পায়চারী করছিল। কিন্তু ব্যথা বাড়বার সাথে সাথেই সে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো। চোখগুলো দিয়ে রক্ত ফেটে বেরুচ্ছিল। চোখ অন্ধকার—সে কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না। প্রলাপের মত আস্তে আস্তে বলতে লাগলো "কিরিল—আমার কিরিল! প্রিয়তম—তোমার জন্যেই—তুমি—তুমি…" হঠাৎ সে অনুভব করলো যেন কে তার কোমরে একটা প্রচণ্ড লাথি মেরেছে—সেই সঙ্গেই কিরিলের নামও তার চেতনা-জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। সমস্ত শরীর একটা চাপা ব্যথায় গেল ভরে—আর চেপে রাখা অসম্ভব

স্টেস্কা পাশেই প্রস্তুত বিছানাতে এলিয়ে পড়ে পেট চেপে ধরলো। পেটটা ক্রমশঃই ফুলছে। আর মনে হচ্ছিলো যেন কে সমস্ত শরীরে লক্ষ লক্ষ পেরেক বিঁধিয়ে তাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিচ্ছে। শুধু গর্ভের যাতনাই নয়—একটা ছোরা মারার মত তীক্ষ্ণ ব্যথা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল। ব্যথায় টান পড়ছিল মাঝে মাঝে কিন্তু আবার তখুনি দ্বিগুণ বেগে ব্যথা বাড়ছিল। থাকতে না পেরে স্টেস্কা ককিয়ে উঠলো—

"ওঃ ওঃ—আমার চোখ দু'টো যে ঠিকরে বেরিয়ে গেল! মাসা! পা গেল—আমি আর বাঁচবো না—আমার পা কই?"

সারা শরীর দিয়ে ঘাম দরদর করে ঝরছিল, কিন্তু ক্রমে তা শুকিয়ে গেল। ততক্ষণে ঠোঁটও শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে। চোখ দু'টো বসে পড়েছে ভীষণ গর্তে—কপালের রেখা গেছে কুঁচকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলো—তবু কিছু হলো না দেখে মাসা হাসপাতালে টেলিফোন করলো ডাক্তার আনবার জন্যে!

## চার

সেদিন নদীতে ছিল আশ্চর্য্য প্রশান্তি। সেদিকে দেখিয়ে কিরিল ইঞ্জিনিয়ার রুবিনকে বললো "কি সুন্দর দেখেছো?" রুবিন যেন কি ভাবছিল—সে তাই প্রত্যুত্তর দিল না। একটু পরে বললো—"ঠিক কথা! আমাদের জীবনও এমনি—কখনো শান্ত পরমুহূর্তে আবার তা ফেনিল তরঙ্গ সঙ্কুল!" কিরিল বললো "আমি কিন্তু অশান্ত জীবনই বেশী পছন্দ করি!"

রুবিন চোখ ঘুরিয়ে বললো "নদীও অশান্ত হয়ে উঠতে পারে—কিন্তু তার ফল ভাল নয়।" কথাটীতে দুজনেই হেসে উঠ্‌লো। কিরিল লক্ষ্য করলো যে রুবিন যেন তাকে কি বলতে চাচ্ছে কিন্তু বলতে সংকোচ করছে। তাই সে বললো—

"কি বলতে চাচ্ছ একেবারে বলেই ফেল না কেন—রুবিন ?"

"আচ্ছা" বলেই রুবিন আবার কিছুক্ষণ থামলো। তারপরে সুরু করলো "এ সংসার যেন একটা বিরাট জলাভূমি—কারও সাধ্য নাই যে এথেকে কিছু করে !'

কিরিল উত্তর দিল—"কিন্তু আমরা তো এই জলাভূমিই শুকিয়ে ফেলতে চাই। তারপরে অনুবীক্ষণের ভেতর ফেলে দেখবো—এদিয়ে কি করা যায়। বোগদানভের ল্যাবরেটরীতে যাও নি—যেয়ে দেখো !"

"সে তো খুব ভালকথা কিন্তু প্রত্যেকেরই তো আর অনুবীক্ষণ যন্ত্র নেই—তারা ?"

"একদল লোক তো আছেই সব নষ্ট করতে—তাদের কেন ভেতরে যেতে দেওয়া ?" কথা বলতে বলতে কিরিলের মনে হলো যেন রুবিনের কোথায় গলদ আছে। সাবধানে সে কয়েকটী প্রশ্ন করতে চাইলো। কিন্তু তখন নদীতে একটী পাইন গাছের গুঁড়ি ভেসে আসতে দেখা গেল। সেই দিনই সকালে আটাকা নদীর ওপার থেকে ভয়ঙ্কর খবর এসেছে। ট্রাক্টর ও লোহার কারখানার জন্য জমা করা ছিল বহু কাঠ। তা থেকে বহু কাঠ ভেসে আসছে নদীর স্রোতের সঙ্গে। অবস্থা সাংঘাতিক। সব কাঠগুলো ভাসতে আরম্ভ করলে—তাদের গতি ঠিক থাকবে না। যে যেদিকে ইচ্ছে ভেসে যাবে ; তাদের পথে যা পড়বে তাই যাবে গুঁড়িয়ে। সবচেয়ে ভয়ের কথা হচ্ছে যে ওগুলো ভাসতে ভাসতে এসে বিরাট ৩৬১ মিটার লম্বা বাঁধের গায় ধাক্কা দিলে বাঁধ বাঁচান অসম্ভব !

চালককে দিয়ে জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে কিরিল সেই কাঠ জমাকরার জায়গায় এসে পড়লো। বহুলোক সমানে ব্যস্ত হয়ে ঘুড়ছে। কিরিল তাদের ভেতর গিয়ে নিজে জলে নামতে প্রস্তুত হয়ে অন্যদের ডাক্‌লো। তবে নামবার আগে তারও বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো। জোর করে সে নেমে পড়লো – কিন্তু কেউ তাকে অনুসরণ করলো না। তাই দেখে কিরিল গর্জ্জে উঠ্‌লো—"কাপুরুষ কোথাকার! কমিউনিস্টরা কই?"

সে ডাকে কমিউনিস্টরা সাড়া দিল। তারা কিরিলের সঙ্গে মিলে সমস্ত দিন কাঠগুলো তীরে আনতে চেষ্টা করলো। সন্ধ্যার অন্ধকার হলেও সে কাজ সাঙ্গ হলো না।

এমন সময় আঁধার ভেদ করে কিরিলের বন্ধু জাকার কাটায়েভ এসে বললো:

"কিরিল শীগ্‌গীর বাড়া যাও এতক্ষণে হয় তো সব শেষ হয়ে গেছে।"

"কি?" কিরিল ব্যস্ত হয়ে জিজ্যেস করলো। "স্টেস্কার কথা বলছি—এতক্ষণ হয় তো তোমার ছেলে কি মেয়ে কিছু একটা হয়েছে। এখন বাড়ী থাকা একান্ত দরকার।" তার কথা শুনে কিরিল বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করছিল। ঠিক এমন সময় বিশাল গর্জ্জন করে বিরাট কাঠের গুঁড়িগুলো আবার ছিট্‌কে পড়লো। হতাশ হয়ে কিরিল বললো—"তুমি বলছো বাড়ী যেতে—কিন্তু এসব ফেলে কেমন করে যাব?" বলেই সে যেদিক থেকে আওয়াজ হচ্ছিলো সেদিকে গেল দৌড়ে।

## পাঁচ

তারপরে সব ঘটতে লাগলো স্বপ্নের মত।

একলাফে কিরিল পারে এসেই গাড়ী চালিয়ে দিলো। রাত্রিরের নৈশ স্তব্ধতা ভেদ করে গাড়ী চললো বিদ্যুতের মত ছিটকে।

গাড়ীর তালে তালে কিরিল বলে চললো—'স্টেস্কা! স্টেস্কা! প্রিয়তমে—আমার ওপর অভিমান করো না!—বিরক্ত হয়ো না—। সত্যি এসব ছেড়ে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব!—কিছুতেই আসা যায় না!—হাতলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিরিল গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিল। কারখানার মাইল পঞ্চাশেকের কাছে এসেই অধৈর্য্য কিরিল এ্যাক্সিলারেটার চেপে গতি আরও বাড়িয়ে দিল। হাঁফাতে হাঁফাতে গাড়ী চললো তাকে নিয়ে! হঠাৎ পাশ থেকে একটা খরগোষ পালাতে গিয়ে সেই তীব্র ধাবমান গাড়ীর তলে পড়ে চেপ্টে গেল।

নিজের ফ্লাটে উঠতে গিয়ে বাড়ীর নিস্তব্ধতায় কিরিল চমকে গেল! টুপী খুলতে সে লক্ষ্য করলো তার আঙুলের ডগাগুলো কাঁপছে। অন্য সময় সে এটাকে হেসেই উড়িয়ে দিতো কিন্তু—এখন এই পারিপার্শ্বিকতায় তার বুকের ভেতরটা জমে যাচ্ছিলো! এ অবস্থায় সে থাকবে কি চলে যাবে—কিরিল স্থির করতে পারছিল না। একবার মনে হচ্ছিলো সে ঐ দৃশ্য সহ্য করতে পারবে না! আবার মনে হচ্ছিলো যে পালিয়েই বা যাবে কেন?

অবশেষে দ্বিধা সত্বেও কিরিল ভারী বুটের আওয়াজ করতে করতে ভেতরে চললো!—সে আওয়াজে সন্ত্রস্ত হয়ে মাসা সিভাসেভা বললো "কে? কিরিল নাকি?"

কিরিল প্রথমে তাকে ঠিক্ চিনতে পারে নাই। সে তখন শুধু স্টেস্কার কথাই ভাবছিল। অবসন্ন সুরে মাসা বললো—"অনেকক্ষণ স্টেস্কার ব্যথা উঠেছে; কি কষ্ট যে পাচ্ছে বলা যায় না; প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে বসে থেকে আমি আর পারছি না।"—তারপর কিরিলকে স্টেস্কার ঘরের দিকে যেতে দেখে পথ আটকে রাখলো—"না না কিরিল তোমার ওদিকে যাওয়া হবে না—"

কিন্তু জোর করে দরজা খুলে কিরিল স্টেস্কার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো!

স্টেস্কা মেঝেয় পড়ে রয়েছে। দূর থেকে কিরিল শুধু তার ফোলা পেটটাই দেখতে পেলো। সমস্ত রগগুলো নীল হয়ে কুঁকড়ে থাকায় পেটটাকে উঁচু ঢিপির মত দেখাচ্ছিল। আস্তে আস্তে স্টেস্কা চোখ খুলে অনেক কষ্টে অস্পষ্ট সুরে বললো—

"কিরিল! প্রিয়তম!"—কিরিল কাছে আসতেই সে দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো। স্টেস্কার কানের কাছে মুখ নিয়ে কিরিল বললো "কাঁদ স্টেস্কা—খুব চীৎকার করে কাঁদ!"

তার সান্ত্বনায় স্টেস্কার কান্না বেরুলো!—কি হৃদয় বিদারক সে কান্না! দু'টো পা-ই যেন তার শরীর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—সেই অসহ্য ব্যথার প্রকাশ পাচ্ছে স্টেস্কার কান্নায়! সে কান্নার বিরাম নেই। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর কুঁচকে দলা পাকিয়ে খিল ধরছে। দেখতে দেখতে তার শরীর হয়ে পড়লো কাঠের মত শক্ত—আর সে দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে কিরিলের গলা জড়িয়ে ধরলো!

কতক্ষণ তারা এভাবে ছিল কিরিলের সে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ স্টেস্কা থেমে গেল এবং পরক্ষণেই আবার দ্বিতীয় চীৎকার—রাগ, ক্ষোভ—আর ব্যথা মেশানো! কিরিলের গলা থেকে স্টেস্কার হাত দু'টো খসে পড়লো—সমস্ত শরীর নির্জীব!

মাসা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"কিরিল! দেখ—তোমার ছেলে হয়েছে যে!"

আশ্চর্য্য হয়ে কিরিল মাসার দিকে তাকালো। সে তার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মাসা নবজাতককে ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে বললো 'সত্যি কিরিল, তোমার ছেলে হয়েছে— দেখ!'

অবসাদ জড়িত চোখে স্টেস্কা জিজ্ঞেস করলো—চোখের রং? মাসা উত্তর দিল—"প্যাশনে ঠিক কিরিলের মত হয়েছে?"

অভিভূতের মত কিরিল স্টেস্কার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। অবসন্ন স্টেস্কা হাতখানা আস্তে আস্তে মুখের কাছে তুলে ধরে চুমু খেলো!—সে কম্প্র চুম্বনের স্পর্শে কিরিলের মনে হলো—"আমার সমস্ত জীবন তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসবো—স্টেস্কা!"

মাসা তখন ছেলেটিকে কিরিলের হাতে দিল আদর করতে। কিরিল তার ছেলেকে হাতে নিতেই টেলিফোনের ঘণ্টা বাজতে লাগলো! মাসার হাতে ছেলেকে দিয়ে—ফোন তুলেই বোগদানভের তীক্ষ্ণ স্বর শুনতে পেল—"খাদে আগুন লেগেছে।" স্বর আরও চড়িয়ে বোগদানভ বললো—"

"চতুর্থ বিভাগে আগুন লেগেছে—এখানে অনেক লোক রয়েছে—আর আশ্চর্য্য! তুমি বাড়ীতে বসে স্ফূর্ত্তি করছো?"

বোগদানভের ব্যবহারে কিরিল বিরক্ত হয়ে স্টেস্কার কাছে এসে বললো "আমি কখ্খোনো যাবো না—। তোমায় এখন এভাবে ছেড়ে আমি কেমন করে যাবো?"

কিরিল আশা করেছিল স্টেস্কা হয়তো কথাটা শুনে খুব খুশী হবে কিন্তু তা না হয়ে তার মুখ অন্ধকার হয়ে পড়লো! কিরিল তাই জিজ্ঞেস করলো "রাগ করলে স্টেস্কা? কিন্তু বোগদানভ তো জানে না যে এখানে কি হয়েছে!"

আদর করে দু'হাতে কিরিলের গলা জড়িয়ে স্টেস্কা বললো—"কি

তোমার তো এখানে থাকলে চলবে না।" তারপরে আর কিরিল আপত্তি করতে পারলো না। সে গাড়ীতে চড়ে সফেয়ারকে প্রথমে চতুর্থ বিভাগে চালাতে বললো। আবার পর মুহূর্ত্তেই বলে উঠ্‌লো—না! দ্বিতীয় বিভাগেই চল!

## ছয়

কারখানার পাশেই উপত্যকায় প্রায় দু'শো মাইল নিয়ে খুব ভাল মাটী আছে। বাইরে থেকে অনভিজ্ঞ চোখে এ মাটীর দাম ধরা পড়ে না। কিন্তু কলেজে পড়বার সময়েই বোগ্‌দানভ এটীর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর থেকে কখনই তিনি এর চিন্তা ছাড়তে পারেন নি। জেলে কিংবা সাইবেরিয়া নির্ব্বাসনে থেকেও তিনি শুধু ভেবেছেন কি উপায়ে এই অফুরন্ত সম্পদ মানব সমাজের কাজে লাগানো যায়! অবশেষে গত দু-এক বছরে ফেনিয়া প্যানোভা নামের অসামান্য প্রতিভাশালিনী রাসায়নিকের সাহায্যে তিনি ঐ মাটী পরিশ্রুত করে তা থেকে তৈল আবিষ্কার করতে পেরেছেন—এবং ঐ থেকেই আরও প্রয়োজনীয় জিনিস তরল দাহ্য পদার্থও বের করেছেন।

কারখানা তখনো শেষ হয়নি; কিন্তু ঐ মাটীতে বিরাটভাবে কাজ তখনই সুরু হয়েছিল।

ভোর হতে হতেই কিরিল নাটাশা পারোনিনার বিভাগে এসে পৌঁছিল। দু'টো বিরাট যন্ত্র তখন কাজ করছিল। তাদের প্রত্যেকটী থেকে একটা প্রবল জলের স্রোত নেমে মাটিগুলোকে কাদায় পরিণত করছিল। সেই অর্দ্ধ তরল কাদা আবার নল দিয়ে শুষে নিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরী

করা জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিলো। সেগুলো শুকিয়ে গেলে মেয়ে শ্রমিকেরা রুটী কাটবার মত করে সেগুলো কেটে কেটে বস্তাবন্দী করতো।

বোগ্‌দানভও কাজের একটা নিজস্ব পন্থা বের করেছিল। সেটা অবশ্য এ সবের চাইতে পুরানো ধরনের—তবু তার পন্থায় খরচ প্রায় অর্দ্ধেক কম হতো। কিন্তু একটা ভয় সব সময় থাকতো—বস্তাবন্দী হয়ে গেলে অনেক সময় ওগুলোতে আপনা আপনি আগুন জ্বলে যেতো. কেন, তা কেউ বলতে পারে না। কিরিলের মনে হলো সেজন্যেই আগুন লেগেছে ও অঞ্চলে।

নাটাশা পারোনিনার বিভাগে খুব অল্পদিন হলো বোগ্‌দানভের পন্থায় কাজ করা হচ্ছিলো। একথা মনে হতেই কিরিল বুঝতে পারলো কেমন করে আগুন ধরেছে। সেখানে এসে কিরিল নাটাশাকে জিজ্ঞেস করলো—

"নাটাশা, কখনো কি তোমাদের বস্তায় আগুন ধরেছিল?"

নাটাশা উত্তর দিল—"না! কেন বলুন তো? একদিন অবশ্য একটা বস্তায় আগুন ধরছিল—আমরা তাড়াতাড়ি সেটা নিবিয়ে দিয়েছিলাম।"

"যদি তুমি না দেখতে?"

হাসতে হাসতে নাটাশা বললো—"তাহলে আগুন ধরে যেত!"

"ঠিক বলেছো—ঠিক বলেছো"—অন্যমনস্ক ভাবে কিরিল এ কথাগুলো বলে গেলো। হঠাৎ তার নজরে পড়লো নাটাশার তন্বীদেহে! কিরিলের মনে হলো যেন নীল ফ্রকের নীচে নাটাশার কোমর ঈষৎ মোটা দেখাচ্ছে। আগের মত আর সে তত চঞ্চল নয়। আগে সে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতো—এখন তার বদলে সন্তর্পণে পা ফেলে চলে। প্যাভেল ও নাটাশার ভালবাসার কথা কিরিল জানতো। তাই অনেক আগেই সে ঠিক করেছিল তাদের একটা ফ্লাট দিতে। কিন্তু সংকোচের জন্য এতদিন সে ওটা করে উঠতে পারে নি। আজ সে না বলে পারলো না।

"নাটাশা ! প্যাভেলকে একটা আলাদা ফ্লাট দেবার বন্দোবস্ত করছি।"

সে যেমন ভেবেছিল—তেমন রাগ বা লজ্জা প্রকাশ না করে নাটাশা উত্তর দিল—

"বা ! তা বেশ হবে !"

"তোমাদের দু'টো ঘরে হবে না—না ? তিন-ঘর ওয়ালা ফ্লাট চাই—কেমন ?

হ্যাঁ—দেখুন……" নিজের অজ্ঞাতসারেই নাটাশা গায়ের কাপড় ঠিক করে নিল।

"বুঝেছি"—বলে কিরিল দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো খেয়ে বললো "ওর যত্ন করো—নাটাশা—আশ্চর্য্য হয়ো না—জগতে এর চাইতে আনন্দের জিনিস আর কিছু হতে পারে না। আজই আমারও একটী ছেলে হয়েছে—বুঝলে ?"

নাটাশা কিরিলের এই আদর প্রকাশে অভিভূত হয়ে গিয়ে বললো জানেন আমরা সবাই আপনাকে কত ভালবাসি ! কখনো কেউ ঝ্যাদারকিন বলে ডাকি না, এতে যেন কেমন পর পর মনে হয়। সবাই আমরা নাম ধরেই ডাকি। আপনার সম্বন্ধে কত গল্প করা হয় আমাদের। এই তো সেদিন …

নাটাশা কথাটা শেষ করবার সুযোগ পেল না। চতুর্থ বিভাগের দিক থেকে একদল মেয়ে পুরুষ দৌড়ে আসছিল তাদের দিকে—সকলেরই মুখে আতঙ্কের ছায়া ! প্রাণভয়ে তারা পালাচ্ছে যেন—আর তাদের মুখে শুধু একই কথা—"ধাপ্পাবাজী"।

"ধাপ্পাবাজী আবার কি," কিরিল ভাবতে লাগলো চমকে উঠে।

রাত্তিরে পিটে আগুন লেগেছে। মজুররা সবাই যে যার বাসায় ফিরে গা হাত ধুয়ে কেউ খাবার আয়োজন করছিল—নয়তো কেউ যাচ্ছিলো শুতে। সকলেরই মনে এক চিন্তা—নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই

তারা তাদের কাজ শেষ করে দিয়েছে। এখনো আরও দু-তিন দিন বাকী—সে কদিনে তাদের কাজও অনেকখানি এগিয়ে যাবে। তখন দেশের কাগজে কাগজে ছড়িয়ে পড়বে তাদের নাম—আর বেশী কাজের জন্যে বোনাস পাবে তারা—! সেজন্যে সকলেরই মনে ছিল আনন্দ—সবাই স্বপ্ন দেখছিল—নিজের নিজের গ্রামের—আর সংসারের। পিট ছেড়ে তারা যাবে গ্রামে ফিরে—আবার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে—প্রণয়ীর ঘনালিঙ্গনে! অনেকেরই জিনিসপত্তর শুদ্ধ গোছানো শেষ—জামাজুতো—সিল্কের মোজা কিনেছে তারা কো-অপারেটিভ স্টোর থেকে। পিটের রবারের পা ঢাকা জুতোর মায়া আর নয়!

কিন্তু সেই রাতেই—নিশুতি রাতে আগুন লেগেছে পিটে। কেউ বলতে পারলো না কোথায় লেগেছে—আর কেমন করে। তবে এটা সবাই আন্দাজে বুঝলো—যে তাদের কাজ-শেষকরা পিটের সেই দরকারী জায়গাতেই প্রথম আগুন লেগেছে! ফায়ার বিগ্রেড আসবারও অবকাশ ছিল না—আগুনের লেলিহান শিখা যেন সর্ব্বগ্রাসী দানবের মত ছুটে আসছিল বিদ্যুৎ গতিতে।

আনন্দের হাট গেল ভেঙ্গে। ঘরদোর থেকে লোক বেরুলো চোখে অন্ধকার দেখে। ঘুমের জড়তা কাটে নি চোখ থেকে যাদের তারাও পালাচ্ছে! সবাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়!

আগুন লাগবার সময় চতুর্থ বিভাগের কর্ত্তা ভ্যাসিলি স্বিনিয়েজ ও আর একজন ইঞ্জিনিয়ার বসে বসে কাজের হিসাব করছিলেন। সেই হিসাবের ভিত্তিতেই তাঁরা কিরিল আর বোগদানভের কাছে কাজের রিপোর্ট দেবেন।

বাইরে আগুন লাগার চীৎকারে তিনি বেরিয়ে এলেন আফিস থেকে। একি অসম্ভব কাণ্ড! শরীর তাঁর কাঁপছে উত্তেজনায়। তিনিও আপ্রাণ চীৎকার করতে লাগলেন "সাবধান! আগুন লেগেছে নইলে জীয়ন্ত পুড়ে মরতে হবে।"

পলায়মান জনতার বুকে সাহস দেবার জন্যে তিনি এগিয়ে গেলেন তাদের মধ্যে! কিন্তু সে উত্তাল-জনস্রোত সংযত করে কার সাধ্য! পাইন জঙ্গলের ভেতর যে যে দিকে পারলো ছুটলো প্রাণের ভয়ে। চোখের নিমিষেই জনশূন্য হয়ে গেল ব্যারাক! সেখানে শুধু আগুনের হিংস্র ফোঁসফোঁসানি!

কিন্তু সেই জনসমুদ্র যাবে কোথায়? সম্মুখে পড়লো লেলিহান বহ্নি-বলয়। আবার সবাই ছুটলো—উল্টো দিকে—কিন্তু রক্ষা পাবে কি তারা? ভ্যাসিলি আফিসের সিঁড়ির ওপর দাড়িয়ে দেখতে দেখতে ভাবলো—

"সবাইকে মরতে হবে, বোধ হয় কাউকেই বাঁচানো যাবে না।"

কিরিল, বোগদানভ ও নাটাশা একটী গাড়ীতে করে ঝড়ের মতো সেই আগুনের দিকে এগিয়ে এলো। পথের মাঝেই তারা যুক্তি করে ঠিক করলো যে যেমন করেই হক না কেন সবাইকে খেদিয়ে হ্রদের জলে নামিয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ-না আগুন নেবে—সবাই একগলা জলে দাঁড়িয়ে থাকবে।

এদিকে—একগাড়ি বোঝাই করে মেয়ে শ্রমিকদের নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিরিল তা দেখে চমকে গেল। দূরে থেকে এক হল্কা আগুন এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে। এরমধ্যে কাঠের গাড়ী করে যাওয়া মানেই নিশ্চিত মরণকে আহ্বান করা। কিরিল চীৎকার করে সবাইকে জলে নেমে যেতে বললো। কিন্তু এঞ্জিন চালক তার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে সোজা গাড়ী চালিয়ে দিল। কিছুদূর এগিয়েই আগুনে আর গাড়ী চলতে পারলো না। দেখতে দেখতে গাড়ীতেও আগুন ধরে গেল। কিরিল, নাটাশা দৌড়ে সেদিকে এগিয়ে এলো।

প্রাণের ভয়ে লোকজন সব বাইরে বেরিয়ে এসে যে যেদিকে পারলো লাফিয়ে পড়লো। গাড়ীর নীচে সমস্ত জায়গাটা ছিল লাল ছাইয়ে

ভরে। দূরে থেকে তাকে ভয় করবার কিছু ছিল না—কিন্তু ওগুলো সাক্ষাৎ যম! তাতে পড়বামাত্রই মেয়েদের করুণ চীৎকারে আকাশ ভরে গেল—সবাই সেই আগুনের হ্রদে পড়ে কুঁকড়ে সিদ্ধ হয়ে গেল!

ভয়ে নাটাশা চেঁচিয়ে উঠলো "কিরিল! কিরিল!" আর ঐ হতভাগ্য মেয়েদের বাঁচাবার জন্যে কোনও কিছু না ভেবেই নাটাশা ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই আগুনের সমুদ্রে! মুহূর্ত্তের মধ্যে তার শরীরে আগুন ধরলো। কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়েই সে কিরিলের দিকে এগিয়ে আসতে চাইলো! কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আর একটী আগুনের শিখা তাকে গ্রাস করলো!—কোথায় নাটাশা ?—

## সাত

পিটে আগুন লাগার খবর বাতাসের আগে রটে গেল ইমারতী কাজের অঞ্চলে। যারা সেই আগুনের হল্কা থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরেছে তারা বললো আর সবাইকে নাটাশার কাহিনী! নাটাশা তাদের অনেকেরই পরিচিত। কাজেই নাটাশার অপমৃত্যুতে সবাই মনে বিষম দাগা পেল। এদিকে আবার এলো আরও খারাপ সংবাদ। একদল প্রত্যক্ষদর্শী এসে চাক্ষুষ বর্ণনা দিল কি করে কিরিল আর বোগদানভ অন্য সবাইকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে।

কিরিল আর বোগদানভের অপমৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্রই সব কাজ কর্ম্ম বন্ধ হয়ে গেল। যে যার কাজকর্ম্ম ছেড়ে শাবল, গাঁইতি—বালতী নিয়ে ছুটলো আগুনের দিকে। পথে তাদের সঙ্গে দেখা হলো একদল মেয়ে আর পুরুষ মজুরদের। তারা আগুনের হাত থেকে বাঁচবার

জন্যে পালাচ্ছে আর আকাশফাটানো চীৎকার করছে—"ধাপ্পাবাজী! ধাপ্পাবাজী!"

কিরিলের অপমৃত্যুর খবর পেয়েই মাসা সিভাসেভা স্টেস্কার কাছে চলে এলো। এ খবর স্টেস্কার কানে গেলেও সে তীব্র প্রতিবাদ করতে ছাড়বে না।

স্টেস্কা তখন ডিভানে এলিয়ে দিয়েছে নিজেকে। মাসা যেতেই পড়লো ভেঙ্গে "কেন তাকে যেতে দিলুম মাসা? আমিই ত দায়ী এজন্যে!"

"অধীর হয়ো না—ছিঃ"—বললে মাসা—"এটা একটা নিছক গুজব বলেই আমার বিশ্বাস! ওই দেখ, আগুন ত থেমে যাচ্ছে—"

"কেন, কেন তাকে পাঠালাম—মাসা" আকুতি ঝরে পড়ছে স্টেস্কার কথায়? নিষ্প্রভ দৃষ্টি।

"মা তুমি কাঁদবে না কিন্তু"—বললো আনুস্কা "আমি যাচ্ছি— গিয়েই কিরিলকে আনবো ফিরিয়ে।"

"না না তোমার গিয়ে কাজ নেই, ছোট ভাইটিকে দেখ গিয়ে" স্টেস্কা থামিয়ে দিল আনুস্কাকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটছে। পৃথিবীর বুকে নামল রাতের আঁধার —ভয়াবহ বিষণ্ণতা জড়িয়ে আছে যেন!

কিরিল আর বোগদানভকে নিয়ে গুজব রটেছে হাজারো রকমের। কেউ বলছে আগুনের হল্কা থেকে কোনও রকমে তারা বেঁচে ফিরে এসেছে; ষষ্ঠ বিভাগে তাদের দেখা গিয়েছে। আবার কেউ রটাচ্ছে যে খাদের মজুররা ক্ষেপে গিয়ে কিরিলকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে! প্রত্যেকটি গুজব আসছে স্টেস্কার কানে আর সে শিউরে উঠছে!

অনেক রাত্তিরে খবরের কাগজের সংবাদদাতা 'বাথ' এল স্টেস্কার কাছে। একটু পরেই এল প্রধান ইঞ্জিনীয়ার রুবিন। রুবিন স্বভাবতই

বেশ ছিমছাম। কিন্তু আজ তার বেশ বিন্যাসের কোন চিহ্নই নেই। ঝড়ো কাকের মত তার চেহারা দেখেই স্টেস্কা চমকে উঠল—আশঙ্কা তাহলে সত্যি !

সান্ত্বনার স্বরে বাথ আরম্ভ করলো "দেখুন আপনাকে সব সময়ের জন্যেই তৈরী থাকতে হবে। কমরেড স্টেস্কা অগনিয়েভা, আপনি হচ্ছেন মহান কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যা। যত অন্তরঙ্গই হক না কেন কোনও একজনের অভাবে আপনার হতাশ হওয়া শোভা পায় না। এসব দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে আপনাকে —"

"কিন্তু কি করে করব—"স্টেস্কা যেন কৈফিয়ৎ দিতে চাইল ! বাথ তার কথা না বুঝে নিজের মনেই বলে চললো—

"বিপ্লবের জন্য চাই আত্মত্যাগ ।"...বাথের ঔদ্ধত্য যেন মাসার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।

"বেরিয়ে যান—এখুনি—বেরিয়ে যান—আপনারা—" মাসা খেঁকিয়ে উঠ্‌লো।

ভীত সন্ত্রস্ত বাথ পিছিয়ে আসতে আসতে বললো—"কাগজ বের করতে হবে ত—। আমরা তাই সঠিক সংবাদ নিতে এসেছিলাম !" খবরটা ত চাই, না কি ?"

কোণায় এক চেয়ারে বসে রুবিন কাঁদছে—আর জামার হাতায় চোখ মুছছে !

এতক্ষণে স্টেস্কার মূর্চ্ছার ভাব কেটেছে। সে রুবিনকে রেগে জিজ্ঞেস করলো—"মিছে কথা, এ হতেই পারে না !"

বেগতিক দেখে রুবিন এলো পালিয়ে।

তারপরেই ঘরে ঢুকলো ফেনিয়া প্যানোভা। পুরুষালী ঢংএর জামা পরনে।

সোজা ঘরে ঢুকেই সে আরম্ভ করলো "আমরা আগুন নিবিয়েছি !

আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্যাভেল ইয়াকুনিনের। সমস্ত কমিউনিস্ট দল নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তবেই নেবাতে পেরেছে আগুন।"

ফেনিয়ার কথায় যেন সান্ত্বনা পেল সবাই একটু!—স্টেস্কা তার হাত ধরে অনেকক্ষণ আদর করলো! এমন সময় ঘরে ঢুকলো আন্নুস্কা! ফেনিয়ার কাপড়ে মুখ গুঁজে রইল সে।

নিজের অজান্তেই তাকে আদর করতে গিয়ে ফেনিয়া পিছিয়ে এলো। 'ওত সব মেয়েরাই করে।' ফেনিয়া কখনই মেয়েলী ধাঁচে চলাফেরা করবে না—সে চলতে চায় পুরুষদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে।

কাজেই আন্নুস্কাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে পাশে বসিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো—"কি, তুমি যে আগুন নেবাতে যাও নি—মোমের পুতুল না কি যে আগুনে গলে যাবে?"

"সব পাইওনীয়াররাই কি কিরিলকে খুঁজতে গেছে" জিজ্ঞেস করলো আন্নুস্কা!

"আগুন নেবাতে আর কিরিলকে খুঁজতে—"এলো উত্তর।

আর তাকে পায় কে? এক দৌড়ে আন্নুস্কা গেল বেরিয়ে!

কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ফেনিয়া বললো "এখনো আমরা কিরিলের কোন খবর পাই নি। যদি কিছু খারাপ খবরই আসে তাহলে শুধু তুমি ত নও আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে কাঁদব— তুমি, আমি, এখানকার সবাই—সমস্ত রাশিয়া সুদ্ধ—কেউ বাদ যাবে না!"...

"আর বেচারা বোগদানভও দাগা পেয়েছে জীবনে অনেক! কয়েক বছর আগের কথা। প্রচণ্ড শীতে ভল্গার জমাট বরফের ওপর দিয়ে শ্লেজে যেতে যেতে সে বিসর্জ্জন দিয়েছে নিজের স্ত্রী আর একমাত্র ছেলেকে—! আজও তাদের স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলে বোগদানভ।"

শুধু দুজন লোক সেই আগুনের মাঝ থেকে পালিয়ে এলো। কখনো কাঁটায় ভরা বনবাদাড়ের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো পাইনবনের

আঁকেবাঁকে—হঠাৎ কাদায় তাদের কোমরপর্য্যন্ত যাচ্ছিল ডুবে। থেমে থেমে তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল—কিন্তু তখনই আগুনের লেলিহান শিখা এগিয়ে এসে করছিল উপহাস! সারা ডোবার জল শুকিয়ে—বন পুড়িয়ে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে সেই সর্ব্বগ্রাসী আগুনের হল্কা। তবু তারই ভেতর থেকে দুজনে পালিয়ে আসছিল আর তাদের অনুসরণ করছিল বনের যত জীব জন্তু। তাদেরও দিগ্‌বিভ্রম হয়েছিল—চঞ্চল শেয়ালেরা যেদিকে পারছে দৌড়ুচ্ছে, খরগোসগুলো উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে—নেকড়েরা পালাচ্ছে যেন এইমাত্র সার্কাসের বাক্স ভেঙ্গেছে। দূরে একটা ভালুক আসছে কুঁজো হয়ে হয় তো তার পিঠ গেছে ভেঙ্গে। সামনের পাইন গাছে উঠেই সে পেছনে তাকাচ্ছে করুণভাবে আগুনের দিকে, আবার তাকে নামতে হবে!

ভোর হয়ে আসছে। বোগ্‌দানভ অবসন্ন হয়ে পড়লো! আর চলা তার পক্ষে অসম্ভব। তাকে উৎসাহ দিতে কিরিল বললো—

"আপনি বড্ড শীগ্‌গীর হাল ছেড়ে দিচ্ছেন।" বলেই নীচু হয়ে কিরিল বোগ্‌দানভকে কাঁধে তুলে নিতে চাইলো। তাতে বোগদানভ মরিয়া হয়ে বললো "না আমি নিজেই পারবো!" কিন্তু নড়বার তার ক্ষমতা ছিল না। উঠতে যেতেই সে নেতিয়ে পড়লো!

"কিরিল—তুমি একাই যাও—গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে আমায় নেবার বন্দোবস্ত করো।"

"আচ্ছা"—বলেই কিরিল চলতে সুরু করলো। কিন্তু তখনই তার মনে হলো বোগ্‌দানভকে ওভাবে ফেলে রাখা মানেই ধ্রুব মৃত্যুর কোলে ছুঁড়ে দেওয়া। তাই বোগ্‌দানভের শত আপত্তি সত্ত্বেও সে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা দিলো।

সারাদিন এভাবে চলে অবশেষে সন্ধ্যের মুখে মুখে তারা বেরিয়ে

লো জলন্ত চিতা থেকে। সামনে শুকনো মাটী! আনন্দে আত্মহারা য়ে বোগ্‌দানভ তাতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো!

"মাটী! আমরা মাটীতে এসে দাঁড়িয়েছি! এরোপ্লেনে অনেকক্ষণ লবার পর মাটীতে নামলে এম্নিই মনে হয়!" কিরিল বল্‌লো। কিরিলও বাগ্‌দানভের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ একটু দূরে একজন অর্দ্ধনগ্না স্ত্রীলোককে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে সে এগিয়ে গল। দেখে মনে হলো যে মেয়েটী হোঁচট খেয়ে পড়বার সময় দুহাত দিয়ে বুক চেপে ধরেছিল! কাছে এসে তাকে দেখেই কিরিল স্তম্ভিত লো। "বোগদানভ দেখ, দেখ! এযে জিঙ্কা! তোমার মনে পড়ে..."

"আশ্চর্য্য! সে এখানে এলো কেমন করে?"

"দেখে মনে হচ্ছে যেন মাটী কাটার কাজে ও ব্যস্ত ছিল—এমন সময় আগুনের ভয়ে এই গোটা বিল হাতড়ে বেরিয়ে এসেছে। দেখনা—সমস্ত জামা কাপড় কেমন ছিঁড়ে গেছে!" কথাগুলো বলতে বলতেই কিরিলের ধারণা হলো যে নিশ্চয়ই একটা অস্বাভাবিক কিছু না হলে জিঙ্কা এখানে আসতে পারে না। আস্তে আস্তে তাকে ঝোপের কাছে টেনে কিরিল নিজের গায়ের কোট দিয়ে তার শরীর ঢেকে দিল।

আর এইখানেই প্যাভেল ইয়াকুনিনের নেতৃত্বে অনুসন্ধানকারী তরুণ কমিউনিস্টরা তাদের খোঁজ পেল। তাদের সঙ্গে ইগর কুভায়েভও ছিল। জিঙ্কাকে ওখানে ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখেই সে কাঁপতে লাগলো—ঠিক পার্কে তার নিজের ছবি দেখে যেমন হয়েছিল! আপন মনে সে বিড়বিড় করতে লাগলো—"মরা মেয়েতে কিছু প্রকাশ করতে পারবে না।"

কিরিল ও বোগদানভকে পেয়ে উল্লাসভরে সব তরুণ কমিউনিস্টরা তাদের দিকে দৌড়িয়ে গেল। শুধু প্যাভেল একটু দূরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে কি যেন দেখছিল। কিরিল তাকে কাছে ডেকে দুহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলো। সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো—

"সত্যি ?"

কিরিল প্যাভেলের চোখের দিকে তাকাতেই বুঝতে পাড়লো সব! তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে—প্যাভেল অতি ধীরে চলে গেল! ঠিক সেই সময় একদল কিশোর কমিউনিস্টদের নিয়ে আন্নুস্কা সেখানে এসে হাজির হলো। কিরিলকে নিয়ে সে চলে এল ফ্লাটে।

কিরিলের বুটের শব্দে স্টেস্কা বুঝতে পারলো সে আসছে। সে একদৃষ্টে কিরিলের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিরিলও আপন মনে ঐ ময়লা-কাদায় ভরা পোষাকেই—তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো! সে বলতে চাচ্ছিলো,

"স্টেস্কা—আমিতো নিজেকে নিয়ে এলাম, কিন্তু আরও কত প্রাণের মর্ম্মভেদী হাহাকার আকাশ ভেদ করে বেরোচ্ছে—কি বলবো! প্রাণের সে দাগা কিসে যাবে জানি না!"

এমন সময় ছোট্ট আন্নুস্কা তিরস্কার করে উঠ্লো—"কি একগাদা কাদা নিয়ে এসেছো ঘরে? দেখতো তোমার জুতোয় কী ভীষণ কাদা!"

"কি করতে হবে আমায়—তাহলে?" আন্নুস্কা উঠে গম্ভীর ভাবে বললো,

"আমরা বায়স্কোপ দেখবো—কিন্তু মা, তুমি, আমি সকলে যেন দেখতে পাই।"

## এক

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের তৃতীয় বছর যাচ্ছে। সমস্ত দেশময় কর্ম্ম-প্রবণতা—দেশ গড়ে উঠছে—পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে—চারিদিকের সবাইকেই পেছনে ফেলে তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

দূরে আলাতাউ পর্ব্বতমালার মধ্যে টোমা নদীর বাঁ ধারে হচ্ছে সোরিয়া। একদিন যেখানে ডষ্টয়েভ্স্কী নির্ব্বাসনে কাল কাটিয়েছিলেন আজ সেখানে বিরাট ইস্পাতের কারখানা আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে। মহিমময় পিটারের রাজত্ব কালে উরাল প্রদেশে যে নতুন জীবন দেখা দিয়েছিল সোভিয়েট আমলে আবার তা পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। পাইন জঙ্গল পরিষ্কার করে স্বার্ডলভ্স্কের নীচে সমগ্র রাশিয়ার গৌরব "উরাল যন্ত্রনির্ম্মানের কারখানা" দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন চেলিয়াবয়ের চারপাশে ছিল শুধু কুঁড়ে ঘর আর মুরগীর আড্ডা; কাদার যন্ত্রণায় সেখানে মাথা গলানো ছিল অসম্ভব। আজ সেখানে পিচ্ঢালা চওড়া রাস্তা, মোড়ে মোড়ে পার্ক—ফুলের বাগান—বড় বড় দালান আর বিরাট ট্রাক্টর-কারখানা! টিউমেন, শ্যাড্রিন্স্ক, উফা, পের্ম—প্রভৃতি সব জায়গাই নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। পূর্ব্বতন জনহীন প্রান্তর, ধর্ম্মাশ্রম সব নতুনযুগের মানুষেরা হৈ চৈ করে দখল করে সমাজের সমষ্টিগত উন্নতিতে কাজে লাগাচ্ছে। এক কালে যেখানে দলে দলে জীর্ণবাস নিয়ে পুণ্যপ্রার্থীরা ভিড় করে দাঁড়াতো, পুরুত পাণ্ডাদের

আধিপত্য ছাড়া যেখানে আর কিচ্ছু ছিল না—আর যার চারিদিকে বিরাজ করতো বিরাটস্তব্ধতা—আজ সেখানে ফাটছে ডিনামাইট—দিকে দিকে ভূতত্ত্ববিদেরা ছুটছে নতুন খনিজদ্রব্যের সন্ধানে। সন্ধানীদের হাত থেকে কাজাকিস্থান, ইয়াকুটিয়া, কালমিকিয়া কিছুই বাদ যায় নাই। লেনিনগ্রাড্ আর্কেঞ্জেল, মস্কো—প্রত্যেক জায়গাতেই নিত্য নতুন কলকারখানা গড়ে উঠছে। এদের জায়গা করে দেবার জন্যে অপ্রয়োজনীয় গীর্জ্জাগুলো ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। বড় বড় রাস্তার মাঝখানে যে সব পেট মোটা গম্বুজ দাঁড় করানো থাকে সেগুলো ভেঙ্গে পার্ক, রাস্তা আর জনসাধারণের বাসস্থান তৈরী হচ্ছে। লক্ষ লোকে মস্কোকে নতুন আকার দিতে লেগেছে—মাটী খুঁড়ে নতুন রাস্তা পাতা হচ্ছে, সহরের সমস্ত পুরানো অংশ চুরমার করে—নতুন নক্সায় পুনর্গঠন হচ্ছে! সমস্ত শহর কংক্রীটে গেছে ভরে।

শুধু মস্কো নয় সমস্ত দেশটাই পূর্ণোদ্যমে গঠনকার্য্যে লেগেছে।

মস্কোতে ডাকবার পর থেকে কিরিল ঝ্দারকিন প্রায় দেড়বছর মফঃস্বলে যায় নাই। মস্কো থেকে তাকে বিদেশে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ফিরে এসে শেরকি বুয়েরাকে গিয়ে ট্রাক্টর কারখানার দায়িত্ব গ্রহণ করতে গেলেই প্রান্তীয় সমিতি তাকে জানিয়েছিল যে নতুন ইস্পাতের কারখানার কাছে যে শহর গড়ে উঠ্‌ছে সেখানের কমিউনিস্ট পার্টি তাকে সম্পাদক মনোনীত করেছে। তার স্থানে জাকার কাটায়েভ ট্রাক্টর কারখানায় নিযুক্ত হয়েছে। ঐভাবে করেছে তারা কিরিলের **"গতি পরিবর্ত্তন"**!

তখন থেকে সে সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের বিষয় শুধু খবরকাগজ ও প্রত্যক্ষদর্শীর মারফত সংগ্রহ করেছে। আর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না তার। প্রায়ই সমস্ত কাগজে থাকে শতকরা হারের হিসাব—দশ, কুড়ি, চল্লিশ, ষাট, আশি, নব্বই, নিরানব্বই। সমস্ত দেশ

যেন প্রাণপণ বেগে ছুটে চলেছে এক অজানা দেশের সন্ধানে—আজ কারও সাধ্য নাই সে গতি রোধ করে দাঁড়ায়!

উরাল প্রদেশে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটী গ্রাম নিয়ে সমস্ত গোটা মহকুমাই পরিণত হয়েছে এক বিশাল কৃষি কম্যুনে—"রক্তকুঞ্জ"। দেখতে দেখতে এরকম হাজার কম্যুন গড়ে উঠ্ছে সমস্ত সোভিয়েট রাজ্যে। শ্বেত রাশিয়ার জলাজমীতে কৃষি ও শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তার সঙ্গে যেখানে যত জলাজমী আছে সবখানেই কৃষি ও শিল্পের মিলিত কারখানা মাথা তুলতে লাগলো—সাইবেরিয়ায়, কাজাকস্থানে, বাস্কিরিয়া—ভলগা উপত্যকা—

বোগ্দানভকে তাই কিরিল বললো,

"কে জানে কি হচ্ছে! কিন্তু এর গতিরোধ করে কার সাধ্য!" বোগ্দানভ ভারী গলায় বলে উঠ্লো "হুঁ, দেশটাই চলতে সুরু করে দিয়েছে। সে যাই হ'ক তুমি দয়া করে কারখানার কথাটাই বেশী করে ভাবো। কৃষি প্রতিষ্ঠানের দিকে তোমার তাকাবার প্রয়োজন নাই।"

এক এক সময় কিরিলেরও মনে হয়েছে সত্যি দেশের অগ্রগতির হার বড় বেশী হচ্ছে কিনা! থাকতে না পেরে সে একদিন বোগদানভকে কথাটা জিজ্ঞেস করলো—। সেদিনও সে বোগ্দানভের কাছ থেকে অস্পষ্ট ধমক ছাড়া অন্য কিছু পেল না।

"জনসাধারণের ভেতরকার ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ সম্বন্ধে এখনো কোনও ধারণা নেই তোমার। কে বলতে পেরেছিল যে প্যাভেল য়াকুনিন এত বিখ্যাত হয়ে পড়বে?"

সকলের মুখেই তখন এক কথা—কি আশ্চর্য্যভাবে কোটী কোটী লোকের মনে নবজাগরণের ভাব এল।

এই সব হট্টগোলের মধ্যে একদিন জাকার কাটায়েভ হন্তদন্ত হয়ে কারখানায় এসে সোজা কিরিলের ঘরে ঢুকে পড়লো।

"এদের সবাইকে একটু বাইরে যেতে বল—তোমার সঙ্গে গোটা-কতক দরকারী কথা আছে।" কিরিল সবাইকে বের করে দিলে জাকার তাকে বললো যে সমস্ত পোল্ডোমাশোভো গ্রাম ধ্বংস হতে বসেছে।

"কিন্তু কারা করছে এসব ?"

জাকার কাটায়েভের কথায় প্রকাশ পেল যে ঝারকভের মত কয়েক-জনই এর জন্য দায়ী। কিরিল সে সংবাদে আশ্চর্য্য হলো—কারণ ঝারকোভ্ ছিল আগে পার্টির প্রান্তীয় সমিতির সম্পাদক। তবে ট্রটস্কীর সঙ্গে বিরোধের সময় তার মত স্থির করতে দেরী দেখে তাকে ঐ পদ থেকে খুব অল্পদিন আগেই অপসারিত করা হয়েছে। সম্পাদকের পদে না থাকলেও তাকে প্রান্তীয় সমিতি থেকে তাড়ানো হয় নি। "যত খুশী বুদ্ধি থাক না তার মাথায়—আমার তাতে কি ? কিন্তু যেভাবে সে নিরীহের রক্তে মজা লুঠছে তা যে অসহ্য" জাকার ফেটে পড়লো। বোগদানভের মাথায় ঘুরছে কারখানার কথা। সে তত গা করল না জাকারের অনুযোগে। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যে বেলাই সার্জ্জি পেট্রোভিচ্ কিরিলকে টেলিফোনে ডেকে পোল্ডোমাশোভো গ্রামে তক্ষুনি যেতে বললেন। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন যে হয়তো পথেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। কিরিল সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হলো—বিশেষতঃ সে শুনেছিল যে তার কাকা নিকিটা গুরিয়ানভ পোল্ডোমাশোভোতেই যেন কোথায় থাকে।

## দুই

জাকার কাটায়েভের সঙ্গে ঝগড়া করে নিকিটা গুরিয়ানভ শেরকী বুয়েরকের কাজ ছেড়ে দিয়ে পোল্ডোমাশোভোতে চলে এসে ইয়াকুনিনের পরিত্যক্ত ঘর দখল করে রয়েছে। তার অনেক দিনের সাধ—স্বাধীনভাবে মৌমাছির চাষ—এবার পূরণ করবার ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সে হলো দুর্ভিক্ষের কবলিত। সারা জগতে নিকিটার আত্মীয় বলতে কেউ ছিল না। তার স্ত্রী মারা গেছে গত বসন্তকালে, ছেলে, মেয়ে জামাইরা তাকে ছেড়ে উরাল অঞ্চলে কাজ করছে। কাছে থাকতো মাত্র নয় বছরের মেয়ে নুরকা ও আধ বস্তা রাই। নুরকাকে নিয়েই নিকিটা তার ভাঙ্গাচোড়া স্বপ্নের আলোচনা করে।

"জানিস্ আমরা শীগ্গীরই এত মধু পাবো যে খাবার পরেও অনেক বাঁচবে। তখন কত সুখে থাকবো আমরা। হতভাগাগুলো যাক না—পঞ্চায়েতী খামারে কাজ করুক। বোকাগুলো ভেবেছে আমি জাকারের সঙ্গে ঝগড়া করে কাজ ছেড়েছি—ওরাতো জানে না যে আমার ও কাজ পোষাবে না বলেই ছেড়ে দিয়েছি।"

"ঠিক বলেছো বাবা—এ-সব আমাদেরই।" আর তার কথা শুনে নিকিটা হতো পুলকিত!

কিন্তু এ সুখস্বপ্ন আর ফললো না। দেখতে দেখতে তাদের সঞ্চয় গেল ফুরিয়ে। ছোট্ট মেয়েটী ক্ষিদেয় কাঁদলে তখন নিকিটা খেঁকিয়ে উঠতো—আর তাকে ভোলাতো নানা কথায়!

"কাঁদিস না! দেখিস্ এক্ষুনি একটা শেয়াল এক টুকরো রুটী মুখে করে এনে তোকে দিয়ে যাবে—আর একটা খরগোষ তোর জন্যে দুধ আনবে। ওঠ্—আর কাঁদিস না!"

সে বাইরে গিয়ে রাইয়ের খালি বস্তায় বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতো—বিরাট বিরাট রুটীর স্তূপ। সে যেন দৌড়ে ওগুলো খেতে যাচ্ছে! ঘুম ভাঙলে তার শেরকী বুয়েরাকের কথা মনে হতো। এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল সেখানে ফিরে গিয়ে জাকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার কাজে ভর্ত্তি হতে! কিন্তু পথে বেরিয়েই তার সাহস উবে যেত—সে ফিরে ঘরে আসত। ক্রমে ক্রমে নিকিটার অবস্থা হলো সঙ্গীন, উদ্যম গেল ফুরিয়ে। শুধু মুরকা কাঁদা বন্ধ করলে সে মাঝে মাঝে কয়েক মুঠো খাবার তার মুখে ছুঁড়ে দিতো। তখন তার পেতো কান্না!

মুরকা হয়তো তা মুখেও দিতো না—সে প্রলাপের ঘোরে ডাকতো "মা! মা!"

তখন নিকিটা থাকতে পারতো না—রাগে কস্ কস্ করতে করতে বলতো—"হতভাগী আবার মা মা করছিস কেন? মা-টা তো ছিল পাজীর পা ঝাড়া—তবু মা! মা! করা বন্ধ হচ্ছে না। বেশ তুই খাবিনা ত আমিই এগুলো খেয়ে ফেলবো—তোর মরাতো কেউ আটকাতে পারবে না!" বলেই সে শস্যগুলো নিজের মুখে পুরে দিত।

পরদিন মুরকা গেল মরে। নিকিটা তাকে নীচে নামিয়ে আনলো। মুরকার পায়ে কিছু ছিল না, পরনে ছিল মাত্র একখানা সার্ট—মাথা খালি—আর সারা গায়ের চামড়া ফাটা—তা থেকে বেরোচ্ছে কসানি। দুহাত ধরে টানতে টানতে বরফ জমা রাস্তা দিয়ে পাগলের মত নিকিটা টেনে নিয়ে যেতে লাগলো তাকে।

অথচ কেউ লক্ষ্য করলো না তার দিকে। পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল আঁকাবাকা ম্লান মেঘের ছায়া। আকাশ ছেয়ে আস্তে আস্তে সমস্ত সমতলভূমি ক্রুদ্ধ আক্রোশে ঢেকে ফেলে গ্রামের ওপর দিয়ে যেতে লাগলো!—হঠাৎ নিকিটার মনে হলো সে রয়েছে শ্মশানে

দাঁড়িয়ে—সব নির্জ্জন—ওপরে মলিন মেঘ। সে মাথাতুলে চীৎকারে আকাশ ফাটাতে লাগলো!—ওই বরফ জমা জমীতে পড়ে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—

"হে ধরিত্রী! তোমায় আমি সবই দিয়েছি—আমায়ও তুমি মেরে ফেলছো, নিষ্ঠুর!"

## তিন

চারিদিকে তখন বরফ পড়ছে। রাস্তা ঘাট গিয়েছে শক্ত হয়ে জমে তার ওপর দিয়ে কিরিলের মোটর চলেছে অপ্রতিহত বেগে। সেই পিচ্ছিল বরফের ওপর গাড়ী সামলানো কঠিন। পথের দুধারে সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্র দেখতে দেখতে তারা চলছিল। আর চলতে চলতে তার মনে হচ্ছিল জাকার কাটায়েভের আশঙ্কা গুলো সম্পূর্ণ অমূলক। কই, তেমন বিশৃঙ্খলা তো তাদের নজরে পড়ছে না! কিন্তু পোল্ডোমাশোভোর কাছে আসতে আসতেই সে ধারণা বদলাতে সুরু করলো। কোথাও পড়ে রয়েছে মড়া ঘোড়ার লাস—নয়তো ভাঙ্গা শ্লেজের ধার ধরে চীৎকার করবার ভঙ্গীতে হয়তো কেউ মাথা নুইয়ে হাঁ করে রয়েছে—তার মুখ গেছে বরফে ভরে! ধড়েও বোধ হয় প্রাণের সাড়া নেই। অজানা ভয়ের আশঙ্কায় কিরিল গাড়ী না থামিয়েই সোজা চলতে লাগলো। প্রাণপণে গাড়ী চালিয়ে কিরিল পূর্ব্ব পরিচিত ঝারকভের বাড়ীতে এসে উঠলো। সেখানে কথায় কথায় দেশের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক আলোচনা হলো। ঝারকভের কথা হলো শুধু মাত্র এই সামান্য ত্যাগেই আতঙ্কিত হলে চলবে না! সোভিয়েট অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ সমূহ থেকে অন্ততঃ দেড়শো বছর পিছিয়ে রয়েছে।

স্ট্যালিনের নির্দ্দেশ মতো মাত্র দশ বছরে তাদের সঙ্গ ধরতে হলে—শুধু এ কেন—এর চাইতে অনেক বেশী স্বার্থত্যাগ দেশের লোককে করতে হবে। কিন্তু কিরিল তার কথা সবটা মেনে নিতে পারলো না। অন্যান্য দেশের সঙ্গে চলতে হলে রাশিয়াকে প্রচুর ত্যাগ করতে হবে ঠিক—কিন্তু তাই বলে—চারিদিকে মড়কের হাহাকার আর এ বীভৎসতা কেন? কিরিল বুঝতে পারে না! স্ট্যালিনের দোহাই দিলেও ঝারকভের যে কোথাও গলদ রয়েছে এটা কেবলই কিরিলের মনে হতে —কারণ সে স্ট্যালিনকে জানে—স্ট্যালিন কখনই ঠিক এ আদেশ দিতে পারেন না। আর দ্বিরুক্তি না করে তাই কিরিল পোল্ডোমাশোভোতে গাড়ী হাঁকাতে বললো। কিন্তু সেখানে এসেই তার মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। গোটা গ্রামের মধ্যে রাস্তাঘাট বলতে কিছু তার নজরে পড়লো না। সব বাড়ীর জানালার কাচ ভাঙ্গা—আর তাদের গেট গুলো হাঁ করে খোলা। গাঁয়ের ওপর বিরাজ করছে গভীর নিস্তব্ধতা—জনমানবের সাড়া নেই কোথাও। রাস্তার একপাশে মৃত মুরকার শরীর ঢেকে বৃদ্ধ নিকিটা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। মুর্দ্দাফরাস এসে তাকে শ্লেজে তুলে নিয়ে গিয়ে কবরে ফেলে দিতে ব্যস্ত! তাকে দেখে কিরিল আস্তে আস্তে মুরকার পাশ থেকে তোলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে কিরিলকে দেখে আরও খেঁকিয়ে উঠলো! কিরিলের মাথায় তখন রোখ চেপেছে। সে মুরকার কাছ থেকে হ্যাঁচকা টানে নিকিটাকে সরিয়ে এনে দুজনকেই একটা শ্লেজে চড়িয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল।

সেখান থেকে দৃকপাত না করে কিরিল সোজা চলে এল গ্রাম্য সোভিয়েটের আফিসে। সোভিয়েটের সভাপতির কথা থেকে কিরিল বেশ বুঝতে পারলো এতে তারও হাত আছে। সে তাই সোভিয়েট সভাপতির কলার ধরে এক ঝাঁকিতে গাড়ীতে টেনে তাকে পুলিশে

নিয়ে যেতে আদেশ দিল। সভাপতিকে আটক করে কিরিল দ্রুতপায়ে সার্ব্বজনীন বাসগৃহের সম্মুখে এল। সারা পথ তার মনে হতে লাগলো স্ট্যালিনের কাছে শোনা এ্যান্টিউসের গল্প! বহু চেষ্টায় কিরিল আত্ম-সম্বরণ করে রইলো।

সার্ব্বজনীন বাসগৃহের বাইরে জমাট শীতে লোকেরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। বিবেচনা বলে আর কিছু নেই তাদের। শুধু একজন বুড়ো সামান্য পা নাড়াতে নাড়াতে দূরের বারান্দায় একটী লোকের বক্তৃতা শুনছিল—

"গৌরবোজ্জ্বল সেই ১৯১৭ সালের কথা স্মরণ করো। যেদিন এই সর্ব্বহারা বিপ্লব সংঘটিত হলো—যেদিন রক্তপিপাসু নিকোলাইএর হাত থেকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা শ্রমিককৃষকরা কেড়ে নিয়ে তাদের নিজস্ব রক্তপতাকার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়েছিল—ভয়াবহ অন্তর্বিপ্লব, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মধ্যেও তখনই শ্রমিকশ্রেণী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে কুলাকরাই এ সমাজের চরম শত্রুতা করবে! আর আজ, সেই কুলাকদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে তোমরা নিজেদেরই রচা সমাজ ধ্বংস করতে এগোচ্ছো!" বক্তার কাছেই ছিল লেম বসে। তার পেছনে আরও কয়েকজন ছিল নিস্পৃহের মত। দেখলেই মনে হয় যেন এ গ্রামের লোক এরা নয়।

বুড়োর কাছে বক্তার সব কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল না, তাই সে ছটফট করছিল যেন। কিরিল থাকতে না পেরে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো যে বক্তার ওখানে কি কাজ এবং সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের কৃষকরা উপযুক্ত শস্য পেয়েছে কিনা! উত্তরে বক্তা জানালো যে সে একজন বৈজ্ঞানিক। কৃষিক্ষেত্রের গবেষণা বিভাগে কাজ করে। কিরিল তাকে ধমকে বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে দিল।

## চার

শেরকী বুয়েরাকএর পথে আসতে আসতেই কিরিল বহু লোককে গ্রেপ্তার করলো। তার গ্রেপ্তারের হিড়িক দেখে লেম বলেছিল "কি পুলিশী জুলুম চালাচ্ছো তুমি!" কিরিল তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উত্তর দিল—"তোমাকেও দেখব—"

তারপর থেকে নেশার ঝোঁকে কিরিল কাজ করে যেতে লাগলো। সব সময় যুক্তি দিয়ে সে তার কাজের সাফাই গাইতে পারতো না। তবু তার মনে হচ্ছিল সে ঠিক পথেই চলেছে! একদিকে যেমন সে লোক গ্রেপ্তার করছিল—তেমনি আবার অনেককে সে মুক্তিও দিচ্ছিল! পোল্ডোমাশোভোর প্রায় বাড়ীতেই সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের চাষীদের ভীড়! কিরিলের প্রধান কাজই হলো তাদের ছেড়ে দিয়ে বাড়ী পাঠানো! সোভিয়েট কৃষিক্ষেত্রের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য কিরিলের চোখে পড়লো। দুপায়ে সামনের বেড়ার ওপর ভর দিয়ে শুয়োরের বাচ্চাগুলো খিদের জ্বালায় বিকট চীৎকার করছে। তাদের খেতে দেবার ভয়ে সব চাষীরা যে যার ঘরে এসে ঢুকে রয়েছে।

কিরিল সোজা সেই কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ আকুলোভের দরজায় গাড়ী দাঁড় করালো। আকুলোভ সবে পানপাত্র হাতে করেছে। কিরিলকে দেখে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলো। কিন্তু এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে কিরিল বললো—

"এসবের মানে কি?"

"এসবের কি মানে, কেমন? টেবিলের উপর সজোরে আওয়াজ করে সে উত্তর দিল—"বাইরে গিয়ে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই কর! দেখতে

পাচ্ছ না—সব হতভাগারা না খেতে দিয়ে শূয়োরগুলোকে মারবার মতলব করেছে ?

তার কাছ থেকেই কিরিল সংবাদ পেল যে শূয়োরের খাবার সোভিয়েট গুদামে জমা আছে কিন্তু মস্কোর আদেশ না পেলে তো তারা কিছু করতে পারে না —তাই দিতে পারছে না। তা শুনে কিরিল গর্জ্জে উঠ্‌লো—"তবে তাদের অমতেই নিচ্ছ না কেন ?"

"ভয় নেই—আমায় এর মধ্যেই চারবার উপরওয়ালার ধমক খেতে হয়েছে! যাও না—নিজেই বার করতে চেষ্টা কর! কাজেই কি করবো—বাধ্য হয়ে মদ খেতে সুরু করেছি!"

পাগলের মত কিরিল সেখান থেকে সোভিয়েটের গুদামে ছুটে এলো। এক ধাক্কায় প্রহরীকে ঠেলে দিয়ে সে তালা ভেঙ্গে তৎক্ষণাৎ সমস্ত শস্য শুয়োরদের ভেতরে বিলিয়ে দিতে আদেশ করলো।

যেখান দিয়ে কিরিল যাচ্ছিলো সেখানেই লোকে ভীড় করে তাকে ঘিরে দাঁড়াচ্ছিলো। সে ততই তাদের আশ্বাস দিচ্ছিল—"ভয় নাই! আমরা কখনোই তোমাদের মরতে দেবো না। তোমাদের সঙ্গে মিশে রয়েছে আমাদের শরীর। একই রক্তে আমরাও মানুষ। কেউ তোমাদের না খেতে দিয়ে মারতে চাইলে তাকে হাঁকিয়ে দেবে! অন্তর্বিপ্লবের যুগের কথা মনে রাখবে।"

সোজা রাষ্ট্রীক শস্য গুদামে গিয়ে কিরিল আদেশ দিল তৎক্ষণাৎ সবাইকে শস্য বিলিয়ে দিতে! সেখান থেকে ফেরবার পথে জাকার কাটায়েভের সঙ্গে দেখা! সে কিরিলের গাড়ীতে বসে বললো যে সার্জ্জী পেট্রোভিচ আলাই গ্রামে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

হঠাৎ কেন যেন কিরিলের উৎসাহে এলো ভাটা—

# পাঁচ

কিরিলের আসবার আগেই সমস্ত বড় ঘরটা সহরের পার্টি সদস্যরা ভ'রে ফেলেছে। তাকে আসতে দেখেই সব হঠাৎ চুপ করে গেল!

"দেখছো—সবাই যেন ভয়ে তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে" ফিসফিস করে জাকার বললো। কিরিল শুধু লক্ষ্য করছিল সার্জ্জী পেট্রোভিচের মুখচোখের ভাব। সার্জ্জী ছিলেন প্লাটফর্ম্মের উপর বসে; কিরিলকে ঢুকতে দেখে কাগজের ওপর থেকে মাথা তুলে তাকালেন একবার তার দিকে। সমস্ত মুখে কাঠিন্যের ছাপ। কিন্তু কিরিলকে দেখে স্মিত হাসি হাসলেন, একটু যেন আশ্বাসের। তার পাশের চেয়ারে কিরিলকে বসতে বললেন তিনি।

"তুমি তো বেশ মজা করছিলে—" জেলা পার্টির সম্পাদক শিভাসেভ তাকে মৃদু তিরস্কার করলো।

সার্জ্জী পেট্রোভিচ ঝারকভকে ডাকলেন তার বক্তব্য বলতে। সে বেশ ধীরে ধীরে সুরু করলে।

"আমাদের বক্তব্য হচ্ছে প্রধানতঃ কিরিলকে নিয়েই। আমাদের এখানে একদল আমলাতন্ত্রী যেমন মস্কোর আদেশ না পেলে শুয়োরদের খাবার সুদ্ধ দিতে সাহস পায় না—অথচ খাবার না পেয়ে তারা মরছে পালে পালে, তেমনি কিরিল আবার এক ধরনের আমলাতন্ত্রী!"

ঝারকভ মন্দ বক্তৃতা করলো না অনেকক্ষণ ধরে। সার্জ্জী খুব মনোযোগ দিয়ে তার বক্তৃতা শুনছিল—আর নিবিষ্ট মনে বসে বসে একটা ফাইল ঘাঁটছিলো! কিরিল দেখলো—সেটা সেই মস্কোর ফাইল।

লেমই কিরিলের প্রধান প্রতিপক্ষ। তার বক্তব্য হচ্ছে যে, যে যতই বলুক না কেন সেই সভার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো কিরিলের ব্যবহারের

আলোচনা করা। কিরিলের মত বাইরের যে কেউ এসে যদি ঐ রকম ব্যবহার করে তাহলে টেকা দায় হবে সকলের।

কিন্তু সার্জ্জী নিজেই তার কথার প্রতিবাদ করলো—"কিরিল যে কেউ নয়"—সে কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতির বিশিষ্ট সদস্য এবং প্রান্তীয় সমিতির প্রতিনিধি।"

তবু লেম্ দমার নয়। সে বললো—

"সেইজন্যই তো আমরা তার কাছ থেকে আরও বেশী দায়িত্ব আশা করতে পারি। কিরিলের জন্য দলে দলে লোককে পুলিশ ধরেছে—এমন কি পার্টির লোকও বাদ যায় নাই। এইখানে আমার সামনেই কিরিল একজন কৃষি বিশারদকে গ্রেপ্তার করেছে। সে বেচারা থাকত নিজের কাজ নিয়ে— সমাজের ভালমন্দের খেয়াল রাখত না বড একটা।"

"তাতেই তো এত ফ্যাসাদ" উত্তর দিল কিরিল। লেমের বয়েস হয়েছিল। সে কিরিল আর জাকার কাটায়েভের ব্যঙ্গ সহ্য করতে পারছিল না। অবশেষে সে ঝাঁঝিয়ে উঠলো "অসভ্যের দল—সোভিয়েটের নামও যখন তোমরা শোন নি তখন নির্ব্বাসনে বসে আমরা এসবের স্বপ্ন দেখেছি—আজ তোমরা এসেছো আমাদের শেখাতে, না ?"

কিছু পরে তাদের বাদানুবাদ থামিয়ে দিয়ে সার্জ্জী সুরু করেছিল "শান্তির সময় যদি কেউ অযথা গোলাগুলি ছোঁড়ে—তো আমরা তাকে শায়েস্তা করেছি। কিন্তু লড়াইয়ে মধ্যে যদি কেউ ওভাবে লক্ষ্যভেদ করে—তাহলে তাকে আমরা প্রশংসা করি। যদি শূয়োরের খোঁয়াড়ের সামনে দিয়ে আসতে আসতে কিরিল চুপ করে থাকতো—তাহলে সে অন্যায় করতো। আমাদের এই বিরাট দেশে প্রত্যেকেরই মাথা খাটাতে হবে। শুধু উপরওয়ালার আদেশের ভরসায় থাকলে চলবে না। কিরিল তার শ্রেণী সংস্কার দিয়ে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল

প্রকৃত শত্রু কে! যদি নিজেদের লোক ধরা পড়ে থাকে—তাতে লজ্জা কি? আমরা স্বচ্ছন্দে তাদের কাছে মাপ চাইবো। তারাও হাসিমুখে ক্ষমা করবে। কিন্তু আজ এই শহরকে না খেতে দিয়ে কারা মেরে ফেলছিল? তারাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত শত্রু। তাদের ধ্বংস করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তারা এসে ঢুকেছে। আজ যদি তাদের শেকড় না উপড়ে দাও তো তারাই তোমাদের ধ্বংস করবে! হয়তো আমাদের মধ্যেই রয়েছে শত্রুরা!”

একের পর এক সবাইকে সার্জ্জী তখন জেরা করতে লাগলো—

“সিভাশেভ্, তুমি—না, বেশ! তাহলে জাকার কাটায়েভ, তুমিও নও—তবে ঝারকভ তুমি? চুপ করে রয়েছো কেন?”

একমুহূর্ত্ত ঝারকভ চুপ করেছিল—তারপরে বললো—“এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না—এ সব কি ব্যাপার?”

সার্জ্জী রেগে গেল—“এসব তাহলে ছেলেখেলা মনে কর নাকি? গোল্লায় যাক তোমার ছেলেখেলা।”

হঠাৎ ঝারকভ পকেটে হাত দিয়ে ব্রাউনিং রিভলভার বের করলো। কিরিল বিদ্যুতের মত ঝারকভের হাতে ধাক্কা দিয়ে সেটা ফেলে দিল। সকলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—“এবার ধরা পড়েছে।”

## ছয়

সদর পার্টি সমিতিতে বসে বসে কিরিল ঝারকভের স্বীকারোক্তি পড়ছিল। কী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছিল এরা, কিরিল অবাক হয়ে তাই ভাবছিল। ঝারকভের স্বীকারোক্তি বলছে :

"নিকোলাই বুখারিণের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সূত্রে অনেক দিনের পরিচয়! এমন কি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে থেকেই আমরা পরিচিত! কিন্তু ট্রটস্কির সঙ্গে সংঘর্ষের সময় তার চেয়ে আমি বেশী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছি। আমি জানতাম যে ট্রট্স্কি, জিনোভিভ প্রভৃতি যাদের সঙ্গেই আজ লড়ি না কেন—একদিন আসেবই যখন স্বয়ং স্ট্যালিনের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে। এবং ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হক—স্ট্যালিনকে ধ্বংস করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে যে আমাদের কাছে আসতো তার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই আমরা তাদের সাহায্য করতাম।"

ঝারকভের চক্রান্তের লোকেরা সোভিয়েট কৃষি জগতে উঁচু পদ দখল করে বসেছিল। এবং তারা তদানীন্তন আমেরিকায় প্রচলিত "হাল্কা লাঙ্গলে" চষার নিয়ম অনুসারে চাষ করার প্রচলন করছিল। ফলে পরবছর শস্যের বদলে দেখা গেল ক্ষেতে অজস্র আগাছা!

"এই সমস্ত গ্রামকেই আমরা প্রথমে অপরাধী তালিকাভুক্ত করে নিলাম। এবং সেখানকার সমস্ত কমিউনিস্টদের বাধ্য করলাম শস্যাদি আমাদের কাছে বিক্রি করতে। এই ভাবেই পোল্ডোমাশোভোকে অপরাধী তালিকাভুক্ত করা হয়।"

ঝারকভের দলে লোকেরা চাষের ঘোড়াগুলোর কানে সরষে ভরে

দিত। তারপরে ঘোড়াগুলো লাফালাফি করলে পাগল হয়ে গেছে বলে গুলী করে তাদের মেরে ফেলতো। তারপর :—

"এইভাবে আমরা গ্রামের প্রায় সব ঘোড়া মেরে ফেলেছিলাম। আশে পাশের গ্রামের ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে আমরা মাঝে মাঝে বুভুক্ষু ও মুমূর্ষু কৃষকদের কোনও কাজের অছিলায় সেই সব গ্রামে পাঠাতাম। তারা হয়তো পথেই মরে থাকতো…

"সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রকে আমরা বিশেষভাবে উৎসাহিত করতাম তাদের উদ্বৃত্ত ফসল আমাদের হাতে দিতে। যে যত বেশী বাড়তি ফসল আমাদের দিত আমরা তাদের তত বেশী প্রশংসা করে "রক্ত পতাকা" পুরস্কার দিতাম! যে দিত না তাদের দিতাম "কৃষ্ণ পতাকা"। এছাড়া ব্যক্তিগত বিভীষিকাও আমরা বাদ দিই নাই। অনেককেই আমাদের হাতে নিহত হতে হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "তুমি কি আবার ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাও?"—আমার উত্তর হচ্ছে—"হ্যাঁ! বিপ্লবের প্রথমযুগে আমরা সর্ব্বহারাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে গেছি। কিন্তু বলশেভিকরা যা সৃষ্টি করলো আমাদের আদর্শের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাদের বেঁকে দাঁড়াতে হলো। আমি ধরা পড়ে গেছি, ও আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনের আকাজ্ক্ষা আমার আর নেই—তবে প্রার্থনা করি যে শ্রমিকরাষ্ট্রের এক কোণে যেন আমায় থাকতে দেওয়া হয়।"

কিরিলের কাছে অন্য কাগজে—সার্জ্জী পেট্রোভিচ মন্তব্য পাঠালেন "সাবধান, একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে সে তার দলের অন্য কারুরও নাম উল্লেখ করে নি। সে কান্নাকাটি করে আমাদের অনুকম্পা প্রার্থনা করেছে কিন্তু আর নয়। অনেক সহ্য করা হয়েছে।"

কিরিলের কাছে এখন সহজ হয়ে গেল কেন আলাই নদীর তীরে মানুষ খুন হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক দিন আগেই ঘোড়ায় চড়বার সময় তার গলায় ফাঁস লাগাবার চেষ্টা হয়েছিল, কেনই বা হঠাৎ আগুন লেগেছিল খাদে।

## সাত

রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকলো। সেই প্রচণ্ড আগুনে সমস্ত পাহারাদারদের মধ্যে মাত্র দুই জন অবশিষ্ট ছিল। তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আগুনের একমুহূর্ত্ত আগেও সমস্ত খাদ বেশ শান্ত ছিল—আগুনের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। গভীর রাতে আগুন সুরু হয়েছিল। তখন তাদের অস্পষ্ট মনে হয়েছিল যে কে যেন আগুন নিয়ে জঙ্গলে ছুটোছুটি করছে—তবে সেটা হয়তো তাদের উদ্ভট কল্পনাও হতে পরে।

সমস্যা খুবই জটীল—কোনই সমাধান হচ্ছে না। আগুনের তথ্য আবিষ্কারের জন্য যে দল নিযুক্ত হয়েছে তাদের মত হচ্ছে যে এটা আপনা আপনি লেগেছে এবং এজন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হচ্ছে কিরিল এবং বোগদানভ। তাদের কথামত খাদে এত সাংঘাতিক বিপদ মাথায় নিয়ে কাজ হতো বলেই সেদিন আগুন ধরেছিল।

কিন্তু কিরিল কিছুতেই সে কথা মানতে পারছিল না। অথচ অন্য মত হবার কোন প্রমাণও তার কাজে ছিল না। সে কিছুদিন ঐ সমিতির রিপোর্ট চাপা দিয়ে রাখলো কিন্তু তবু কোনও ফল হলো না। অবশেষে হতাশ হয়ে ভাবছিল নিজেদের পরিণতির কথা। যদি এই সমিতির

রিপোর্ট গ্রাহ্য হয় তাহলে তাকে সম্পাদকের পদে ইস্তাফা দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে পার্টির সভ্য পদও।

এমন সময় হঠাৎ তার মাথায় এলো যে জিঙ্কাকে তখন জঙ্গলে কেন পড়ে থাকতে দেখা গেছিল। কথাটা মনে হতেই কিরিল লাফিয়ে উঠে জিঙ্কাকে ডেকে পাঠালো।

জিঙ্কা কিবিলেরই আগের পক্ষের স্ত্রী। জিঙ্কা আসতেই কিরিল প্রথমে কঠোর ভাবে জিজ্ঞেস করলো সে আগুনের সম্বন্ধে কি জানে। তাতে কোনই ফল না পাওয়ায় কিরিল তার হৃদয়ে আঘাত দিয়ে প্রশ্ন করলো। ঠিক আগের মত পাশের চেয়ারে জিঙ্কাকে বসিয়ে আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কিরিল সবকথা জিজ্ঞেস করলো। এবার জিঙ্কা থাকতে পারলো না। সে স্বরু করলো :—

"সে যে কে তার নাম জানি না—তবে সে বড় সাংঘাতিক লোক। সেই তো সমস্ত মেয়েদের মেরে ফেলতো। লোক ভয় পেয়ে বলতো যে কে স্যাডিষ্ট আছে এখানে। কিন্তু তা নয়! সে ভয় দেখানোর জন্যেই এমন করতো। এই লোকেরই কথায়ই সে একটা মশাল জ্বালিয়ে সারা রাত্তিরে তাদের পাশের জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এবং কিরিলরা যখন গাড়ীতে মেয়েদের ভর্ত্তি করে পাঠিয়ে দিচ্ছিল—তখন সে পেছন থেকে তাদের গায়ে পেট্রল ঢেলে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তার দরকার হয় নি। তারপর সে আগুনের ভেতর দিয়ে পালাতে গিয়ে সে বুঝেছিল কি ভীষণ অন্যায় করেছে সে! সঙ্গের লোকটী এতে রেগে গিয়েছিল। পাছে জিঙ্কা সব কথা প্রকাশ করে ফেলে এই ভয়ে সে চাইলো গলা টিপে জিঙ্কাকে মেরে ফেলতে। কেমন করে যে তার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে সে ফিরেছিল, সে কথা তার মনে নেই!

পালাবার সময় জিঙ্কা থেমেছে মাঝে মাঝে—আর গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে বলেছিল "এ কি করলাম আমরা—এত লোক খুন।"

লোকটির ভয় হলো জিঙ্কা গোপন কথা প্রকাশ করে করতে পারে। সে তাই জিঙ্কাকেও খুন করতে চাইল—ছোড়া মেরে। কিন্তু এক অলৌকিক ভাবে জিঙ্কা বেঁচেছে তার হাত থেকে। তারপর পালাতে গিয়ে আর সে পারে নি। মুখ থুবরে পড়েছিল—জলের মধ্যে!"

"এই তো। আর কিছু নেই" বলেই জিঙ্কা চুপ করলো—যেন বিশেষ কিছুই হয় নি।

"কিন্তু ও শয়তানটার দেখা পেলে কি করে"—কিরিল একটু কর্কশ হয়ে বললো!

"সে জন্য দায়ী তো তুমিও কম নও!" জিঙ্কা উত্তর দিতে দেরী করলো না। "আমাকে তুমি ত্যাগ করলে—কিন্তু কার হাতে দিয়ে গেলে? সে ব্যবহারে মরা লোকেরও গা জ্বালা করে তবে—আর আমি তো কোন ছার। আচ্ছা কিরিল, আমিও মানুষ—বাবা কুলোক হতে পারেন কিন্তু তাতে আমার কি দোষ বলতে পার?"

কিরিল ঝেঁঝে উঠলো "বাবার দোষে ছেলেমেয়েদের দায়ী করবো কেন আমরা?" তারপর নিজের দোষ স্বীকার করলো কিরিল অকপটে।

"সত্যি কিরিল—আমার জন্যে দুঃখ হয় তোমার এখনো?" জিঙ্কার রূপ বদলে গেল আবার! "আমায় বিশ্বাস কর, লোকটার নাম আমরা কেউ জানি না। তবে তাকে ডাকতাম ক্রিপল বলে।"

"ও"……কিরিল যেন কি বলতে যাচ্ছিল—। তার কথার আগেই বোগদানাভ তাকে ডাকতে এলো। সভা আরম্ভ হয়ে গেছে।

"এক মিনিট জিঙ্কা—এখানেই বসে তুমি বিশ্রাম করো—যা দরকার হয় চেয়ে নিও। আর ভয় নেই। সব এবার ভালর দিকেই যাবে।"

"হুঁ,— আমার কিন্তু বিশ্বাস নেই আর কিছুতে।"

অফিসের পাশের ঘরেই সহরের সব পার্টির কর্ম্মীরা জড়ো হয়েছে। সে ঢুকতেই গোলমাল থেমে গেল একেবারে। সবাই তারদিকে চোখ ফেরালো যেন কোন আসামীকে কেউ ধরে আনছে কাঠগড়ায়! কিরিলের চোখ এড়ালো না এটা।

ঘর ভরে গেছে। এত কর্ম্মী কোন দিনই কোন সভায় আসে না। বাখ্‌ এসেছে। মাথায় চকচকে টাক। কিরিল তাকে জানে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে।

"এক নম্বরের ভীরু"—। ই আগুনের আগে পর্য্যন্ত সে কিরিলকে সমর্থন করতো আর এখন ভিড়েছে বিপক্ষের দলে। তারা চাচ্ছিল প্রমাণ করতে যে কিরিল আর বোগদানভের তদারকের দোষে আপানা আপনি পিটে আগুন ধরেছিল। কিরিলের শত্রুমিত্র সবাই বিশ্বাস করেছিল এ বুলি। কিরিলের তাই মনে হলো সামান্য ভুলচুক হলে আর রক্ষে থাকবেনা তার।

তবে কিরিল এক সমস্যায়ে পড়লো। প্রথমেই কি সবাইকে বলে দেবে চক্রান্তের কথা? না। তার চেয়ে সবাইকার সামনে চক্রান্ত-কারীদের মুখোশ খুলে ধরাই ভাল। জনসাধারণ তাহলে শিখতে পারবে তাদের শত্রুদের স্বরূপ।

সভাপতির আসনে বসে কিরিল নথিপত্তর ঘেঁটে লেমকে ডাকলো তার বক্তব্য বলতে।

লেম দাঁড়াল মঞ্চে,

"সবাই জানেন যে খাদে আগুন লাগার বিষয়ে অনুসন্ধান করার সমিতির আমি ছিলাম সভাপতি। আমাদের মত বুড়ো বয়সের লোকদের কাছে মানুষের জীবনের দামই হচ্ছে সব চাইতে বেশী।" তারপরে তিনি বলে চললেন একটানা—মানবতা, আর সজাগ থাকার দরকারের কথা। "কিরিলের মত লোকরা এত অল্পবয়সে

উঁচু সম্মান পাওয়ায় তাদের মাথা ঘুরে যাচ্ছে। তারা কিছু শিখতে চায়ও না আর শিখতে পারেও না। চতুর্থ বিভাগের আগুন তার মতে কিরিল আর বোগদানভের অসাবধানতার জন্যই আপনা থেকে লেগেছিল। কেন ভাল করে পরীক্ষা না করে তারা ও ভাবে কাজ সুরু করেছিল?"

সভায় গুঞ্জন উঠলো। ভেতরে ভেতরে কিরিল জ্বলছিল। কিন্তু তবু শান্তভাবেই বললো "তাতো হবেই। আমরা এখনো পাকা কমিউনিস্ট হতে পারি নি। কমরেড, দেখুন আপনাদের কাছে এখনো আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে।"

"শিখবে, না!"—লেমের স্বর উঠল সপ্তমে।

"কি শেখাবো তোমাদের? জীবন ভোর শিখেই যাবে কেমন? কারখানা কেমন করে গড়তে হয় জানো না—তা শিখতে হবে। ব্যবসা কি করে চালাতে হয় জানো না—তা শিখতে হবে। খাদে আগুন লাগলো—অতএব শিখতে হবে। তোমাদের বলতে হবে খাদে কেন আগুন লাগলো। কাজ করার দোষেই আগুন লেগেছে কিনা। রাষ্ট্রের ক্ষতি করে তোমাদের শেখানো হচ্ছে সব—আর রাষ্ট্র পড়ছে ভেঙ্গে! হাওয়ায় ঘুসি মেরে লেম বললো এইটেই হচ্ছে তোমাদের শেখাবার একমাত্র ওষুধ তবেই তোমরা সায়েস্তা হবে।"

কিরিল এখনো ধৈর্য্য হারায় নি।

"কিছুই বিচিত্র নয় সে বললো। হটাৎ খাদে আগুন লেগে যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষা পাওয়া দরকার হয়ে পড়ছে আমাদের অনেকেরই।"

কিরিল থামলো এবার বাঘ লাফিয়ে উঠলো, "কতদিন, আর কতদিন? সবাই জানি কেন, কি করে আগুন ধরেছিল।" কিন্তু জনতার চীৎকারে গেল সব তলিয়ে। সভায় চললো তখন হট্টগোল।

কিরিল অবশেষে জিঙ্কাকে আসতে বললো সভায়।

কিরিলের আহ্বানে জিঙ্কা এলো সে সভায়। দৃষ্টি তার কিরিলের দিক থেকে একবারও নড়ে নি।

ইতিমধ্যে সভায় এসেছে স্তব্ধতা। "বেশ, তুমি বলতো এবার খাদে কি করে আগুন লেগেছিল!" কিরিল জিজ্ঞেস করলো।

"আমি দিয়েছিলাম"·········অস্পষ্ট স্বর বেরুলো জিঙ্কার মুখ থেকে।

"ঢের হয়েছে"—কিরিল একটানে তাকে নিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে।

## আট

সবই যেন কেমন উল্টে পাল্টে গেল। ইঞ্জিনীয়ার টিওমকিন ছিলেন গায়ের জোরের কসরত দেখাতে ওস্তাদ। জিলা সরবরাহের স্টেশন প্রথম তৈরী করার সময় টিওমকিন কত কসরত দেখাতেন! সদরে কাজ কর্ম্ম ফুরিয়ে গেলে মজুরের দল ভীড় করত সে সব দেখাবার জন্যে!

একদিন কিরিলও গেছিল দেখতে। টিওমকিন তখন এক লোহার গার্ডার-এর উপর বসে ক্রেনের লোককে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল। একটা ভীষণ ভারী ঢালাই লোহার পাইপ নিয়ে আসছিল ক্রেনটা।

"আরও বাঁয়ে, আরও বাঁয়ে," চেঁচাচ্ছিল টিওমকিন। কিন্তু তার কথা শুনতে পায় নি ক্রেনচালক, নয় ক্রেন ছিল অকেজো—ঐ বিরাট লোহার চাপ এসে পড়লো তার পা'র উপর। হাঁটু পর্যন্ত পা'দুটো কেটে ঝুলে পড়ল নীচে। টিওমকিন ততক্ষণে দুহাত দিয়ে গার্ডার ধরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে ছিল কাটা পা'র দিকে! চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছিল ভয়—।

চোখের নিমেষে তাকে নামিয়ে আনা হলো। তবে বাঁচাবার সাধ্য হলো না কারুর। মরবার সময় সে চাইলো যেন কারখানার পাশেই তাকে কবর দেওয়া হয়।

সবাই শোকযাত্রা করলো—সমাধিস্থানে! সঙ্গে বিধবা স্ত্রী—আর পাঁচ বছরের ছেলে। ছেলেকে কোলে নিয়ে মা আদর করছিল—"বড় হয়ে বাবার মত হয়ো কিন্তু—মজুরদের ভালবাসবে ঠিক তাঁরই মত!" শোকের আঘাত তিনি সামলাতে পারলেন না—মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

কিরিল তখন সে ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে সবাইর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলো যে টিওমকিনের মত করেই তার ছেলেকে তারা তৈরী করবে।'

এখন কিরিলের হচ্ছিল অনুশোচনা আর লজ্জা! টিওমকিন ছিল ঝারকোভের দলের সভ্য আর তার স্ত্রী জাপানের মাইনে করা গোয়েন্দা।

গ্রামে ধরপাকড়ের সময় কিরিল যদিও ক্রিপলকেও ধরেছিল কিন্তু সে কিছুতেই নিজের দোষ স্বীকার করছিল না। সেই সময় কুভায়েভকে ক্রিপলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তার ও অন্যান্য নানা সূত্র থেকে কিছুটা সত্য আবিষ্কার করা গেল। তারই জোরে ক্রিপলকে স্বীকার করতে বাধ্য হতে হলো যে সেই কর্নেল পোড্‌ভোলোটস্কা হয়ে কোলচাক সামরিক অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করেছিল। বোগদানভও তাকে পরীক্ষা করতে এসে বললো যে এ মুখ তার চেনা!

সে স্বীকার করেছিল গ্যালিসিয়াতে তার জন্ম এবং ইউক্রেনীয় সামরিক দলের সে একজন নেতা। কীভ-এ এই আন্দোলনের প্রথম আড্ডা এবং পোল্যাণ্ড থেকেই প্রধানতঃ এদলের সভ্য সংগ্রহ হত। এদের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে এই দলের শাখা-প্রশাখা বিস্তার এবং সুযোগ বুঝে দেশের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটন। সেজন্য দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানে ও উচ্চপদে এদের নিজেদের দলের লোক বসান হয়। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালেও এদের লোক রয়েছে।

কিরিল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো—"ঝারকোভকে কেমন করে চিনলে? সে বলেছে যে তোমরা দুজনে একসঙ্গে দলিলপত্র দেখতে তার আফিসে!"

বোগদানভও আশ্চর্য্য হয়ে গেল—কারণ ঝারকোভ মোটেই সে কথা বলে নি। কিন্তু এ প্রশ্নের অদ্ভুত ফল হলো। ক্রিপল স্বীকার করলো, "ঠিক! আমরা দুজনে তার আফিসে বসে অনেক দলিল পত্র দেখা শোনা করতাম এবং সেগুলো বাইরেও পাঠিয়েছি।"

কিরিল আবার বললো "আমরা তোমার সম্বন্ধে সব জানি। এই যেমন তুমিই বছর দুই আগে জেলা পার্টির সম্পাদককে খুন করেছিলে —কিংবা ভ্যাসিলি ক্রুসকভ ও শ্লেনকা একই লোক। ঢের হয়েছে, তুমি যেতে পার।"

কিন্তু যাবার আগে ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে ক্রিপল আরও একজনের নাম করে গেল—সে হচ্ছে বাখ্! বাখ্ নাকি ট্রটস্কীপন্থী!

কালবিলম্ব না করে বাখ্কে গ্রেপ্তার করেই সে প্রৌঢ় লেম্এর কাছে চলে এলো। তার কাছে এসে কিরিল ক্রিপলের জবানবন্দী থেকে পড়তে থাকলো—

"আমি পোড্ভোলোস্কী বলছি যে প্রায়ই আমি লেমের কাছে যেতাম। বোলশেভিকদের মধ্যে অনেক রকমের লোক আছে। একদল একগুঁয়ে আর চালাক। তাদের মেরে ফেলা ছাড়া উপায় নাই। দ্বিতীয় দল হচ্ছে বুদ্ধিজীবী। তারা শুধু পড়াশুনাই করেছে। তাদের তত ভয় নাই: আর একদল হচ্ছে তোষামোদপ্রিয়। তাদের সহজেই হাত করা যায়।"

এমন সময় কিরিলকে একটু অন্যমনস্ক হতে দেখে লেম পকেট থেকে রিভলভার বের করেই নিজের বুকে দুবার গুলী ছুঁড়লো!

মরবার আগে সে কিরিলকে ডেকে পাঠিয়ে বললো—"ক্ষমা করো —আর তিনিও যেন আমায় ক্ষমা করেন"—

কিরিল বুঝলো—যে "তিনি" দিয়ে লেম স্ট্যালিনকে বোঝাচ্ছে!

# সঙ্কট সময়

## এক

গোটা দেশটাতে একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো। ইস্পাতের ট্র্যাক্টর-মোটর-জাহাজের-রাসায়নিক কারখানা—আরও কত কি ? প্রত্যেক নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশে আনন্দের লহর খেলে যায়। প্রকৃত কারখানা থেকে যে যতই দূরে থাকনা কেন—তারা সকলেই ঐ সব কারখানাকে নিজের বলে মনে করতো। আর কাগজের পাতায় পাতায় তার ছবি, বেতারে সারা জগৎকে সে কথা জানান হচ্ছে—স্কুলে, গ্রামে—সবখানেই শুধু তার কথা। একটা কারখানা প্রতিষ্ঠার আনন্দ শেষ হতে না হতেই নতুন একটা কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। এবার সমস্ত কাগজ ঘোষণা করেছে যে কয়েকদিনের মধ্যেই সটভ ওগলের উপত্যকায় নতুন ইস্পাতের কারখানা বসেছে।

কয়েকদিন আগেই কিরিল তার এক বন্ধুর কাছ থেকে ইংরাজী ও ফরাসী পত্রিকা থেকে তাদের কারখানা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ হাতে পেয়েছে !

সেগুলি পড়তে কিরিলের বেশ মজা লাগছিল। সাধারণতঃ কাগজগুলো যেমন আজগুবি কথা লেখে—এতেও তার তারতম্য নেই। তারা লিখছে যে ফ্যাক্টরীর আশে-পাশে প্রায়ই পাটকিলে ভালুক বেড়িয়ে বেড়ায়। নেকড়ে বাঘ সারা কারখানাময় ঘুরে বেড়ায়—এবং কয়েকদিন আগেই নাকি একজন বৈদেশিক বৈজ্ঞানিককে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

এত সব হীন প্রচার সত্ত্বেও এটা বেশ বোঝা যায় যে তারা কিরিলদের কাজকে হিংসে করছে। অনিচ্ছা সহকারে কাগজগুলো বলশেভিকদের প্রশংসা করে। কিরিল ও বোগদানভ নাকি অন্য দেশে জন্মালে লোকের মত লোক হতে পারতো—রাশিয়াতে গরীবদের সঙ্গে থাকতে গিয়ে তারা প্রতিভার পরিচয় দিতে পারছে না !

এ সব পড়ে কিরিলের উৎসাহ আরও দ্বিগুণ বেড়ে উঠে। কিন্তু বোগদানভ কখনও কানার মত কাজ করতে রাজী নয়। সে মেপে মেপে পা বাড়ায়। আজই কিরিল আর একটি নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগ দেবে। শেরকী বুয়েরাকে বুড়ো নিকিটা গুরিয়ানভের সাথে সে দেখা করতে চলেছে। নিকিটা এখন ক্রস্‌কি সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের সপ্তম দলাধিপতি। সে কয়েক দিন আগেই মস্কোর সামগ্রিক কৃষকদের সম্মেলনে যোগ দিয়ে এসেছে। সেখানে উৎসাহভবে নিকিটা স্ট্যালিনকে জানিয়ে দিয়েছে যে প্রত্যেক বিঘায় সে তিরিশ মণ করে ফসল তুলবে। স্ট্যালিনও তার কথায় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে সংবাদ-পত্রসেবীরা তাকে ঘিরে বিরক্ত করছিল। কিন্তু নিকিটা সবাইকে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। গ্রামে এসে সে সবাইকে উৎসাহ দিয়েছিল যে কেন তিরিশ মণ পাওয়া যাবে না—ভালভাবে জমিতে খাটলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ! কিরিলেরও প্রথমে নিকিটার কথায় সন্দেহ ছিল। কারণ তখন পর্য্যন্ত সবচেয়ে বেশী মাত্র ২৩ মণ করে ফসল পাওয়া গেছে বিঘায় ! তবু সে নিকিটাকে নিরুৎসাহ করলো না। তাই তাকে উৎসাহ দিতে ও সমস্ত দেশটা এখন কেমন হয়েছে দেখবার জন্য কিরিল নিকিটার কাছে আসছিল।

কিন্তু সেদিন তার মন ভাল ছিল না। স্টেস্কার সঙ্গে চারবছরের সম্বন্ধ ! এর ভেতরে তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নাম না লেখালেও একই বাড়ীতে পরম সুখে থেকে এসেছে। তাদের ছোট ছেলেটি আধো আধো

কথা বলতে শিখেছে। ভোরে কিরিল বেরিয়ে যেতে লাগলেই সে চেঁচিয়ে ওঠে—

"শোও বলছি আল্‌সে কোথাকার।"

আন্নুস্কাও বার বছরের মেয়ে হয়েছে! সে সমানে বড়দের সঙ্গে হসিঠাট্টা ও নতুন শেখা পুরানো রসিকতা করে। কিরিলের সঙ্গে মত না মিললেই সে বলে "তোমার দেখছি পেটী বুর্জ্জোয়া ভাব হয়েছে।"

কিরিল হয়তো হাসতে হাসতে বলেছে "পেটী বুর্জ্জোয়া আবার কি রকম পাখী?"

সে-ও তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়—

"লেনিনের লেখা পড—তাহলেই বুঝবে। তুমি তো সদর পার্টি কমিটীর সম্পাদক, তোমার তো জানা উচিত মার্ক্স, লেনিন, স্ট্যালিনের সব লেখা!"

আর স্টেস্কা! সে তো কিরিলকে পেয়ে ভীষণ গর্ব্বিতা! তাকে বাইরে কাজ করতে যেতে হয় না! সে যাবেই বা কেন? কিরিল তো তাকে খাওয়াতে পারে; সে শুধু ছেলে মেয়েদের লালন পালন করবে। তাদের তুটি ছেলে হয়েছে কিন্তু আর একটি মেয়ে হলে যেন ভাল হয়। অনেক সময় তার পাশে শুয়ে কিরিল একথা বলছে! স্টেস্কা শুধু চুপ করে হেসেছে সে কথা শুনে। রোজ তাই বেড়িয়ে যাবার সময় কিরিল লক্ষ্য করে স্টেস্কার শরীরের কোনও পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা!

কিন্তু আজ তার সঙ্গে কিরিলের প্রথম ঝগড়া হয়েছে। প্রথম ঝগড়া বলেই তা এত বেদনা দায়ক। অথচ তার মূলে কিছুই নেই! অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার! বেরোবার সময় স্টেস্কাও বায়না ধরে তার সঙ্গে যেতে। কিরিল আপত্তি করে যে তাহলে ছেলেমেয়েদের কে দেখবে!

গাড়ীতে বসেই কিরিলের মন তাই খুব ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো! সে

ঠিক করলো যে গিয়েই গাড়ী ফেরৎ দিয়ে স্টেস্কাকে নিয়ে যাবে! আর সারা গাড়ী সে তুলনা করতে লাগলো অন্যদের বিবাহিত জীবনের কথা!

কিছুদিন আগেই একটী দম্পতী তার কাছে উপদেশ চেয়েছিল। স্বামী চুল ছাঁটাই করে আর পাঁচ বছর ধরে স্ত্রী ইঞ্জীনিয়াং প'ড়ে এখন কাজ করছে। কিন্তু স্বামী এত সন্দিগ্ধ যে সে আঠার মত স্ত্রীর পেছনে লেগে থাকে। এতদূর ঈর্ষাপরায়ণ স্বামী যে, স্ত্রীকে পরীক্ষা করবার জন্য পরিচিত লোককে দিয়ে নানারকম কুৎসিৎ প্রস্তাব তার কাছে করে পাঠাতো। বাধ্য হয়ে তাদের বিবাহ ভাঙ্গতে হবে। এই রকমই কত কি! তবে এদের মধ্যে নাটাশা পারোনিনা ও প্যাভেল ইয়াকুনিনের কথা তার মনে পড়লো। ওরা দুজনে বেশ সুখী ছিল নিশ্চয়ই। সেবারকার অগ্নিকাণ্ডে নাটাশার মৃত্যু হয়। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল যে হয়তো প্যাভেলের খুব আঘাত লাগে নি। কিন্তু একদিন প্যাভেলে সঙ্গে হোটেলে থেকে তার সে ভুল ভেঙ্গেছে! সেখানে ভোরের বেলা পাশের ঘর থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ পেয়ে এগিয়ে গিয়ে কিরিল দেখে যে প্যাভেল বালিশে মাথা গুঁজে ফোঁপাচ্ছে!

## দুই

কিরিল বেরিয়ে যাবার পর স্টেস্কারও মন খারাপ হয়ে গেল! তার অনুশোচনা হলো কিরিলকে আঘাত দিয়ে—তাই মন স্থির করে একটা টেলিগ্রাম লিখে পাঠালো :—

"কিরিল আমায় ক্ষমা করো। শীগগীর ফিরে এসো! আমরা বসে আছি।"

এবার তার মন হাল্কা হয়ে গেল! দেখতে দেখতে স্টেস্কা দৈনন্দিন

কাজের মধ্যে ডুবে গেল। বাড়ীর ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে দিল। সে ফিরে এলে দরজা দিয়ে চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত হিসেব মেলালো না পাছে সে মনে দুঃখ পায়। সারাদিন ধ'রে বসে বসে সে কিরিলের জন্য খাবার তৈরী করবে ঠিক করলো।

তারপরে আস্তে আস্তে কিরিলের ঘরে এসে ঘর পরিষ্কার করতে সুরু করলো। সেখানে একগাদা সিগারেটের টুকরো। কিরিল নতুন সিগারেট খেতে শিখেছে—তাই সে প্রায় দৈনিক একশো সিগারেট শেষ করে। আর সারা ঘরময় পড়ে থাকে তার ছাই! কিরিল যে কত বই পড়ে তার ইয়ত্তা নেই। স্টেস্কা অনেক চেষ্টা করেও তার একবর্ণ বুঝতে পারে না। কিছুদিন আগেই কিরিল পড়েছিল "ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্যের সিণ্ডিকেট ও ট্রাষ্ট"—কিন্তু স্টেস্কা তার এক লাইনেরও মানে বোঝে নি। তাই স্টেস্কা গল্প উপন্যাসই পড়তো বেশী! সময় সময় কিরিলকে পড়তে দেখলে যদি জিজ্ঞেস করতো—তাহলে কিরিল বলতো :

"রাত এগারটার পর হচ্ছে আমার সময়। তাথেকে দয়া করে আর সময় চুরি করো না! খাবার সময় যত পার জিজ্ঞেস করো। চিরদিনই কি নিজের বিদ্যের পার পায়?"

বাড়ার সমস্ত কাজ শেষ ক'রে স্টেস্কা কিরিলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। রোজ সন্ধ্যে ছটার সময় থেকে স্টেস্কার মনে অদ্ভুত অবসাদ আসে! সমস্ত দিন কিরিলের অদর্শনের ফলে সন্ধ্যেয় সে অধৈর্য্য হয়ে যায়! কিন্তু কিরিলকে এসব কথা বলতেও তার সাহস হয় না! তাই কিরিলকে সেদিন আসতে না দেখে স্টেস্কা এলিয়ে পড়লো!

অথচ কিরিলের দোষ নেই! তাকে সেদিন শেরকী বুয়েরাকের লোকেরা কিছুতেই ছাড়ছিল না!

সেদিন তো যাওয়া হলোই না—পর পর কয়েকদিন তারা কিরিলকে ওখানে আটকে রাখলো। এরমধ্যে কিরিলের মনে হয়েছে যে ফিরে যাওয়া দরকার কিন্তু ঘটনাক্রমে তার পক্ষে পুরো পাঁচ দিনের আগে ফেরা সম্ভব হলো না!

## তিন

ঝাঁকে ঝাঁকে অদ্ভুত পাখী আকাশে দেখে সর্টভ ওগলের লোকেরা অবাক হয়ে গেল। রাস্তায় ঘাটে পার্কে সবখানে লোকেরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কী ভীষণ আওয়াজ! সবাই চুপ। এমন সময় দিগন্তের শেষে ছোট ছোট মৌমাছির মত এক ঝাঁক কালো দাগ—ক্রমে তারা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হচ্ছে। কিছুদূর এলে দেখা গেল সেগুলো প্যারাসুট! ছাতার মত খুলে গিয়ে তা নিয়ে লোক লাফিয়ে নামছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে শত শত বোমারু এরোপ্লেন; ছোঁ মারার মত তারা একের পর এক ফ্যাক্টরীর মাথা ছুঁয়েই ওপরে উঠে যাচ্ছে! ক্রমে সব তাদের গা সওয়া হয়ে গেল—আবার সহজ জীবন ফিরে এল সেখানে।

কিন্তু দূরে আকাশের গায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটী রক্তবিন্দু! নিঃশব্দে আকাশের বুকে সেটী দুলছে যেন পদ্মীর পাপড়ি। খেলাচ্ছলে গোটা আকাশ চক্রাকারে ঘোরাই এর কাজ। একি, হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে যেন কী হল। ঠিক কাটা পাখীর মত ঝট্‌পট করতে করতে সেটী লুটোপাটী খেতে খেতে নীচে নামছে। সূর্য্যের আলোয় কখনো এর ডানা, কখনো পুচ্ছ চক্‌চক্‌ করে উঠ্‌ছে! নক্ষত্রপাতের মত

তীরবেগে সেটা নামছে পৃথিবীর দিকে! তার গতিরোধ করে কার সাধ্য! নীচের সবাই সন্ত্রস্ত—সবাই বুঝলো যে এবার এর অবধারিত ধ্বংস! সকলেরই মুখ থেকে অজ্ঞাতসারে তীব্র ক্ষোভের আওয়াজ বেরিয়ে এল! এই বুঝি ওটা তাদের মাথায় এসে পড়ে! কিন্তু না! শেষমুহূর্তে এরোপ্লেনটা টাল সামলে নিল—একেবারে মাটা ছুঁয়েই আবার সটান সোজা ওপরে উঠে এরোপ্লেনটা পাহাড়ের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল—। দর্শকবৃন্দ তখন নিজেদের অযথা আশঙ্কার জন্য লজ্জিত হয়ে যে যার কাজে চলে গেল!

ঠিক ঘণ্টা দুই আগে নিকিটা গুরিয়ানোভ শহরে এসেছে। রেলে সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এসেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর গদী আঁটা বেঞ্চিতে বসে সামনে লেখার সরঞ্জাম দেখে সে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। বোধহয় অভ্যস্ত নয় বলে আবার তার মনে পুরানো খুঁৎখুঁতে ভাব ফিরে এল। সে যেন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। গাড়ীতে বসে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে নিকিটা তাই তর্ক করছিল যে—দেশে আবার এত যন্ত্রপাতির কি দরকার। যন্ত্রের তো মনের কোনও বালাই নেই—অথচ নিজের হাতে কাজ করার তাদের কত আরাম ছিল! কিন্তু অন্য কারুর কাছেই সে তেমন উৎসাহ পেল না! গাড়ী থেকে নেমে কিরিলদের কারখানার দিকে যেতেই নিজের অজ্ঞাতসারে নিকিটা একবার জুতো জোড়া মুছে নিল— এত সুন্দর ঝকঝকে কালো পীচের রাস্তা! রাস্তার ওপরে যেন মুখ দেখা যায়! আবার সেই পুরানো নিকিটা চাইছিল গোটা রাস্তায় থুথু ফেলতে—কিন্তু ঐ রাস্তায় থুথু ফেলা যে কোনও লোকের পক্ষেই অসম্ভব।

## চার

কিরিলদের কারখানা খোলার উৎসবের অনুষ্ঠান ব্যবস্থা সব ছক কষে করা হয়েছে। কাঁটায় কাটায় বারটার সময় শোভাযাত্রা ও সভা হবে ইস্পাতের কারখানায়! প্রথম বক্তা হবেন মিখাইল আইভ্যানোভিচ কালিনিন। তাঁদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট বিশেষ গাড়ীতে করে সেদিন সকালে মিখাইল এসে অপ্রত্যাশিত ভাবে সেখানে পৌঁছেচেন। কেউ তাঁকে দেখবার আশা করে নি ; কিন্তু সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে তাদের মধ্যে পেয়ে সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। একটার সময় তার বক্তৃতা শেষ হলে কারখানার বাঁশী বেজে উঠবে। সেই সঙ্গে সমস্ত সর্ব্বহারা সন্তানদের মাথার ওপরে উঠে এরোপ্লেন আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করবে।

ফেনিয়ার ওপরে এর সব বন্দোবস্তের ভার পড়েছিল। ফেনিয়ার ইচ্ছে ছিল আরও নানা উৎসব আয়োজনের বন্দোবস্ত করা। তাই এরোপ্লেনের খেলা দেখানো। এরোপ্লেনের খেলা হয়ে গেলে কিরিল কিংবা বোগদানভকে বক্তৃতা করতে হবে। কিন্তু বোগদানভ অস্বীকার করায় কিরিলের ঘাড়েই সে দায়িত্ব পড়লো! তারপর কৃষকদের পক্ষ থেকে জাকার কাটায়েভ এবং শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ইগর কুভায়েভ বলবে। এদের হয়ে গেলে আবার এরোপ্লেন উড়বে। কিন্তু এবার মাত্র প্যাভেলের ও অন্য একটী এরোপ্লেনের খেলা হবে।

শোভাযাত্রা ঠিক দশটার চলতে সুরু করলো এবং তরুণ-তরুণী, কৃষক, শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা সাড়ে এগারটার সময় কারখানায় ঢুকলো। তাদের দেখে ফেনিয়া আশ্বস্ত হলো। আর সব কাঁটায় কাটায় ঠিক করা রয়েছে। সে তাই কিরিলকে বক্তৃতা ঠিক

করে নিতে বললো ! কিন্তু কি করে যে কি হলো বলা যায় না—বেলা বারটার সময় সব ওলট পালট হয়ে গেল। কালিনিন নিজেই পনর মিনিট দেরী করে এলেন—এবং তারপরে তাকে দেখে সর্ব্বহারা শ্রমিক সাধারণের হর্ষধ্বনি হলো পাঁচ মিনিটের জায়গায় আরও অনেকক্ষণ বেশী মিখাইল আইভ্যানোভিচের জয় ধ্বনিতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তাদের যে অন্য কোনও কাজ আছে তা ভুলে গিয়ে কালিনিনকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লো তারা। তিনি অনেক চেষ্টা করলেন বক্তৃতা করতে—কিন্তু তাদের সেই উন্মাদনার ভেতর কথা বলা অসম্ভব।

এদিকে তার ব্যবস্থার অদল-বদল হওয়ায় ফেনিয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। এখন আর ব্যবস্থা রদ করবার কোনও উপায় ছিল না !—তাই কালিনিনের বক্তৃতার ঠিক মাঝখানে—যখন সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, তখন হঠাৎ একসঙ্গে সব বাঁশী বেজে উঠলো ! ফেনিয়ার মাথা গেল ঘুরে। সে কোনও মতে কিরিলকে ধরে আত্ম সম্বরণ করলো ! দেখতে দেখতে ঠিক আগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন আকাশে উড়তে লাগলো। আবার সব ভেস্তে গেল। জনতার উল্লাস ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরে গেল।

সভামঞ্চ থেকে কালিনিন এইসব কাণ্ড দেখে বিরক্ত হয়ে কিরিলকে জিজ্ঞেস করলেন কার বুদ্ধিতে এসব হয়েছে। কিরিল ফেনিয়াকে দেখিয়ে বললো —"এই যে অপরাধী।"

"এর ওপরে এত বড় কাজের ভার দিয়েছো !" বিরক্তি সহকারে কালিনিন বললেন। কিন্তু বলেই বোধহয় তার মনে হয়েছে—যে না এসব সামান্য ভুল চুক তো হবেই—তাই তিনি আর কিছু না বলে চুপ করে গেলেন ! ফেনিয়ার তখন কি অবস্থা ! সে কাতর দৃষ্টিতে কালিনিনের কাছে ক্ষমা চাইল ! অবশেষে ফেনিয়াকে কাছে ডেকে পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন "তুমিই বুঝি এসব করছো !" হঠাৎ কেন জানি

কালিনিনের কাছে এসে ফেনিয়ার সাহস বেড়ে গেল। সে বললো "কিন্তু এসব আপনারই দোষে হয়েছে মিখাইল আইভ্যানোভিচ, আপনিই পনেরো মিনিট দেরী করে এসেছেন—তার ফলতো ভোগ করবেন।"

"হাঁ তোমরা সব দোষ এই সব বুড়োদের ঘাড়েই চাপাও—তা জানি। যাও ঘাবড়িও না—এর চেয়ে যে আরও খারাপ কিছু হয় নি তাই ঢের। সমস্ত জগৎ তোমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তোমাদের জন্যই এ সমস্ত, এসব তোমাদেরই!" বলতে বলতে ভাবাবেগে কালিনিনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো! তখন সব থেমে গেছে। আবার কালিনিন তাঁর বক্তৃতা সুরু করলেন। তারপরে কিরিলের পালা—। আবার দেখতে দেখতে ফেনিয়ার ব্যবস্থা মত তিনটা বাজতে না বাজতেই এরোপ্লেনে করে প্যাভেল ইয়াকুনিনের সার্কাস দেখানো!—হাজারে হাজারে লোক সেদিন স্ট্যালিনস্ক সহরে নতুন ট্র্যাক্টর কারখানার উদ্বোধন দেখলো—সর্ব্বহারাদের নূতন সম্পদ বৃদ্ধিতে সবাই গর্ব্বিত।

## পাঁচ

ধীরে ধীরে কিরিলের পারিবারিক জীবনে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠ্‌ছে। সৃষ্টির উন্মাদনায় কিরিল পাগল হয়ে গেছে। নতুন কারখানা উদ্বোধনের সময় শ্রমিকদের কাছে অভ্যর্থনা পেয়ে কিরিল চঞ্চল হয়ে পড়েছে। তার চোখে ভাসছে বিরাট শ্রমিকরাজত্বের ভবিষ্যৎ—যেখানে লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারার হাতে বিরাট বিরাট ফ্যাক্টরী খাটছে।

ভালকরে পোষাক পরা না হতেই কিরিল ঘরের ভেতর পাইচারী করতে করতে নিকিটাকে লক্ষ্য করে বললো—"ছাখো—কী চমৎকার ইস্পাত বেরিয়েছে আমাদের কারখানা থেকে। সাম্রাজ্ঞী কাথেরিনের

সময় থেকেই এখানে ইস্পাতের কারখানা খোলবার মতলব হয়েছিল। সেজন্যে স্তূপাকার ফাইল ও নক্সা জমা রয়েছে। কিন্তু কাজে কিছুই হয় নি। আর আজ যেখানে পাশাপাশি দুটী কারখানায় ইস্পাত বানান হচ্ছে।

ঘরের এক কোণে বসে স্টেস্কা তার উচ্ছ্বাসভরা কথা শুনছিল। কিরিলরা তাকে বাদ দিয়েই কারখানার উদ্বোধনে গিয়েছিল। তাই স্টেস্কা মনক্ষুণ্ণ; সে ভেবেছিল যে কিরিল হয়তো তাকে একটু সান্ত্বনা দেবে। অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করে তাই সে বললে।—

"কিন্তু কাল কি তোমার খাওয়া জুটেছিল? সারাদিন খেটে খেটে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম—তাই তোমার জন্য দেরী না করেই আমি ঘুমিয়েছিলাম। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছো যে আমার পোশাকও বদলন হয় নি।

এখনো স্টেস্কা আশা করছিল যে কিরিল তার অভিমানের কারণ বুঝবে। কিরিলের মন কী এতই কঠিন হয়ে গেছে?

কিন্তু বৃথা। কিরিলের মাথায় তখন ঘুরছে সম্পূর্ণ আলাদা চিন্তা। অনেক কষ্টে তার মনে পড়লো গত দিনের কথা! সে বাড়ী ফিরেই দেখে বিছানার কোণায় স্টেস্কা ঘুমুচ্ছে আর তার খাবার তৈরী। খাবার ইচ্ছা ছিল না বলেই কিরিল না খেয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু স্টেস্কার এত পরিশ্রমের তৈরী খাবারের জন্য সামান্য ধন্যবাদও না দিয়ে কিরিল অন্য প্রশ্ন করলো।—

"তোমায় এত বিশ্রী দেখাচ্ছে কেন?" স্টেস্কা মিথ্যা কথা বললো—"এখনো মুখ হাত ধুই নি।" কিন্তু তার বুকে উথলে উঠ্ছে—"কিরিল তুমি কি অন্ধ? দেখতে পাচ্ছো না আমার মনে কি দুঃখ, আমাকে তুমি কেন সঙ্গে নিলে না? তাতে কি তুমি লজ্জা পেতে?"

কিন্তু কিরিল তখন সম্পূর্ণ অন্য জগতে। সে বলে চলেছে কালকের ঘটনার কথা। কেমন আগ্রহভরে সব শ্রমিকরা তাদের অভ্যর্থনা করলো—এবং তারাই বা কি করে তাদের উত্তর দিল। স্টেষ্কার সমস্ত অভিমান পণ্ড হলো !

## ছয়

ক্রমশঃই কিরিলের মনে হচ্ছিল সে স্টেষ্কা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু কেন—তা সে নিজেই জানে না। সে ততই স্টেষ্কাকে ভালবাসতে চায় জোর করে আর নিজের মনের সঙ্গে করে সংগ্রাম। ওপরে ওপরে তাদের সম্পর্কের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নি। ঠিক আগের মতই স্টেষ্কা রোজ সকালে এগিয়ে এসে তাকে বিদায় দেয়; রোজই কিরিল ফিরে এসে দেখে যে পড়বার ঘর তকতকে ঝকঝকে করা হয়েছে। বিবাহিত জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগও যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—তাতে প্রাণের স্পর্শ নেই ! এই ভাল না লাগার কথা মনে হতেই সে স্টেষ্কার বিছানা থেকে উঠে নিজের বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি দিতো—জিজ্ঞেস করলে বলতো—"কারখানায় একটা গোলযোগ ঘটেছে!" কখনো স্টেষ্কাকে সে মনের সংঘাতের কথা বুঝিয়ে বলে নি ! সে যদি জিদ্ করে জিজ্ঞেস করতো তাহলে কিরিল খেঁকরে উঠ্তো—"এসবে তোমার দরকার নেই—খালি যত বাজে খোঁজ করার অভ্যেস।" দেখতে দেখতে তুজনের মধ্যে তখন ঝগড়া লেগে যেত ! স্টেষ্কা হয়তো যা মুখে আসতো তাই বলে গালাগালি দিতো—সে স্বার্থপর বহু-স্ত্রী সম্ভোগী—এমনকী অকমিউনিস্ট !—কিরিল উত্তর করতো,

"আমি কমিউনিস্ট কি না তা বিচারের ভার তো তোমায় কেউ দেয় নি—কিন্তু এটা ঠিক যে তোমার মত পেটী বুর্জোয়া বোকামী দিয়ে আমি কম্যুনিজ্‌ম্‌কে ঢেকে রাখি না—"

বলেই তার মনে হয়েছে যে স্টেস্কার সঙ্গে এভাবে ঝগড়া করা অন্যায়। কিন্তু তবু রাগের মাথায় সে থামতে পারতো না। সত্যি তো স্টেস্কা খারাপ নয়!

সেদিন সকালে কিরিল স্টেস্কাকে বললো—"কোনও কাজ না করে' শুধু শুধু বসে থাকা কি ঠিক? ছোট ছেলেটাও তো ক্রমে বড় হয়ে উঠেছে।" উত্তরে—স্টেস্কা বলেছিল—"কিন্তু তুমিই একদিন বলেছিলে তোমার কাজ করবার কি দরকার? আমি কি এতই অকম্মণ্য যে তোমায় দুমুঠো খাওয়াতে পারবো না? মনে পড়ে সে কথা? আমি সব বুঝতে পেরেছি—এখন কোনও রকমে আমায় তাড়াতে পারলেই তুমি বাঁচ—আমি কখনো কিছু করবো না।"

উত্তরে কুৎসিৎ ভাসায় কিরিল তাকে গালাগালি করে কাজে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সব সময় তার মনে তোলাপাড়া করতে লাগলো দাম্পত্য জীবনের সংঘর্ষের কথা। কিরিল বুঝতে পারে না কোথায় গলদ! অথচ স্টেস্কা সুন্দরী—তবু যেন আজ কিরিলের কাছে সে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ নেই—! স্টেস্কার প্রত্যেকটী কাজেই কোন না কোনও খুঁৎ ধরা পড়ে। প্রথম প্রথম কাজ থেকে ফিরে স্টেস্কাকে সাধারণ পোষাক পরে থাকতে দেখলেই কিরিলের ভাল লাগতো—কিন্তু এখন তাতে তার গা রি রি করে উঠে—"কী নোংরা অভ্যেস!"

কিরিলের মনে হলো যে এর একমাত্র কারণ হতে পারে দুজনে সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকা। দূরে দূরে থাকলে বোধ হয় এতটা খারাপ লাগবে না!

সেদিন আটাকা নদীর ধার ঘেঁসে কিরিল, বোগদানভ, ফেনিয়া

তিনজনে ঘোড়ায় চড়ে নতুন স্থাপিত তুটা লোহার খনি পরিদর্শন করতে যাচ্ছিল। জায়গায় জায়গায় তাদের নদী পার হতে হচ্ছিল। তুএক স্থানে নদীতে সামান্য বেশী জল থাকায় ঘোড়ার ঘাড়ে পা তুলে দিয়ে থাকতে হচ্ছিল আর ঘোড়া বেচারা কোনও রকমে যাচ্ছিল সাঁতারে। সে দৃশ্যে ফেনিয়ার কি হাসি !

কিরিল সকলের পেছনে যাচ্ছিল। কিছুদূর এগিয়ে তার নজরে পড়লো—রাস্তার ধারে একটী খাতা--। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে কিরিল পড়তে সুরু করে দিল। একখানে রয়েছে—

"বাবা তাকে উলা বলে ডাকে ! আমার ভাল লাগে বলে—আমি করেছি উলাই ! কিন্তু সাহস করে তাকে কিছু বলতে পারি নি। তাকে দেখে আমার মোপাসাঁর একটী চরিত্রের কথা মনে হয়েছে। তাকে ঘনিষ্ট ভাবে চিনলে অবশ্য তা মনে হবে না।

"আশ্চর্য্য—কিন্তু সত্যি আমার ভাবতে লজ্জা করে যে তাকে ভালবাসি ! ভয় হয় পাছে সে এখন যতটুকু শ্রদ্ধা করে কিংবা বন্ধু ভাবে মেলামেশা করে—তাও হারিয়ে ফেলি। কারণ তার চেয়ে আমি ৩২ বছরের বড়। না—আমি কিছুতেই হাস্যাস্পদ হতে চাই না—উপরন্তু কারখানার সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে এভাবে এগোতেও লজ্জা হয়। .."

এতক্ষণে কিরিল বুঝতে পারলো যে খাতাটা বোগদানভের। সেখানা পকেটে পুরে সে আবার যাত্রা করলো। কিছুদূর এগিয়ে কিরিল পথ হারিয়ে ফেললো। সেখানে পথ পরিদর্শক ছাড়া কেউই একা যেতে পারে না। তার ওপর নদী পার হতে যাবার সময় ঘোড়া পিছলে পড়ে কিরিলকে ফেলে দেয়। তখন নীচু হয়ে জুতো থেকে জল বার করতে যেতেই কিরিল চমকে গেল। একী দেখছে সে !

নদীর পাশে ছোট্ট একটুখানি ঝোপের ভেতর সম্পূর্ণ নগ্নদেহে ফেনিয়া ইতস্ততঃ চলাফেরা করছে। প্রথমে কিরিল ভেবেছিল ফিরে যাবে—কিন্তু কি ঝঞ্ঝাট—প্রথমেই বোগদানভের ডায়েরী তার পরেই নগ্নদেহে ফেনিয়া—কে জানে কিরিলের দিন আজ কেমনভাবে কাটবে! তবু নিজের অজ্ঞাতেই ফেনিয়ার দেহ সৌষ্ঠবের কিরিল প্রশংসা করলো মনে মনে! ভেতরে মৃদু আলোয় ফেনিয়ার সমস্ত শরীর দিয়ে গোলাপী আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে! ফেনিয়া ক্ষীণমধ্যা—মুঠির মধ্যে ধরা যায় তাকে জড়িয়ে। নিম্ননাভি, করোভোরু—পীনোন্নতা—বক্ষস্থল!”

ফেনিয়ার নগ্নসৌন্দর্য্যে কিরিল এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের রেশ পেল। এতদিন তাকে সে জানতো শুধুমাত্র চমৎকার তরুণ কমিউনিস্ট কর্ম্মী হিসাবে। কিন্তু আজ সে অন্যভাবে ধরা পড়লো। সে ভাবছিল যে কিছু হয় নি এমনিভাবে সামনে দিয়ে চলে যাবে কি না। ঠিক তখনি ফেনিয়া ডাকলো,

“কিরিল—আর একটু দেরী—আমি কাপড় পরেই যাচ্ছি।—সেও একটু রসিকতা না করে পারলো না—“শীগ্‌গীর করো—তা নইলে আমিও বেশ ভাল করে দেখে সবাইকে বলে দেবে তোমার এই কীর্ত্তির কথা” !—

“তাহলে তারা কিন্তু সবাই হিংসেয় মরে যাবে !”—

পেছন থেকে তখনই বোগদানভ এগিয়ে এলো! কিরিল তার খাতা তাকে দিয়ে বললো শুধু সামনের পৃষ্ঠাই পড়েছি! কিন্তু আপনার প্রেয়সীটা কে ?

কিছু পরে আবার তারা চলতে সুরু করলো। ফেনিয়া তাদের মাঝখানে। কিরিল এবার যতই ফেনিয়ার দিকে তাকাচ্ছে ততই তার দেহ সৌষ্ঠবের প্রশংসায় মন ভরে উঠছে।

## সাত

নতুন আবিষ্কৃত লোহার খনিগুলো বিশাল জঙ্গলে পরিবৃত পাহাড়ের মধ্যে ইস্পাতের কারখানা থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে যাতায়াতের তেমন কোনও উপায় নেই। অনেক আগে যখন ঐখানে ইস্পাতের কারখানা বানান হয় তখন কোন বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করেছিল যে ঐ অঞ্চলে কখনো লোহা পাওয়া যাবে না। তাতে বোগ্দানভ আপত্তি করেছিল। এই নতুন খনি দুটো আবিষ্কারের পেছনে একটু মজার কথা আছে।

একদিন বোগ্দানভ তার নিজের আফিসে বসে কাজ করছিল এমন সময় একটী শোরীয় জাতীয় যুবক তার কাছে গিয়ে কতগুলো লোহার পিণ্ড সামনে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল—"কর্তা—আপনার জন্যে কতগুলো লোহার টুকরো এনেছি। এর বদলে আমায় গাছে ওঠবার জন্যে ছোট ছোট লোহার আংঠা করে দিতে হবে। কাঠবিড়ালী ধরবার জন্যে আমাদের ওগুলো দরকার হয়।" তখন থেকেই বোগদানভের ইচ্ছে ছিল সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে লোহা তোলা!

ফেনিয়া ছাড়া সেখানে যাবার রাস্তা কিরিল কিংবা বোগদানভ কারুরই জানা ছিল না। কাজেই ফেনিয়া তাদের পরিচালিত করে নিয়ে চলেছিল। যেতে যেতে পথের দুধারে লৌহপিণ্ড পড়ে থাকতে দেখে তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ক্রমে আর থাকতে না পেরে বোগ্দানভ বলে উঠ্লো—"এখানেও আমাদের আর একটা কারখানা খুলতে হবে। শুধু ট্র্যাক্টরের কারখানায় এত লোহা কাজে লাগান অসম্ভব। কাঁচা অবস্থায় এগুলো অন্য জায়গায় চালান দেওয়াও বোকামী। এখানে একটা মালগাড়ী

বানানোর কারখানা খুলতে হবে। তখন সেই মালগাড়ীতে করে পৃথিবীর যেখানে যত ইচ্ছা, ট্র্যাক্টর পাঠান যাবে।

"আর একটা সামোভার তৈরীর কারখানা ?"

"ঠিক বলেছে। নিস্কলঙ্ক ইস্পাতের সামোভার!" কিরিল লক্ষ্য করছিল কদিন ধরে বোগদানভ তাকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করেছে। সে ফেনিয়ার দিকে তাকালো—কিন্তু ফেনিয়াও বোগদানভের ভাবান্তরের কারণ বুঝেছে বলে মনে হলো না।

"নাও হতে পারে। জনসাধারণ আবার এখন সভ্য হয়ে উঠছে—তারা সবাই ভারতীয় যোগীর জীবন যাপন করতে চায়, সামোভার বোধহয় চলবে না আর!"

"এ কিন্তু সাংঘাতিক কথা বললে তুমি!" বোগদানভ বলে চললো কি করে ছাত্রাবস্থায় সে কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করেছিল। একজন অধ্যাপক ছিলেন এ বিষয়ে তাঁর গুরু। আলাদা একটা ঘরে বোগদানভকে আটকে রাখা হত—খেতে দেওয়া হত শুধু এক গেলাস জল আর সামান্য একটু চিনি! এক সপ্তাহ চলেছিল কোনরকমে, কিন্তু পরের সপ্তাহেই কৃচ্ছ্রসাধনের ভূত তার ঘাড় থেকে নাবো নাবো হয়েছিল। কিন্তু তা স্বীকার না করে শেষের দিকের অভিজ্ঞতায় রঙ্ মাখিয়ে বোগদানভ নানা কথা বললো বানিয়ে।

"কিছু না কিছু খাবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই আপনার হত।"—ফেনিয়া না থাকতে পেরে হেসে উঠলো।

"হ্যাঁ, ক্ষিদে পেত নিশ্চয়ই—তবে ভালও লাগতো কম নয়। ভালই। বুঝলাম কেন ভারতবর্ষের যোগীরা মাঝে মাঝে উপোস করে। এতে মনটা বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে।"

কারখানায় যখন খাবার কম ছিল তখন আমাদের তো বলা উচিত ছিল "হে অলস কর্মীরা! উপোস কর—খেয়ে কি লাভ—না খেলেই থাকবে মেজাজ ভাল!"

"ঠাট্টা করছো আমায ?"

"তুমিও কিন্তু কম ছেলেমানুষী করলে না ? কৃচ্ছ্রসাধনের তত্ত্ব তারাই আবিষ্কার করেছে—যারা ভাল খেতে পরতে পারে। এদের দলই বের করেছিল ম্যালথুশিয়ান মতবাদ।"

"ম্যালথুশিয়ান মত কি ?" বোগদানভ জিজ্ঞেস করলো।

স্মিতহাস্যে কিরিল তাকে বোঝাতে লাগল ম্যালথুশীয় মত। বোগদানভ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো কিরিলের বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে!

"বাহাদুর কিরিল! ভেবেছিলাম যে কারখানায় কাজ করতে করতে তুমি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছো। তার বদলে কিনা আজ তোমার বক্তৃতা শুনতে হচ্ছে? মনে পড়ে তুমি যে দিন আমায় গিওরদিনো ব্রুনো সম্পর্কে একটা বই চেয়েছিলে? তোমার ধারণা ছিল যে সে লেনিনের সমসাময়িক ?"

"তা ভুলব কেন ?"

ফেনিয়া কিন্তু লুটিয়ে পড়ল হাসিতে—"সত্যি কিরিল তোমার ওই ধারণা ছিল যে ব্রুনো আর লেনিন একই সময়ের ?"

"হ্যাঁ—আমার দৃঢ়বদ্ধমূল ধারণা ছিল তাই। তারপরে বই ভাল পড়েই তো বাগদা চিঙড়ীর মত লাল হয়ে উঠ্লাম। দেখাই করলাম না কদিন বোগদানভের সঙ্গে। বোগদানভ কিন্তু তেমন কোনই ভাব দেখায় নি!"

এই ভাবে চলতে চলতে তারা তৃতীয় দিনে এসে পৌছল বসতিতে। কে একজন যেন সেখানে মৌমাছির চাক থেকে মধু নিওরাচ্ছে। কিরিল তাকে জিজ্ঞেস করল—"কারখানার কর্ত্তা কোথায়।"

"ওখানে পাবেন—ওদিকে!" অপ্রস্তুত হলো লোকটি!"

একটু এগিয়ে তারা গন্তব্যে গিয়ে পৌছল। সেই মক্ষীপালকই ওখানকার বড়কর্ত্তা! অপদস্থ হয়ে ধরা পড়ার দায়িত্ব স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে

তিনি বললেন "একটা নতুন পরীক্ষা করছি কিনা। মক্ষিপালনের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। "স্টেপা মাসী—মৌমাছির কথা পরে বলতে বলো মেসোকে। আজ রাত কাটবে কোথায় তাই আগে দেখাও তো—সামনের ঐ লাল বাড়ীটা কি খালি ?" ফেনিয়া বাধা দিল।

"আর একটু চা"—কিরিল যোগ দিল।

"ঠিক, ঠিক—এই মধু দিয়ে—"ভদ্রলোক ভরসা দিলেন তাদের।

চা খেতে খেতে অনেক গল্প হলো তাদের! জানালার ফাঁকে বাতাসে ভর করে ও কিসের গন্ধ ?

ফেনিয়া জিজ্ঞেস করলো "পাহাড়ের দিক থেকে ও কিসের গন্ধ ভেসে আসছে ?" সবাই নাক উঠিয়ে হাওয়া শুঁকতে লাগলো কিন্তু কেউই টের পেল না কোন গন্ধ!

"কেন—এ হলো পাইনের গন্ধ! ওটা শ্যাওলার। পাহাড়ের গায় যে শ্যাওলা হয় সারাদিনের রদ্দুরে গরম হয়ে তা থেকে এ গন্ধ বেরোয়। আর ওটা ?"—ফেনিয়া গভীর নিশ্বাস টেনে বললে—"ওটা হচ্ছে পপলার ফুলের গন্ধ! হেমন্ত কাল নয় এখন ? চল না বেরোই সব।"

পাহাড়ের ঘনকৃষ্ণ রাত। হিমেল কুয়াসা জড়ানো প্রকৃতি। ফেনিয়া, বোগদানভ, কিরিল গেল বেরিয়ে।

## আট

কুয়াসা আচ্ছন্ন পার্ব্বত্য সন্ধ্যেয় তারা তিনজনে বেড়াতে বেড়াতে একটা সুন্দর মাঠের মধ্যে আগুন পোহাতে বসলো। সেই আগুনের পাশে তারা সুরু করলো গান! বোগ্দানভও বাদ গেল না।

সেখানে ফেনিয়ার অনুরোধে কিরিল প্যারিসের গল্প বললো।

"প্যারিসে কপালগুনে আমার পুরানো বন্ধু আরণল্ডোভ-এর সঙ্গে দেখা! তাতে আমার খুব সুবিধে হয়। সে ঠিক ফরাসীদের মতই ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে; আর আমাকে দেশ দেখাবার ভারও রইলো তার ওপর।

"প্যারিসের কথা ঠিক সেখানে না গেলে বোঝান যায় না! ধর একদিন আমি রাস্তায় আসতে আসতে দেখি একদল ছাত্র চীৎকার করে বই ছুঁড়তে ছুঁড়তে যাচ্ছে। পিছনে একজন পুলিস মোটর সাইকেল নিয়ে আসছে। হঠাৎ মনে হবে যেন কোনও শোভাযাত্রা! দূরে এক দম্পতি বেড়াতে যাচ্ছিল। ছেলের দল তাদের মধ্যে মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে চুমু খেতে খেতে চললো! পথের পাশের একজনকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বললো—"ওরা সেদিন পরীক্ষায় পাশ করেছে—তাই এ উচ্ছ্বাস।"
ফেনিয়ার কৌতুহল ক্রমেই বাড়ছিল। সে ভাল করে বসলো!

কিরিল বলছে—"তাদের মোটেই লজ্জা নেই। ফেনিয়া, ভাবতে পারো যে তারা সদর রাস্তার ওপরেই একে অন্যকে চুমু খায়? সিগারেট-খাবার মতই চুমু খাওয়াতে কারো কোনো দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায় না!"

"সেকি? তাতে কেউ কিছু বলে না?—"ফেনিয়া উত্তর দিলো। "আচ্ছা প্যারিস সহরটা কেমন?"

"সে কথা বলা কঠিন। প্রত্যেক রাস্তাই কাফে ও রেস্তোরাঁতে বোঝাই। সেগুলো ছাড়া যেন চলা অসম্ভব! সাংবাদিক, কবি, লেখক—এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হোটেল। পকেট কাটা ও সোডোমাইটদেরও কাফে আছে!"

কিরিল প্রথমে ভেবেছিল যে সোডোমাইটদের হোটেলের কথা বললে হয়তো ফেনিয়া বিব্রত বোধ করতে পারে—তাই সে কথাটি চেপে যাওয়াই স্থির করে। কিন্তু হঠাৎ বেরিয়ে গেল কথাটা। এবং ফেনিয়ার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কিরিলকে সবই বলতে হলো,

"বন্ধু আরণল্ডোভের সঙ্গে প্যারিসের বিলাস অঞ্চল সাঁজেলিজে অজ্ঞাত সৈন্যদের কবর দেখে আমরা ঐ সমাজের দরিদ্রদের অঞ্চল দেখতে যাই। বন্ধু আমাকে বস্তীর মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে চললো। সেখানে পাতি চোরের হোটেল—কোকেন খোরের আড্ডা—বড় পকেটমারদের রেস্তোরাঁ! তারপরে একটু ফাঁকা জায়গায় আমায় টেনে নিয়ে গেল। সুন্দর চেহারার বয়স্ক লোকেরা সব বসে রয়েছে—কিন্তু শুধু পুরুষ! সেখানে কফি খেতে খেতে বয়স্কেরা তরুণদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে! থেকে থেকে তাদের কেউ একজন তরুণকে কফি খাইয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে চললো!—

"বন্ধু আমায় বুঝিয়ে দিল এটা সোডোমাইটদের আড্ডা।—কিন্তু আমার বিশ্বাস না হওয়ায় প্রশ্ন করলাম—অসম্ভব! অসম্ভব—এম্নিভাবে প্রকাশ্যে ওসব কাজ চলতে পারে না! কিন্তু আরণল্ডোভ—পিঠ চাপড়ে বললো—'ঘাবড়াচ্ছো কেন? চল না আরও কত জিনিষ রয়েছে প্যারিসে।'

দুজনে মিলে একটা বস্তীর দিকে দুয়োর আঁটা বাড়ীর সামনে এলাম। কিন্তু ভিতরে ঢুকে কিরিল হতভম্ব। সেখানে সারির পর সারি অকালপক্ক প্রৌঢ়, যুবক ও পুলিশ ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তাদের সামনে

ঠিক তেমনি ভীড় করা নগ্ন মেয়ের দল। সবাই ছুটোছুটী করে লোক ধরতে চাইছে। তাদের বাড়ীউলি এসে আমাদেরও জিজ্ঞেস করলো কেমন মেয়ে চাই। সে বললো—'সবাইকে আমি গ্রাম থেকে আনিয়েছি। তবে এরা কোনও কাজের নয়—একবছর পরে আর এদের দিয়ে কোনও কাজ হবে না।"

"...এই সব কথা শুনছি—এমন সময় সেখানে আরণল্ডোভের পরিচিত একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক এলো! সে প্যারিসের নিষ্পেষিতদের নিয়ে বই লিখছে। মেয়েরা তাকে ছেঁকে ফেললো—কিন্তু আমার ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল—কোনও রকমে একপাশে গুড়িসুড়ি মেরে দাঁড়ালাম, আর বন্ধুটি আমায় ঠাট্টা করতে লাগলো। পরিচয় হতেই সে প্রথমে ঘৃণার সঙ্গে অভিবাদন করলো। তারপরে আরণল্ডোভের মারফৎ আমাকে বললো ঐ সব মেয়েদের কাউকে নিয়ে ওপরে যেতে সেখানে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘর আছে!

আমি তো রেগে আগুন। এরাই আবার গৌরব করে ফরাসী বিপ্লবের! আরণল্ডোভের বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলো—'নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারো?'

আমি বললাম—"না—তবে যখন তাকে হয়তো আর ভালবাসব না—তখনই আমি অন্য মেয়েকে নিয়ে থাকতে পারি! কিন্তু যতদিন সে আর আমি পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবো ততদিন অন্য মেয়ের কাছে যাওয়া অসম্ভব।"

সেই লোকটি উঠ্‌লো—"চমৎকার!"

এমনকি আরণল্ডোভও চমৎকৃত হলো। সে আমার কানে কানে বললো—"সত্যিই তুমি মহান কিরিল—আমি বাজে খবর পেয়েছিলাম তুমি নাকি কত বউ বদলালে তার ইয়ত্তা নেই।"

"বদলানো নয়, বিচ্ছেদ! আমি শুধরে দিলাম। সেটা সম্পূর্ণ

আলাদা। তার কারণ আমরা দুজনে দুজনকে আর আগের চোখে দেখতাম না। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে ঐ লোকটা বুদ্ধিজীবী হয়েও কেমন করে ভাড়া করা মেয়ে নিয়ে সঙ্গ সুখ উপভোগ করছে ?"

"সে তার উত্তর দিয়েছিল—'বিয়ে করবার মত কিছু না থাকলে বাধ্য হয়েই এদের কাছে আসতে হবে !'"

* * * *

"সমস্ত প্যারিসের সভ্য সমাজ ঘুমুচ্ছে। সীন নদীর নিস্তব্ধ বুকের ওপর চাঁদের শীতলতা ! তখনো দরিদ্র প্যারিস ঘুমোয় নি। তারা ফুটপাথে, পার্কে, বেঞ্চে শোবার বন্দোবস্ত করছে। জুয়াচোর, চোর, মেয়ের দালালরা তখন আবছা আঁধারে ঘোরা ফেরা করছে। বড বাজারের কাছে এসে দেখলাম বহুলোক একসঙ্গে জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে। আরণল্ডোভকে জিজ্ঞেস করায় সে বললো—'এরা বেকার। রাতে সব এখানে নয়তো পুলের নীচে শুয়ে থাকে !'"

কিরিলের কথা শেষ না হতেই ফেনিয়া উঠে দাঁড়ালো—"কিরিল এসব গল্প করে ভালই করলে।" তারপরে কম্পিত স্বরে—"তবু, সত্যিই কিরিল তুমি কিছুই কর নি ?"

"—কি ?" আন্দাজে কিরিল বুঝলো—"না আমার পক্ষে তা অসম্ভব !" বলেই সুরু করলো—"কি আশ্চর্য্য ! দেখো এসব কথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে—না, আমার মিথ্যে লজ্জার ভাব এখনো কাটে নি !"

## নয়

রাতে বোগদানভ ও কিরিল পাশাপাশি ঘরে শুয়েছিল। তাদের পাশে অন্য একটী ঘরে থাকতো ফেনিয়া। বোগদানভ ও কিরিলের ঘরের ভেতর দরজা ছিল।

গভীর রাতে বোগদানভ কিরিলের বিছানার পাশে এসে বসলো— "উলাই কে জানো?"

"কেন তুমিইতো বলেছো সে স্বপনপুরীর রাজকন্যা—যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না?"

আবার বোগদানভ চুপ!

"সে-ই ফেনিয়া"—অবশেষে থাকতে না পেরে সে বললো!—

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে কিরিল চমকে উঠলো—"কি বললে?" তার মনে হলো—ভাগ্য ভাল—যে বোগদানভ কথাটা বললো তা না হলে হয়তো একদিন আমাদের মধ্যেই মনান্তর ঘটতো। আমার উচিৎ এখন সরে পড়া। কিন্তু সে সব কিছু না বলে সে শুধু বললো "এই ব্যাপার বল! এ আমি আগেই জানতাম।"

"কেমন করে জানতে?"—বোগদানভ জিজ্ঞেস করলো।

"না—এমনি, কখনো কখনো মনে হয়েছে" বলেই কিরিল তাকে এড়িয়ে গেল।

কিন্তু উচ্ছ্বাসভরে বোগদানভ ফেনিয়ার প্রশংসা করে চললো; আর কিরিল তাকে রাগিয়ে দেবার জন্যে করছিল ঠাট্টা।

অবশেষে বোগদানভ কিরিলের কাছ থেকে খুব উৎসাহ না পেয়ে নিজের ঘরেই ফিরে এলো।

## ষ্টেস্কার সংকল্প

### এক

বোগ্‌দানভের কথা শোনার পর থেকেই কিরিলের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে জোর করে স্টেস্কার কথা মনে করতে চেষ্টা করে--কিন্তু পারে না। তার দুঃখ হয়—ঠিক স্টেস্কার জন্য হয়তো নয়—তার মুমূর্ষু প্রেমের জন্যেই বেশী! আশ্চর্য্য—কেউ কাউকে না ভালবাসতে শুরু করলে কত খুঁতই না বের করে অন্য পক্ষের। কমিউনিস্ট কিরিল তা করবে না!

মন স্থির করার জন্যে সে ডায়েরী লেখা ধরলো! প্রায় রাত্তিরেই তারা তিনজনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ফেনিয়াই তাদের চালিয়ে নেয়! তার সাহচর্য্যের মধ্যে একটা মাদকতা আছে যাতে প্রত্যেকেরই জীবনে নবীনতা আনে। প্রৌঢ় বোগদানভ তখন মোটেই গম্ভীর থাকতে পারে না—যখন ফেনিয়া বলে:

"আমি কাঠবিড়ালীর মত গাছে গাছে বেড়াবো—আর আপনি ভালুক হয়ে আমায় ধরতে চাইবেন!" উপায় নাই; বেচারা বোগ্‌দানভ সানন্দে তাই করে! কিরিল লক্ষ্য করে যে চলতে চলতে বোগ্‌দানভ একটু থেমে সকলের অলক্ষ্যে নিশ্বাস নিচ্ছে! বোধ হয় এত জোরে এবং এই পরিমাণ চলাফেরায় বেচারার কষ্ট হচ্ছে! একদিন বোগ্‌দানভ কিরিলকে না বলে পারলো না—

"কিরিল, জানো—ফেনিয়ার কাছে এলে আমি নতুন জীবন লাভ

করি ?” কিন্তু কিরিল রূঢ়ভাবে উত্তর দিলো—“তাকে শয্যাসঙ্গিনী করতে পারলে আরো ভালো লাগতো, না ?” বোগদানভ বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

তখন কিরিল মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল বোগদানভদের দুজনের সম্পর্কের কথা। আচ্ছা ফেনিয়া কি বোগদানভকে ভালবাসে ? ফেনিয়া নিশ্চয়ই বোগদানভকে ভালবাসে—নইলে বলবে কেন—“দেখ কিরিল তিন জন না হলে আড্ডা ভালভাবে জমে না ! বোগদানভ এলে বেশ হত !” মাঝে মাঝে বোগদানভের মুখের গানও তো ফেনিয়ার কাছে শোনা যায় ! কিরিল ভাবে যে ভালই তারা দুজনে ভালবেসে সুখী হক—সে সরে যাবে—তা নয়তো বোগদানভের সঙ্গে ফেনিয়ার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা উচিৎ হবেনা !

বোগদানভ একদিন সন্ধ্যেবেলা কিরিলের কাছে পরামর্শ চাইলো কেমন করে ফেনিয়ার কাছে প্রস্তাব পাড়বে ! তারা দুজনে অনেকক্ষণ ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারলো না। ফেনিয়া তো সাধারণ মেয়ে নয় যে দুটো উপহার নিয়ে গিয়ে বলা যাবে আমি তোমায় ভালবাসি ! এতে হয়তো সে রেগেই উঠ্‌বে ! অবশেষে বোগদানভ অধৈর্য্য হয়ে উঠে ফেনিয়াকে ডেকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো ! কিরিলকে না দেখে ফেনিয়া জিজ্ঞেস করলো—“কেন, কিরিল এলো না ?” বোগদানভ মিথ্যে উত্তর দিলো—“না সে স্টেস্কাকে চিঠি লিখছে—বেচারার মন খারাপ। শীগ্‌গীরই সে আসবে !” তাদের আড্ডা দেবার জায়গায় এসে আগুন ধরিয়ে বসে বোগদানভ সুরু করলো।

“আমি একটা অদ্ভুৎ স্বপ্ন দেখেছি জানো—বহুদূর উত্তরে যেন আমি চলে গেছি। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। জনমানবের লেশ নেই। সেখানে যেন আমি অনন্ত কাল ধরে আছি—আমার মাথার চুল বড় হয়ে গেছে আর যুগ যুগান্তের অনভ্যাসে কথা বলবার ক্ষমতাও

লোপ পেয়েছে! আমার একমাত্র কাজ ছিল—সেই বরফমালার ভেতর দিয়ে উত্তর মেরুতে যাবার রাস্তা খোদাই করা! তখন মনে হত যে এ কাজটুকুও না পেলে আমি কি করে দিন কাটাতাম!—সময় সময় নিতান্ত একা মনে হত!—অনেক সময় আমার পেছনে, অনেক দূরে আমারই গড়া রাস্তায় লোকের গলার আওয়াজ শুনতাম—তাদের হাসির মহড়া শুনে আনন্দ পেতাম!—কিন্তু তবু তো আমি সঙ্গীহীন একা। হঠাৎ একদিন দেখি বরফের ওপরে চিহ্ন!—আমার আগেও তাহলে কেউ এসেছিল সেখানে! দেখতে দেখতে সেই বরফের ভেতর থেকে অস্পষ্ট মানুষের মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌লো—দেখলাম ফুটন্ত গোলাপের মত একটী মেয়ে! সে বললে—'আমার নাম উলাই; হাজার হাজার বছর আমি রয়েছি বন্দিনী হয়ে—কেউ বরফ সরিয়ে আমায় মুক্তি দেয় নি; অবশেষে তুমি এলে। তখন আমার মনে হলো—যে উলাইকেই আমি সারা জীবন ধ'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি তাকে বললাম—"তুমি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও—তাহলে আবার আমার জীবন সুখের হবে—আমি আবার বাঁচবো!"

কিন্তু কথা শেষ হতে না হতেই ফেনিয়া পড়ার অজুহাত দেখিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। বোগ্‌দানভ রইলো পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে। ফেনিয়া একদৌড়ে কিরিলের ঘরে এসে—ধমকে উঠলো—"নিশ্চয়ই আপনি পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু কেন? কেন এমন ক'রে অপদস্ত করেন? আমি তাকে নিরাশ করেছি"—বলেই সে চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে গেল! ফেনিয়া বেরিয়ে গেলে—কিরিলের যেন সমস্ত গুলিয়ে গেল—সে ফেনিয়া, স্টেস্কা, বোগ্‌দানভের কথা ভাবতে লাগলো। এমনি সময় অন্ধকারে ফেনিয়া এসে তার পাশে দাঁড়ালো......তার সেই একই অনুযোগ—"কেন এমন করলেন? বলতে হবে কেন এমন করলে।" কিরিল বাধ্য হয়ে সব খুলে বললো। তখন তার মুখ থেকে বেরোলো—"আঃ"।

সে কিরিলের আস্তিন ধরে টানতে টানতে চাপা গলায় বললো "চলে আসুন —যাই হক-না কেন"। সেই অন্ধকার আঁকাবাঁকা পথে বোগ্‌দানভের ঠিক উল্টোদিকে কিরিলকে নিয়ে চললো ফেনিয়া! কিছু পরে সে বললো —"এইবার মাথা নীচু করে—লাগে না যেন"। তার আগে আগে ফেনিয়া নীচু হয়ে একটী গুহায় গিয়ে ঢুকলো। কিরিলকে আশ্চর্য্য হতে দেখে সে বললো—"এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—এখানেই তো আমাদের আফিস—বন্ধুদের সঙ্গে আমিতো এখানেই আসি।"

"বন্ধু ?"

"হ্যাঁ—মিথ্যে কথায় কি লাভ ?"

নানা কথা ভাবতে ভাবতে কিরিল একটা সিগারেট ধরালো। তার দেখাদেখি ফেনিয়াও একটা ধরিয়ে নিল। সিগারেটের আলোয় কিরিল দেখলো—ফেনিয়ার চোখে মুখে জীবন্ত বুভুক্ষার ছাপ। সে ক্ষুধিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে কিরিলের দিকে আর তার দৃষ্টিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তিরস্কারের আভাস। কিরিল আত্মসম্বরণ করতে পারলো না—ঘনালিঙ্গনে ফেনিয়াকে টেনে নিয়ে তার সারা দেহ চুম্বনে সিক্ত করে দিল। তার বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে ফেনিয়া শুধু কাঁপছে—আর আস্তে আস্তে হাতখানা নেড়ে দিচ্ছে।

কিরিলের চুম্বনের অবসরে সে বলে উঠ্‌লে—"যদি তাই হয় তবে আজই এখানে শেষ হয়ে যাক আমার কুমারী জীবন।" কিরিলের মাথাটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফেনিয়া প্রগাঢ় চুম্বন দিলো। তার পরে গুহার এক কোণায় এলিয়ে প'ড়ে কিরিলকে কাছে টেনে নিয়ে এলো—"কাউকেই আমি দেহ দান্‌ করি নাই—কিরিল—শুনছো ?" "হ্যাঁ, জানি"—বলে সংযম হারা কিরিল সেই অন্ধকারেই ফেনিয়ার পাশে সরে গেল……।

## দুই

"উঁচু প্রাচীরের উপর পা ঝুলিয়ে ফেনিয়া বসেছে আর কিরিল নীচে দাঁড়িয়ে। দূরে এক হরিণ দম্পতীর অভিসার দেখে ফেনিয়া বললো—

"দেখো কিরিল—কাল ঐ হরিণী—সাহস পায় নি দয়িতের কাছে যেতে—পালিয়ে গেছিল—আর আজ সে কেমন সাহস করে এগোচ্ছে!"

কিরিল উত্তর দিল—"আশ্চর্য্য ফেনিয়া তোমার মত এই মনোভাব নিয়ে কজন মেয়ে এসব দৃশ্য দেখে।—" বলেই পাছে ফেনিয়া দুঃখিত হয় আশঙ্কা করে তার ঝোলান পায়ে মাথা ঠেকিয়ে রাখলো!

ফেনিয়া কিরিলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—"কেন, আমি কি পর্দ্দানশীন মেয়ে? আমার মনে কোনও পাপ নেই। এ সব আমি খুবই স্বাভাবিক মনে করি—আর সত্যি কি সুন্দর ও দৃশ্য! দেখ না ওদের দুজনে কেমন ভাব হচ্ছে!"

কিরিল এবার ফেনিয়াকে খোঁচা দিল—"কিন্তু এথেকে তো তোমার মতটাই ভুল প্রমাণ হচ্ছে। এরা হরিণ হরিণী কেমন চমৎকার একসঙ্গে থাকছে—আর তুমিতো তা চাওনা।"

"তুমি কি তাই বলে মানুষ আর পশুতে কোনই পার্থক্য মানবে না? মানুষের বিবাহিত জীবন দেখে দেখে আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। আমি কখনোই বিয়ে করে ঘর সংসার করতে পারবো না। আমি এও চাই না যে তুমি এই মুহূর্ত্তেই স্টেস্কাকে ছেড়ে দিয়ে আমায় নিয়ে জীবন কাটাবে:. তোমার তরফ থেকে কোনও ত্যাগই আমি করতে দিতে চাই না। তুমি স্বার্থ ত্যাগ করলেই আমায়ও তার বদলে সেবা করতে হবে। আর এখন তার কোনই প্রয়োজন নেই এমন। আমার মনে হয় যে সেবা দেয়া-নেয়ার সম্পর্কের ভেতর প্রেম কখনই দানা বাঁধতে পারে না।

প্রেমের পথে কোন শৃঙ্খলই থাকবে না। তা হবে ঠিক এই রকম—” বলেই ফেনিয়া কিরিলকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে সারা মুখ চুমোয় ভরিয়ে দিল! “আর যদি প্রেমের ভেতরে ঘুণ ধরে কখনো—তাহলে—” সে কিরিলকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল।

“কিন্তু আর নয় এখন চলো; কারখানায় যাবার দিন এসে গেছে। এমনিতেই দেরী হয়েছে আমাদের। বোগ্দানভ হয়তো রেগে গেছে!

কিন্তু কিরিল—তাকে নীলউপত্যকা—ঝরণা আর উদার আকাশের দিকে দেখিয়ে বললো—

“না ফেনিয়া তোমায় নিয়ে এসবের মধ্যে থাকতেই বেশী ভাল লাগছে!”

“তা কি হয়—পাগল! এখানে থাকবে শুধু তারাই যারা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ! আমাদের কাছে তো কর্ম্মজগৎই জীবন। এখন চল যাই।”

কথাগুলো বলে ফেনিয়া নামতেই কিরিল তাকে জড়িয়ে ধরলো। ফেনিয়াও সেই সবল পুরুষ দেহে নির্ভর রেখে শান্তি পেলো! কিরিল তাকে দুহাতে শূন্যে তুলে নিয়ে চললো আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে পাহাড় ঘুরে ঘুরে! মাঝ পথে হঠাৎ থেমে হয়তো সে বলতে সুরু করলো—“দূরে ঐ যে আবছা কুয়াসা দেখছো—ফেনিয়া আমাদের প্রত্যেকের জীবনও অমনি অপ্রকাশ। ভবিষ্যতে কি আছে আমাদের জন্যে জমা হয়ে তা কে বলতে পারে? আমি সামাজিক ভাবে সকলের কথা বলছি না—বলছি ব্যক্তিগত ভাবে। কে জানতো যে আমি আজ তোমায় জড়িয়ে এমনি ভাবে চলবো। আজ যেন মনে হচ্ছে তুমি আমার! অবিচ্ছেদ্য এক অংশ! অথচ দুদিন আগে তা কল্পনাও করতে পারি নি।”

## তিন

ইস্পাতের কারখানার ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী ষ্টেফা অদ্ভুৎ মেয়ে! আগে মস্কোতে থাকবার সময় সে স্বার্ডলভ শ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। কথায় বার্ত্তায় তাকে প্রথম প্রথম বেশ বুদ্ধিমতী মনে হতো। কিন্তু একটু পরেই বোঝা যেতো সে অন্যের কথাই মুখস্ত বলছে, হয়তো সব জিনিসই বোঝে কম! রুবিনকে বিয়ে করবার আগে সে আরও চারবার বিয়ে করেছে! সত্যি কথা বলতে গেলে তাকে ও অঞ্চলের সকলে এড়িয়ে যেতে চায়! কিন্তু রুবিনকে সবাই ভালবাসে ব'লে তাকেও সহ্য করতে হয়। প্রত্যেকের বাড়ীর হাঁড়ির খবর রাখাই হচ্ছে ষ্টেফার কাজ! এ বিষয়ে তার অপূর্ব্ব দক্ষতা। কেমন করে সে যেন টের পেয়েছে কিরিলদের বাড়ীতে ভাঙন ধরেছে! একদিন সে সত্যিই কিরিলদের বাড়ী চললো।

* * * *

সেদিনই কিরিল ও স্টেস্কার মধ্যে এক প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেছে। দুজনে আলাদা ঘরে শুয়েছিল। স্টেস্কা সারারাত জানালার ধারে বসে কেঁদেছে। ভোরে এসেই কিরিলের পাশে বসে সে অনুযোগ করবে ঠিক করলো। হঠাৎ তাকে কিরিলের চোখে বড় খারাপ লাগলো। অথচ এই স্টেস্কাই যখন প্রথম তার মোটর চালাতো তখন সম্পূর্ণ আলাদা চোখে সে তাকে দেখতো! আজ এমন কি হয়েছে যাতে সে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে! কিরিল জোর ক'রে ভালবাসতে চেষ্টা করে স্টেস্কাকে! তাই স্টেস্কাকে খুব ধমক দিয়েই তার অনুশোচনা হলো! সে উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে স্টেস্কাকে আদর করতে করতে বললো—

"তোমার কি হয়েছে স্টেস্কা বল—আমরা দুজনেই তাহলে এত দুঃখ পাই না!"

স্টেস্কা ভেঙে পড়লো—"আমায় ক্ষমা কর কিরিল—তুমি বলে দাও আমি কি করবো। যা বলে দেবে আমি করবো—তুমি তো এখনও আমায় ভালবাসো!"

'কেন বাসবো না' কিরিল উত্তর দিল—কিন্তু তার বলবার সাহস হলো না "হ্যাঁ, তোমায়তো ভালবাসিই!"

ঠিক এমনি সময় কিরিলের মা এসে খবর দিলো যে স্টেফা এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে। খবর পেয়েই কিরিল বিগড়ে গেল! স্টেস্কা বেরিয়ে যেতেই কিরিল বললো "আমি কিন্তু আজই মস্কো যাচ্ছি কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতির বৈঠকে।"

"তাহলে আমাদের বিদায় নেওয়া হলো না"—স্টেস্কা গত রাতে পৃথক ঘরে শোবার কথাটা উল্লেখ করলো!

* * * *

স্টেফার সঙ্গে কথায় কথায় স্টেস্কা আত্মসংবরণ করতে পারছিল না। সে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললো—"সত্যি বলবে স্টেফা—রুবিনকে বিয়ের পর তুমি তাকে ছাড়া……" সে সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছিল না! কিন্তু স্টেফা বুঝলো। স্টেস্কাকে ফিরিস্তি দিয়ে গেল—"আব্রামকে মনে পড়ে? সেই যে লোকটা আগুন সম্পর্কে খোঁজ করতে এসেছিল? সে ছিল একজন! আভাকুমকে চেনো? এরোড্রোমের পরিচালক? ছোকড়া ডেভিডভকে মনে আছে? কাবায়াকিনও তো একজন!

"ঢের হ'য়েছে" বলে স্টেস্কা তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো—"কিন্তু তোমার কোনও বিবেকের দংশন হয়নি?"

"কেন হবে? আমার বরঞ্চ ভালই লাগতো আর……এরা সবাই

পার্টির লোক······” বলে সে এমন অঙ্গভঙ্গী করলো যেন এতে তার কোনই দোষ নেই! সে নির্দ্দোষ।

“আর তুমি কি মনে করো তোমার······একেবারে যুধিষ্ঠির?”

স্টেস্কা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো,

“কেন?—বল না কিরিলের সম্পর্কে চারদিকে কি গুজব রটছে!”

বিজয়িনীর মত ষ্টেফা বললো—“যাও না তাকে জিজ্ঞেস করে এসো, তার কব্জীঘড়ি কোথায়—তাহলেই সব প্রকাশ পাবে!—”

## চার

কিরিল মস্কো চলে গেলে স্টেস্কা শুধু বসে বসে ভেবেছে—কিরিল তাকে আর আগের মত ভালবাসছে না! সংসারের সব কাজেই তার শৈথিল্য দেখা দিল! কখনো কখনো তার মনে হয়েছে যে হয়তো কিরিল অন্য কোনও মেয়েকে ভালবাসে—কি সে চিন্তা স্টেস্কা সহ্য করতে পারে না। সে শুধু নিজের দোষ খুঁজতে চায়—নিশ্চয় সেই কোনও দোষ ক'রে কিরিলকে রাগিয়ে দিয়েছে। হয়তো কিরিল তাকে নিতান্ত গেঁয়ো ভাবছে। যত দিন যাচ্ছে ততই কিরিল নতুন নতুন বই পড়ছে—নতুন নতুন কাজে জড়িয়ে পড়ছে—আর সে শুধু তুচ্ছ সংসার নিয়েই ব্যস্ত! তাই হয়তো কিরিল বিরক্ত হয়! আবার পরক্ষণেই একটী ভাল পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে!— 'মাতৃত্বের দাবী দিয়ে কর্ম্মমুখর স্বামীর সংসার গুছিয়ে রাখাই নাকি রমণীর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য!' স্টেস্কা বিভ্রান্ত হয়ে যায়!

এর মধ্যে একদিন ষ্টেফা এসে আবার তাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল! ষ্টেফা খালি প্রমাণ করতে চায় কিরিল অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছে!

স্টেস্কা উত্তর দেয়—'তা আমি জানি! সন্দেহ নয়—সব খবরই জানি। একদিন কিরিলের ঘড়ি আনতে যেতেই সব কথা প্রকাশ হয়েছে! ফেনিয়াকে টেলিফোন করায় সেও স্বীকার করেছে! সে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে সব বলেছে!'

স্টেস্কাকে সহানুভূতি দেখাবার ছলে ষ্টেফা উপদেশ দিল—"তোমার উচিত ঠিক ওর উল্টোটা করা। তুমি কিরিলকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে থাকো। সে যদি তোমাকে ভাল না বাসে তবে তোমার এত মাথা ব্যাথা কেন?"—দরদ মিশিয়ে তারপরে "আর যদি চাও তো আমিই লোক যোগাড় করে দিতে পারি—বেশ সুন্দর সুশ্রী, তরুণ। ..."

বলতে বলতেই স্টেস্কার টেলিগ্রাম পেয়ে কিরিল মস্কো থেকে এসে পড়ে। স্টেস্কা তাকে জানিয়েছে যে তাদের প্রেমের সমাধি হয়েছে। কিরিলকে দেখেই ষ্টেফা বেরিয়ে গেল—। কিরিল সোজা স্টেস্কার কাছে এসে হাত ধরে বলতে যাচ্ছিলো—"সত্যি আমার কোনও কথা বলবার নেই—" কিন্তু স্টেস্কা খেঁকিয়ে সরে এলো—"যাও যাও" সাধু সাজতে হবে না—লম্পট কোথাকার।"

"ওটাও প্রশংসা হলো আমার পক্ষে। সত্যিকারের লম্পট নই বলেই কথাটা বুকে বাজছে—তুমি নিজেই জান যে লম্পট বা বদমায়েস—কিছুই নই!" কথার মাঝখানেই সে খেই হারিয়ে ফেললো—"সারাদিন কাজ করে অবসর পাই না বড় পরিশ্রান্ত হয়েছি দাঁড়াতে পারছি না"। বলেই কিরিল ধপ করে স্টেস্কার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে—শুধু বললো—"আমায় ক্ষমা কর!"

তার সেই কাতর আহ্বানে স্টেস্কার মন গলে এসেছিল। কিন্তু অবহেলিত নারীর আত্মাভিমান তখন তার ভেতরে গর্জ্জে উঠেছে। কিরিল যতই তাকে বোঝাতে চাচ্ছিল সে ততই অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে।

"আমি তোমায় ভালবাসি—কি করব বল তাহলে?" তারপর কিরিল আদ্যোপান্ত সব ঘটনা খুলে বললে স্টেস্কাকে।

তার কি দোষ? সমাজের কোন ক্ষতি করে নি সে। কারো কোন ক্ষতি হয়েছে কি এতে? হ্যাঁ—স্টেস্কার অবশ্য হয়েছে ক্ষতি। তবে এর জন্যে দায়ী শুধু সেই? মানুষ কি সব সময় তার চিত্ত সংযত রাখতে পারে? সে তো কতবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছে ফেনিয়ার মোহ থেকে! স্টেস্কাকে যে সে ভালবাসতে পারছে না—তার জন্যে সেও কি কম দায়ী নয়?

"তুমি খুব ভাল করেই জান স্টেস্কা যে তোমায় কত ভালবাসতাম। হ্যাঁ, কত রাত গেছে তোমার দেখা পাবার আশায় গাঁয়ের ফক্কর ছোঁড়াদের মত ঘুরেছি তোমার চার পাশে। তুমি বিয়ে করলে তোমার প্রথম স্বামীকে; আমি অবামানিত হয়ে জিস্কাকে বিয়ে করলাম শেষে!"

কিরিল বলেই চলেছে। ভেসে উঠছে তাদের অতীতের প্রেমের রঙীন দিনগুলো।

"বেশ—ইয়ারমার সঙ্গে বিয়ে হলে তাকে তুমি ভালবাস নি?"

হ্যাঁ—ভালবাসতাম বই কি"—স্টেস্কার মনে হচ্ছে কিরিলের যুক্তির কাছে সে যেন হার মানছে ক্রমেই :—

"আমাকেও তুমি কম ভালবাস না?"

"হাঁ—তোমাকে ভালবাসতাম তার চেয়েও অনেক বেশী। মনে মনে কত চেয়েছি তোমাকে এখনো চোখে ভাসে—একদিন আমরা ক্ষেত চষছিলাম, আর তুমি ফিরছিলে মাঠ থেকে। একদৃষ্টে চেয়েছিলাম তোমার দিকে। খালি পায় আসছিলে একটি প্যান্টের পা ছিল গুটোনো।"

বেশ তাহলে মানছ তো যে দুজনকে ভালবাসা যায়।"

"হ্যাঁ আমি তা মানি, আর ফেনিয়াকে মোটেই হিংসা করছি না।"

"আর ঈর্ষা হচ্ছে আমাদের অতীতের অভিশাপ—"

"হ্যাঁ—অতীতের অভিশাপ" স্টেস্কা কেড়ে নিল কিরিলে মুখ থেকে।

"কিন্তু ওটাই যে আমায় পিষে ফেলছে—। তুমি আমার প্রথম স্বামীর কথা বলেছো—তখন আমি ছিলাম ছোট। তারপর থেকে তোমাকে ছাড়া তো কাউকেই ভালবাসি নি, তোমাকেই দিয়েছি বিলিয়ে। সব ছেড়েছি তোমার জন্যে—আমার কাজ, সমাজ সব কিছু ত্যাগ করেছিলাম সে শুধু তোমাকে পাবো বলে। আর তুমি আমায় কি এমনি করে দিলে তার পুরস্কার। আমার কোনই স্থান নেই তোমার পাশে!"……

এতক্ষণ কিরিলের মনে জাগছিল শুধু তারই কথা। কি করে স্টেস্কাকে বলবে সব—কি করে তাকে ফেরাবে—কি করে বোঝাবে যে সে এখনও তাকেই—ভালবাসে! এখন কিরিল বুঝল তার অন্যায় কোথায়। সে বুঝলো—যে এই তারই জন্যে স্টেস্কা করেছে এত ত্যাগ—সবই সে বুঝল—আরও অনুভব করলো যে স্টেস্কার প্রতি তার প্রেম এখনো অবিচল, সে স্টেস্কাকে হারালে বাঁচতে পারবে না। পাগলের মত তাই সে তাকে জড়িয়ে ধরলো—

"স্টেস্কা—স্টেস্কা—সত্যি এত কঠোর হয়ো না" এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে ফেলে স্টেস্কা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—যেন অপবিত্র কিছু ছুঁয়েছে—

"না না—তুমি আমায় ছুঁয়ো না—ছেড়ে দাও আমি যাব—"

কিন্তু কিরিল তখন পাগল হয়ে গেছে। সে স্টেস্কার কোন কথায় কান দিলে না। তাদের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে যে ঘরের চেয়ার টেবিল সব ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে—সেদিকেও তাদের দৃকপাত নেই! সেই ধাক্কায় টেবিলের উপরের বাতি পড়ে ভেঙে গেল। সমস্ত ঘর ভয়াবহ আঁধারে গেল ভ'রে! কিরিল স্টেস্কাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তুলে

এনে বিছানায় শুইয়ে দিল ! তার সঙ্গে জোরে না পেরে স্টেস্কা কাঁদতে লাগলো।

"লক্ষ্মী—কিরিল—না !—না ! আমায় ছেড়ে দাও—তুমি মানুষ না পশু ?—" ধ্বস্তাধ্বস্তি করে অবসন্ন স্টেস্কা কয়েক মিনিট পর চুপ করে পড়ে রইলো...

কিরিলের তখন চৈতন্য ফিরে এসেছে। সে আবার ঘরে আলো জ্বাললো। বিস্রস্তভাবে স্টেস্কার সামনে দাড়িয়ে তার মনে হ'ল কি জঘণ্য কাজ সে করেছে। সে বেশ বুঝলো যে কোন নারীই তাকে এরপরে ক্ষমা করতে পারবে না !—কিন্তু তার বেশী ভাববার ক্ষমতা ছিল না। সে সেখানেই তখনি ঘুমে এলিয়ে পড়লো। সে ঘুমিয়ে পড়লে—স্টেস্কা ক্রমে আত্মসংবরণ করে—চিঠি লিখে—তাকে ছেড়ে চলে এলো—

"কিরিল—প্রিয়তম—এতদিন তোমাকে ছাড়া কিছু জানতাম না। কিন্তু আর নয়। আমি শেরকী বুয়েরাকে—নিজের গ্রামে গিয়ে আবার নতুন জীবন শুরু করবো—। তুমি যেন আমায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করো না—ব্যর্থকাম হতে হবে।"

## পাঁচ

বাড়ী থেকে বেরিয়ে স্টেস্কা ষ্টেশনে এসেই সেরকী বুয়েরাকের বাড়ীতে গদী আঁটা চেয়ারে না বসে কাঠের বেঞ্চের গাড়ীর টিকিট কিনলো। সঙ্গে ছোট্ট কিরিল। সারাটা পথ তার মনে তোলপাড় করেছে গত রাত্রের বিসদৃশ ঘটনার স্মৃতি। কিরিল তার মন প্রাণ জুড়ে রয়েছে—অথচ সে গতরাত্রের ঘটনাও মন থেকে দূর করতে পারছে না। কী বীভৎস দেখাচ্ছিল কিরিলকে—সে যখন জোর করে......।

স্টেস্কা মন স্থির করে ফেললো। দেশে ফিরেই জাকার কাটায়েভকে বলে সে আগের মতই মোটর চালানোর ভার নেবে; বসে থাকবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু গ্রামে এসেই মন ব্যথায় জ্বলে উঠ্‌লো—চারিদিকেই কিরিলের স্মৃতি! গোটা গ্রাম জুড়ে যেন করছে কিরিলের জয়গান—আর স্টেস্কার স্থান কোথায়?

জাকার কাটায়েভের সঙ্গে দেখা করে স্টেস্কা প্রস্তাব করলো মোটর চালানোর কাজের। কিন্তু সে উৎসাহ দিল স্টেস্কাকে এক সম্পূর্ণ নতুন নারী-ট্র্যাক্টর বাহিনী গঠন করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। সামান্য মোটর চালকের কাজ তার অযোগ্য! জাকার কাটায়েভ কিরিলের এক টেলিগ্রাম দেখালো—

"স্টেস্কা এলে তোমার সাধ্যমত সাহায্য করবে—কিরিল!"

এখানেও কিরিল! স্টেস্কা বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল—কিন্তু জাকার কাটায়েভ তাকে বুঝিয়ে রাজী করলো দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। আফিস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় তার মনে হলো—

"আবার নতুন জীবন শুরু করবো—দেবী ধরিত্রী—তুমিই আমায় পথ দেখিও।"

# বসন্ত সমাগম

## এক

সারা দেশে বসন্তে বিহ্বল। নীলাভ আকাশের গভীর নিস্তব্ধতা থেকে শুরু করে শান্ততোয়া নদীর বিস্ফীতি—সবই বসন্ত সমাগম জানিয়ে দিচ্ছে। ভোরের হাওয়ায় প্রকৃতি নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। দেশের জমীতে ফলছে অফুরন্ত শস্য সম্ভার।. যেমন প্রকৃতিতে তেমন মানুষের সংসারেও—নিত্য নতুন অতিথি সমাগম হচ্ছে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। গ্রাম্য সোভিয়েটের সম্পাদক মারাফা কিছুতেই জন্ম তালিকা লিখে শেষ করতে পারছে না। সে গলদঘর্ম্ম হয়ে পড়েছে! যে নারীকে সবাই বন্ধ্যা বলে জানে—কি যাদুমন্ত্রবলে যেন সেও সন্তানের জননীত্ব লাভ করছে! এই যেমন—আনচুরকা কুড়িয়া-কোভার গর্ভে নিকিটা গুরিয়ানভের সন্তানের জন্ম! আনচুরকার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের ওপর আর নিকিটা তো ষাট বছরের বুড়ো! কিন্তু এর পরে যা ঘটলো—তার তুলনায় এও তুচ্ছ! তাতে সমস্ত সোভিয়েট জগৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মিট্‌কা স্পিরিন হচ্ছে শেরকী বুয়েরাকের সবে মাত্র একলা স্বাধীন চাষী। গেল বছর সে ফিরেছে গ্রামে। একা ফেরে নি মিটকা—সঙ্গে এনেছে আধমরা ক্ষয়াটে একটী ঘোড়া। পুঁতির মালা বেচত সে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে। আর যোগাড় করত কুকুর বেড়ালের চামড়া, ভাঙ্গা বাসনকোসন, মরচে পড়া লোহা। ওগুলো জমা দিত ফের "কাঁচামাল-

ব্যবহারিক” বিভাগে। ক্রমে মিটকা নিজেই হয়ে পড়লো অমনি এক জাতের কাঁচামাল! ঘন শ্মশ্রুর রেখা গেল পাতলা হয়ে, চোখ দুটো সব সময়েই ফোলা দেখায় সারা রাত যেন কান্নাকাটি করেছে—ময়লা শতচ্ছিন্ন পাৎলুন বিশ্রী ফুলে থাকে গায়—পিঠ কুঁজো!

গ্রামে ফিরে এলে সবাই মিটকার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাত। সন্ধ্যেয় বসে সে গল্প করত সবাইকে তার টাকা রোজগারের কথা! ধাতব কারখানার হাসপাতালে থাকবার সময় কিরিল ঝদারকিন তাকে দেখতে আসত রোজ! ক্রমে তাদের সে আগ্রহ উবে গেল।

সে বসন্তে আবার মিটকা সবাইকে চঞ্চল করে তুললো। তার স্ত্রী এলেনার গর্ভে হলো চার চারটি সন্তান!

মিটকা স্পিরিণের স্ত্রী এলেনা প্রথম সন্তান প্রসব করলে মিটকা উল্লসিত হয়ে তার বিছানার কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল—“কিছু ভাবিস না—ছেলে হয়েছে—পরে ও কাজে আসবে!” একটু পরেই খবর গেল যে এলেনার দ্বিতীয় সন্তান হয়েছে। মিটকা আশ্চর্য্য হয়ে বললো —“ঠিক বলছো—তোমার ভুল হয় নি? দুটো ছেলে—কি বলছো?”

কিন্তু তৃতীয় সন্তান হলে সে পাগলের মত হলো—ঘাম ঝড়তে লাগলো তার গা দিয়ে—এদের সে খাওয়াবে কি ক’রে? ধাইএর কথা তার কানেই গেল না যে চতুর্থ সন্তান এই মাত্র প্রসব হয়েছে। সে হতভম্ব হয়ে ভাবছিল—

“লজ্জায় মাথা মাটীতে নুইয়ে পড়লো—এ কী কাণ্ড? লোকে বলবে কী আমাকে? তিন তিনটী ছেলে?” এলেনাকেই এসবের জন্য দায়ী করে সে ক্ষেপে গেল!

“এসব কী করছিস্? শয়তানের সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলি নাকি হারামজাদী? একঝাঁক পঙ্গপাল বিয়োচ্ছিস্ যে?”

চারিদিকে নানা কুৎসা রটনা হয়ে গেল। যার যা ইচ্ছে গুজব রটাতে লাগলো—কেউ বলছে যে মোটেই চারটে ছেলে হয় নি—একই ছেলের চারটী মাথা। কেউ বলে—কোনটার এক চোখ, কোনটার মাথায় শিং কোনটার পায়ের বদলে মাছের লেজ। গ্রাম থেকে তাই চারজন বিধবাকে পাঠানো হলো সত্য ব্যাপারটী জানবার জন্য। মিটকার ঘুম গেছে! সে পাগলের মত হয়ে পড়েছে—কোন কাজে মন বসাতে পারছে না। ভাবতে ভাবতে মাথার চুল গেছে সাদা হয়ে। অবশেষে থাকতে না পেরে আবার এলেনার ওপর তম্বী করে—"এসব কখনোই মানুষের ছেলে হতে পারে না—একজনের চারটে ছেলে, তুই শয়তানের সাথে রাত কাটিয়েছিলি। তুই সামগ্রিক চাষের ক্ষেতে যা। সেটাই তোর উপযুক্ত যায়গা। বছর বছর গরু ঘোড়ার মত দলে দলে ছেলে বিয়োবি। তোর জন্যে তারা আলাদা খোঁয়াড় করে দেবে। তাদের পঞ্চবার্ষিকী সংকল্প আছে। আর তা এক বছরেই পূর্ণ করতে হ'বে তাই বছর বছর অন্ততঃ পাঁচটী ক'রে ছেলে না বিয়োলে তোর চলবে কেন? এখনি থামলি কেন?

"এম্নি করলে কিন্তু তিনটের গলা টিপে খালি একটাকে বাঁচিয়ে রাখবো তখন দেখবে মজা……"

"ওদের গলা টিপে মেরে আমাকে জেলে পাঠাবি কেমন? তা হবে না—বিইয়েছিস যখন তখন তোকে পালতে হবেই……"

কাঁদতে কাঁদতে এলেনা বলে—"ওদের মারতেও পারবো না—খাওয়াতেও পারবো না…"

এমনি চলছিল তাদের হাসি কান্নার সংসার।

একদিন সিভাসেভ এসে ভোরে তাকে ডাকলো—"কইগো আলাদা চাষী—হাত দাও দেখি।" সিভাসেভকে সে জানে। স্বাধীন ব্যবসা যারা করে তাদের সে দুচোখে দেখতে পারে না। জেলা পার্টি কমিটির

সে সম্পাদক। হঠাৎ সে এলো কেন তার কাছে? মিটকা আশ্চর্য্য হয়ে কারণ খোঁজে…

"কই তোমার ছেলেদের দেখাও—কেমন হয়েছে সব—"

"আমার ছেলে—তাতে আপনার কী? ঐ ওর কাছে যান—", বলেই এলেনাকে দেখিয়ে দিল। এলেনার কাছে এগিয়ে এসে সিভাসেভ বললো "তোমার মত আমেরিকায় একজনের পাঁচটী ছেলে হয়েছে জানো?" সিভাসেভের কথায় মিট্‌কার বুকে সাহস এলো—তাহলে সেই একা এত যাতনা সহ্য করছে না।

"আরে এ রাক্ষসী শুনছিস কমরেড সিভাসেভ কি বলছেন? আমেরিকায় কে নাকি তোর মত পাঁচটাকে বিইয়েছে!"

এলেনা বিছানায় পড়ে আছে। বারবার চেষ্টা করেছে কিন্তু উঠতে পারে নি। যতবারই উঠ্‌তে গেছে—ভেতর থেকে তীব্র ব্যথা যেন তাকে টেনে ধরেছে—। সে আবার এলিয়ে পড়েছে কাঠের তক্তপোষে—হাজার হাজার ছারপোকার ভেতরেই। চারটিকে সে দুধ দিতে পারে না। ওর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটিকে বুকে করে দুধ দেয়—আর বাকী তিনটেকে ন্যাকড়া জড়িয়ে একপাশে রেখে দেয়। তারাও শুকিয়ে যাচ্ছে—!

"এই তো বুঝি সে চারজন" বাচ্চাদের দেখতে দেখতে সিভাসেভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল! আমাদের অভিনন্দন নাও—এলেনা।" একের পর একটি করে সেই বাচ্চাদের জানালার পাশে নিয়ে সিভাসেভ ভাল করে দেখল—যেন কি অমূল্য সম্পত্তি!

সিভাসেভের আদর করা দেখে এলেনার কণ্ঠরোধ হয়ে এল উচ্ছ্বাসে, কথা কইতে গিয়ে বলতে পারছে না—ঠোঁট কাঁপছে!

"আমেরিকায় তারা আমাদের মত সেই পাঁচটী ছেলেকে ঘেন্না করে না। বরঞ্চ তাদের নিয়ে কেমন সুন্দর সুন্দর ছড়া কেটেছে।

আমরাও এবার দেখবো। যাও তো আমার ঘোড়ার পিঠে থেকে বস্তাটা নামিয়ে নিয়ে এসো।"

তারপরে মিটকা বস্তা আনতে গেলে—এলেনার পাশে বসে—"রাস্তা ঘাট একটু পরিষ্কার হলেই আমরা এদের নার্সিং হোমে পাঠাবো। আমরাই তোমার ছেলেদের যত্ন করবো। একজন ফটোগ্রাফার পঠিয়ে এদের ফটো নেব। তারপরে সেগুলো কমরেড স্ট্যালিনকে পাঠিয়ে দেবো! তিনি কি বলেন জানো—আমাদের একটি আইন করা দরকার যে প্রথম দুই ছেলে হবে মায়ের সান্ত্বনা—কিন্তু তৃতীয় ছেলে হলেই সরকার তিন হাজার টাকা দেবে তার জন্যে। চতুর্থ সন্তান হলেই সে সরকারের কাছ থেকে অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা পাবে।"

সিভাসেভের কথা শুনে এলেনা আনন্দে বিগলিত হয়ে পড়লো। কতবার তার ইচ্ছে হলো সিভাসেভকে মনের গোপন সাধের কথা বলে। ছেলেদের নিয়ে সে কি করবে—কিন্তু ভাবের আবেগে ভাষা ভুলে গেছে যে!

"কি লজ্জা করছিল আমার, কত লোকে কত কথা রটাচ্ছিল আমার নামে! আর বলব না কোন কথা কাউকে!"

"না বললে কি হবে আমি জানি সব!"

"কেমন করে জানলেন—" চোখে ফুটে উঠল এলেনার তীব্র জিজ্ঞাসা।

"সে জানি। আমারও তো ছেলেমেয়ে হয়েছিল কিনা। প্রথম ছেলে হলে কি আহ্লাদ। দ্বিতীয়টী হলে একটু কম। এমনি করে যখন পরপর ছটি ছেলে হলো সবাই বিরক্ত হয়ে উঠল!"

কনুই-এ ভর দিয়ে এলেনা উঁচু হয়ে উঠেছে।

"আর আমি ভেবেছি লোহার মত নিষ্ঠুর মন বোধ হয় আপনাদের।

ওই যে ওই—দ্বিতীয়টিকে আর একটু কাছে সরিয়ে দিন—" তারপরে শান্ত স্বরে "আজ তিন দিন হলো ওর পেটে একফোটা কিছু পড়ে নি।"

'আর স্ট্যালিন...... তিনিও আপনাদেরই মতন ?

"কি আমার মতন ?" অপমানিত হলো সিভাসেভের অহংকার। তাঁর কছে তো আমি হচ্ছি মশার মত !"

মিট্‌কা বস্তা নিয়ে এলে সিভাসেভের হাতে বস্তা দেবার সময় মিটকা বললো :

"আমাকে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে কমরেড সিভাসেভ! আমিই সবার আগে পঞ্চাস্লেতী খামারে যোগ দিয়েছিলাম। সোভিয়েটের জন্য জীবন দিতে আমি রাজী !"

"তোমার জীবন ? তারা তোমার জীবন নিয়ে কি করবে ?" খেঁকিয়ে উঠ্‌লো এলেনা !

হতভম্ব মিট্‌কা তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে !

সিভাসেভ বস্তাথেকে চারটে কম্বল—বিছানার চাদর—নতুন পোশাক বের করে তাদের দিলো। মিট্‌কার জন্যেও একটা নতুন. সার্ট দেওয়া হলো !

"তোমাদের ছেলেদের জন্যে জেলার পার্টি কমিটি তোমাদের এইসব উপহার দিয়েছে—আর এই নাও—এলেনা দুইশো টাকা—এদিয়ে আপাততঃ খরচ চালাও !" টাকার থলে হাতে নিয়ে মিটকা বললো।

"সোভিয়েট চাইলে আমাদের এসব করতে হবে বইকি ! আমরা সবাই শ্রেণী সচেতন।"

"শ্রেণী সচেতন হও আর নাই হও দয়া করে টাকাটা এলেনার হাতে দাও।" সে রাতেই ডাক্তার কাটায়েতও এসেছিল তাদের দেখতে।

সেবারের বসন্তের রূপই ছিল কেমন যেন ভিন্ন। বুড়ো নিকিটা গুরিয়ানোভেরও বুড়ো বয়সে ছেলে হলো !

মাঝ রাত্তিরে উঠে বুড়ো আনচুরকাকে জাগিয়ে তোলে—

"দেখই না—খোকা পেচ্ছাপ টেচ্ছাপ কিছু করল কিনা?"

"কি হচ্ছে—আনচুরকা ধমকে দেয় "যাওনা শুতে!"

"তো মুখ অমন করছে কেন খোকা?"

"সে ওর খুশী!"

নিকিটা আর আনচুরকার মিলন হয়েছে অকস্মাৎ! গতবছর ফসল মারাই-এর সময় একদিন নিকিটার দলের সামনে দিয়ে আনচুরকা একটা রোগা মুরগী নিয়ে ডাক্তার দেখাতে দৌড়চ্ছিল!

ঐভাবে দৌড়তে দেখে দলের সবাই হেসে উঠ্‌ল! নিকিটা পথ আটকে বলল "দেখি কি হয়েছে মোরগের!" আনচুরকার হাত থেকে মোরগটা টেনে নিয়ে খুব ভালকরে দেখলে নিকিটা। তার জিবের তলায় একটা কাঠের টুকরো আটকে থাকা থেকেই এত বিপত্তি। নিকিটা সেটা বের করতেই মোরগটা আবার সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল!

এতক্ষনে নিকিটা আনচুরকার মুখের দিকে তাকাবার অবসর পেল। তার বয়স চল্লিশের উপর—কিন্তু নিকিটার কাছে সে তখনো খুকী! সামনের তিনটে দাত পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে কি? মেয়ে মানুষ দাঁত দিয়ে কি করবে? তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে এক সবল মেয়ে বয়স হলেও দেহে যার জড়তার লেশ নেই! গালের রক্তিমাভা এখনো নষ্ট হয় নি!

তবে নিকিটার মনে আছে আরও বছর কুড়ি আগে আনচুরকা তাকে আমলই দেয় নি। কিন্তু আজ আর সে দিন নেই। আজ আনচুরকার বয়স চল্লিশ—আর তার ষাট, কারুরই কিছু বলবার নেই।

"কি যে করছ—মোরগগুলোও দেখছতো একা থাকে না আর তুমি সারাটা জীবন একলা কাটাচ্ছ, তোমার বিরক্তি ধরে না?

"মতলব কি তোমার বলেই ফেল না?"

আনচুরকা অত সহজে ধরা দেবার মেয়ে নয়। তবে তার চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

তার গা ঘেঁসে ফিসফিস করে নিকিটা বললো "আজ এসো সন্ধ্যায় কেমন?" আনচুরকা নীরব।

বাতায়ন তলে নিকিটা অপেক্ষা করছে আনচুরকার। প্রথম অভিসার রজনীর উৎকণ্ঠা তার মনে।

আনচুরকা তাকে নিরাশ করে নি। সে এল আঁধারে আত্মগোপন করে। নিকিটার সঙ্গে তার কোন কথাই হয় নি। অথচ সে ঘর বাঁধবে বলেই এসেছে বিছানা পত্তর সব কিছু নিয়ে।

চোখের নিমিষে আনচুরকা ঘর গৃহস্থালীর ভার নিল পাকা হাতে। ঘর বোঝাই জঞ্জাল পরিষ্কার করতে করতে তার গোমরানি ভালই লাগছিল নিকিটার! প্রথম প্রেমের মাদকতা!

আনচুরকার সান্নিধ্যে নিকিটা পেলো নব-জীবন। শীতেও এবার তাঁর মনের কোণে সুপ্ত কামনা উঁকি ঝুঁকি মারে না। কি আশ্চর্য্য এতদিন শীতের প্রথম আবির্ভাবেই তার মন হত উদাসী—। সে মাঠে বেরোতো না, ঘোড়া নিয়ে কোনও রকমে বাড়ীতেই সময় কাটাত। কখনো হয়তো বাজারে যেত—সেখানেও শান্তি নেই।

একবার সে আর তার ভাই মিলে শুরু করেছিল ব্যবসা। কিন্তু খেসারতও দিতে হয়েছে সেই বেআইনী ব্যবসার জন্যে। দুদিন হাজতে আটকা থাকতে হয়েছিল তাদের। আর সে ভুলেও ব্যবসার ধার ঘেঁসে নি।

কিন্তু এবার শীতের ভেতর কি আছে কে জানে। নিকিটা ভোর থেকে রাত পর্য্যন্ত বেরিয়ে বেরালো কাজের ঝোঁকে।

এবার তাদের চুক্তি ছিল জমির কাজ হয়ে গেলে দুজন তাদের মোরগের খোঁয়াড় দেখতে যাবে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। চাষের পরেই সে জড়িয়ে পড়ল অন্য কাজে।

যুগ যুগান্ত ধরে সেয়কী বুয়েরাকের চাষীরা সারা গাঁয়ের জঞ্জাল ফেলত কারপিডি নালাতে। ঠেলাগাড়ী করে বয়ে এনে উপর থেকে ঝুর ঝুর করে ফেলে দেয়াই ছিল তাদের কাজ। এমনি করে জমে ওঠা পচা আবর্জ্জনার গন্ধে অশেপাশের দুচারখানা গ্রামের লোকের জীবন হয়েছিল অতিষ্ট। পথচারীদের পথচলা হলো দায়। গ্রীষ্মে মাছির ভনভনানি, লক্ষ লক্ষ মাছির রাজত্ব সেখানে। কত ডাক্তার এল চাষীদের বোঝাতে—যে মশামাছি হচ্ছে রোগের বাহক! তারা ময়লা ফেলা বন্ধ না করলে রোগরাগি ভীষণ বেড়ে যাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। জারের আমলেও যেমন সোভিয়েট আমলেও তেমনই। কত জরিমানা দিয়েছে তারা এজন্য তবু ভ্রূক্ষেপ নেই।

নিকিটার নেতৃত্বে সব চাষীরা ঠিক করল যে আর তারা জঞ্জাল ফেলবে না ওখানে। কিন্তু দেখা গেল নিকিটাই সবার আগে সেখানে ময়লা ফেলেছে।

জরিমানা করা হলে সে বললো,

"কি জানি কি করে কি হলো। আমি তো ওখানে যাব বলে বের হই নি। মনে হচ্ছিল আমি যেন অন্য কোথাও নিয়ে চলেছি ওগুলো। ওমা হটাৎ তাকিয়ে দেখি এখানে চলে এসেছি!"

এবার তার চৈতন্য হয়েছে। সে তার দলের সবাইকে জড়ো করে রাতারাতিই জঞ্জাল সরাতে লাগল। পরের দিন সবাই তো অবাক। তারাও লাগল সে কাজে। দেখতে দেখতে নালা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু গাঁয়ে এপিখা চ্যাণ্টসেভের মত লোক থাকলে কি উপায়?

এপিখা হচ্ছে ষষ্ঠদলের অধিনায়ক। সে এক বুড়োর কাছে শুনেছিল যে ঐ গ্রামের বাইরে এককালে জমিদারের খুব বড় আস্তাবল ছিল। কি করে তার ঠাকুরদা সেই জমিদারের কাছে মার খেত তার কাহিনী বলত বুড়ো সবাইকে ফলাও করে।

'বেড তো কিছুই নয়! কোন মেয়ে যদি খারাপ কিছু করত তো সে হতভাগীকে ধরে এনে মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হত। তার চেয়ে অপমান আর কি হতে পারে?"

"কোথায় ছিল সেই আস্তাবল? এপিখা জিজ্ঞেস করল তাকে।

"কেন এই ওখানে।"

গল্পের শেষটা না শুনেই এপিখা উঠে চলে গেল।

সে রাতেই—জমীদারের আস্তাবলে মশাল জ্বালিয়ে এপিথার দল মাটি খুঁড়তে লাগল। কয়েকদিন পরে সবাই অবাক হয়ে দেখল এপিখা পেয়েছে বিরাট সারের স্তূপের সন্ধান।

ঐ সারের স্তূপ নিয়ে কিছুদিন নিকিটার সঙ্গে এপিথার বেশ রেষারেষি চলে। একদিন তো নিকিটা চুরিই করল এপিথার সার। চুরি করা সার দিয়ে মনের আনন্দে নিকিটা জমি চষতে শুরু করলো।

তারপরে নিকিটা নজর দিল আস্তাবলের দিকে। তাদের আস্তাবলের দায়িত্ব ছিল অন্যের উপর কিন্তু তা হলেও নিকিটা প্রায় দুসপ্তাহ সেখানে থেকে আস্তাবলের অবস্থা অনেক ভাল করে দিল।

এতেও তার কাজের শেষ আছে কি? সে এবার পড়ল চাষবাসের যন্ত্রপাতি নিয়ে। যন্ত্রপাতির পরে নিকিটা পড়ল খোঁয়াড় পরিষ্কার করা নিয়ে।

বাড়ী ফিরে আনচুরকার কাছে সে অনুযোগ করল "মিটকা স্পিরিনকে আমার দলে ঢুকিয়েছে। অবিশ্যি, না করেই বা উপায় কি? আজকাল কি আর কাউকে আটকাবার জো আছে?

রাতারাতি মিট্‌কা বিখ্যাত হয়ে পড়লো! মস্কোর খবর কাগজে শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলো যে এলেনা একসঙ্গে চারিটী শিশু প্রসব করেছে। তাথেকে সমস্ত জেলায় জেলায় খবর কাগজে তাদের ফটো উঠ্‌লো।

তখন গ্রামের সবাই তাদের সমীহ করতে শুরু করলো।

"কিন্তু কি করে তোমারা তাদের সব দেখা শোনা করো ?"—বিস্মিত গ্রামবাসীরা জিজ্ঞেস করে।

"কেন ?—এলেনা এখন নরম বিছানায় শুয়ে থাকে। ছেলেদের জন্যেও তেমনি সুন্দর বন্দোবস্ত হয়েছে। আমরা একটা ভাল বাড়ীও পেয়েছি থাকবার জন্যে। আগে এখানে সব বড়লোকেরাই থাকতো !"

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিতেই যে আজ সে এত ভাগ্যবান এটা বুঝেই মিট্‌কা মনে মনে ঠিক করলো, আর স্বতন্ত্রভাবে কাজ না করে সেও সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রে যোগ দেবে। তাই সে তার ঘোড়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কৃষিক্ষেত্রের সভাপতি গ্রিসকা ঝেনকিন—তার ঘোড়াটাকে তেমন আমল দিল না। তবে তারা একেবারে মিটকাকে নিরাশ না করে তার রুগ্ন ঘোড়াটাকেও নিয়ে নিল।

সেদিন বিকেলেই উল্লাসভরে মিটকা ছুটে গেল এলেনার সঙ্গে দেখা করতে। এলেনার কাছে গিয়ে ব্যাপারটাকে একটু রংচঙিয়ে বেশ ফলাও করে বললো। এলেনা তাকে জিজ্ঞেস করলো সে তাহলে কোন দলে যোগ দিয়েছে।

"নিকিটা গুরিয়ানভের—মাইরি বলছি সে নিজেই আমায় ডেকে নিয়েছে।"

"কিন্তু তা বলে শুধু শুধু কাঁড়া কাটছো কেন ?"

এবার মিটকা একটু চমকে গেল। ঐ মাতৃসদনে আসবার পর ও সিভাসভের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে এলেনা যেন ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে। মিটকার প্রত্যেক কাজেই এখন সে কৈফিয়ৎ চায় ! বাধ্য হয়ে মিটকা উত্তর দেয়—

"ও কিছু না—এমনিই বেরিয়ে গেল।" কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে সে মনে মনে এলেনাকে ভয় করতে শুরু করেছে।

"অত সোজা নয়—কীড়া এমনি এমনি মুখ থেকে বেরোয় না ..." ভ্রূ-কুঁচকে এলেনা জানালো!

"তা হবে—আমি তাহলে নিকিটার দলে নাও যেতে পারি। কোন শালা মিথ্যে কথা বলে—তারা আমায় একটা দলের ভার দেবে—জানো ?"

তার বলবার ভঙ্গীতে এলেনা গেল রেগে—সে খেঁকিয়ে উঠলো—"হুঁ, তারা তোমার দুই পকেট ভরে দেবে—আমি কিন্তু সামগ্রিক কৃষি ক্ষেতে যোগ দিতে পারবো না।" বলেই সে বোতাম টীপে নার্সকে ডেকে পাঠালো। নার্স এলে তার সঙ্গে মিটকাকেও বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তবে এলেনা শান্ত হলো।

মিটকা চলে গেলে—এলেনার মনে ভেসে ওঠে সমস্ত অতীতের স্পষ্ট ছবি! যতবারই মিটকা এসেছে—ততবারই এরকম অবস্থা হয়! সে হয়তো ফিরে এসেই মাতলামীর ঘোরে জিজ্ঞেস করতো—

"কে বাড়ীর কর্ত্তা রে শালী ?—"

"তুমি মিট্রী—!

"তবে—আমায় জিজ্ঞেস না করেই কেন অমুক কাজ করেছিস্ ?" বলেই হয়তো দুমাদুম এলেনাকে মারতে শুরু করতো! কখনো কখনো তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এলেনা বাপের বাড়ী পালিয়ে যেতো —কিন্তু তাতেও সে রক্ষে পেতো না। পেছনে পেছনে মিটকাও সেখানে যেতো। এলেনার বাবা কিন্তু জামাইএর সঙ্গে ভডকা খেতে খেতে বলতো—"মিট্রী এলেনাকে ভগবান তোমায় দান করেছেন। তুমিই ওর কর্ত্তা—ওকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিও। শুধু মেরো না—। না যেতে চাইলে...গাড়ীতে বেঁধে নিয়ে যেয়ো।" মিট্রীও তাই করতো। তার পর থেকে এলেনা নিরীহ জীবের মত

থাকতো। এর আগে তাদের কয়েকটী ছেলে হয়েছিল কিন্তু তার একটাও বাঁচে নি! এবার তাকে প্রসূতি আগারে আনা হয়েছে! বড় বড় সাজানো ঘর—সব খোলা মেলা! প্রচুর আলো বাতাস! কয়েকদিন আগেই—তরুণ পাইয়োনিয়াররা এসে 'সাম্যবাদী মাতা'কে ফুলের তোঁড়া দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে!…

ক্রমেই এলেনার চোখে নতুন জগৎ খুলে যাচ্ছে! আগের সমস্ত কদর্য্য ভাব লোপ পাচ্ছে। তার জায়গায় দেখা দিচ্ছে মাতৃত্বের গর্ব্ব—সন্তান গর্ব্ব—নিজের উপর প্রগাঢ় আকর্ষণ!

সেই বসন্তেই মিটকা যোগ দিল সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রে! বীজ বপনের সময় এসেছে। সকলে তাই নিয়ে ব্যস্ত। ষষ্ঠ দলের নেতা এপিখা চ্যাণ্টসেভ—কাউকে না বললেও নিজে মনে মনে ঠিক করেছে যে অন্ততঃ নিকিটার চাইতে বেশী ফসল করতে হবে তাকে। অনেক জমিতেই তখন বীজ বপন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু নিকিটা তখনও বীজ বপন না করে জমী চষছে! নিকিটা জানে বসন্তের উপর ভরসা রাখা কঠিন। কাদায় বীজ বোনা যেতে পারে। কাগজে লিখছেও তাই। বীজ বোনা হয়তো ভালই হবে—কিন্তু তারপর বৃষ্টি হলে—তখন? কাজেই সে আরও কিছু দেরী করে দেখতে চায় ভাল করে। কেউ তাকে উপদেশ দিতে গেলে সে যায় রেগে…

"দেখো আমায় রাগিয়ো না। স্ট্যালিনের সঙ্গে তামাসা করবার জন্যে আমি বলে আসি নি যে বিঘায় তিরিশ মণ ফসল ফলাবো! আমাকে নিজের মনে কাজ করতে দাও। আমি দেখেছি পরীক্ষা করে যে মাটী এখনো ঠাণ্ডা। এখন ফসল ভাল হতে পারে না!" সিভাসেভ এসেছিল তাকে বোঝাতে কিন্তু তাকেও নিকিটা হাঁকিয়ে দিয়েছে।

পৃথিবী আচ্ছন্ন! নিটোল তরুণী প্রথম স্বামী-সঙ্গের পর যেমন অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়ে বিছানায়—পৃথিবীও তেমনি বিহ্বল! এবার সে নিকিটাকে আহ্বান করছে ইঙ্গিতে!...

অনেক আগে কিরিল ভেবেছিল আলাই নদীতে একটা বাঁধ দিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে জল সেচনের ভাল বন্দোবস্ত করার কথা। লোকে তখন তার যুক্তিতে বেশী আস্থা স্থাপন করে নি। তবে আজ আর সেটা শুধু পরিকল্পনা নয়—প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আগে যেটা পড়ো চাষীর জমীই ছিল—আজ সেখানে বিরাট কলকারখানা গড়ে উঠেছে। হাজার হাজার লোক খাটছে! একটু দূরেই চমৎকার উড়ো জাহাজের আড্ডা করা হয়েছে। তার পাশেই হচ্ছে সহরের বড় সিমেণ্টের কারখানা। ফলে সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের উৎপন্ন ফল মূলের ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাই কৃষিক্ষেত্রের কর্ত্তাদের নজর দিতে হচ্ছে বেশী উৎপাদনের দিকে। জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করতে গেলে আলাই নদীর বাঁধ বিশেষ প্রয়োজন! তাই আবার সকলে উঠে পড়ে লেগেছে নদী বাঁধতে। কিন্তু তাতে প্রচুর খরচ। অন্ততঃ তিন হাজার শ্রমিককে শস্তা, শাবল, কোদাল নিয়ে কাজ করতে হবে! এছাড়া, ঘোড়া, সিমেণ্ট—ইট-পাটকেল তো থাকবেই। মোট কথা সরকারী সাহায্য না পেলে সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রে নিজের ঘাড়ে এ দায়িত্ব নিতে পারে না। শুধু তাই নয়। নানারকম কৃষি-ক্ষেত্রের দলের সবাই আবার একমতও নয়! যারা ডেয়ারী ফার্ম্ম করে গরু ঘোড়া নিয়ে কাজ করে তারা দেখলো যে বাঁধ দিলে তাদের গরু-ভেড়া চড়াবার যায়গা নষ্ট হবে। তারা তাই চায় পুকুর—বাঁধ নয়! শুধু মাত্র যারা ফল মূল বিক্রী করতো সেই সামগ্রিক চাষীরাই বাঁধ দেবার স্বপক্ষে!

কিছুই সিভাসেভের নজর এড়ায় নি! সে তাই সমস্ত চাষীদের ধরে নানা রকমে বোঝাতে চেষ্টা করছিল—কেন এ বাঁধ দেওয়া ভাল! ফলে ক্রমে ক্রমে ছেলে বুড়ো সকলেই বাঁধের পক্ষে মত দিল। সকলের

সমবেত চেষ্টায় সেই বাঁধ দেওয়া হয়ে গেল, শুধু তাই নয়—সেখানে দেখতে দেখতে ছয় সাতটা স্কুল গড়ে উঠ্‌লো। কেউই আর তাতে আপত্তি করলো না। তুমুল আপত্তি উঠ্‌লো কিন্তু থিয়েটার ঘর করা নিয়ে।

প্রস্তাব ছিল—প্রায় তিন হাজার লোকের বসবার উপযুক্ত স্থান নিয়ে থিয়েটার ঘর করা হবে। থিয়েটার ঘর করা সম্বন্ধে কোনও মতভেদ ছিলনা—তবে কোন গ্রামে করা হবে—তাই নিয়ে হচ্ছে বিরোধের মূল। সকলেই চায় তার গ্রামে হওয়া! সিভাসেভের বাড়ীর সভায় হয়তো পোল্ডোমাসোভোর প্রতিনিধি বলছে—

"আমাদের গ্রামের অতীত ঐতিহ্যের দিকে নজর রাখলে—সেখানেই এটা করা উচিৎ! পারস্যের শাহ্‌ আমানুল্লা আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে গেছিলেন। শুধু তাই নয়—এখানের গর্কী পাহাড়ে ভাল মাটী পাওয়া গেছে। শীগ্‌গীরই এখানে বড় শিল্প গড়ে উঠবে—। তখন এর প্রতিপত্তি আরও বেশী হবে।"

তখন হয়তো আলাই এর প্রতিনিধি উঠে বললো—"অনাদি কাল থেকে আলাই হচ্ছে বাজারের আড্ডা। এখানে সকলকেই আসতে হবে। এখানে শিল্প রয়েছে এবং এটাই সব জায়গার কেন্দ্রে অবস্থিত। অতএব এখানেই থিয়েটার ঘর হওয়া বাঞ্ছনীয়! এছাড়াও আলাইএর অতীত ঐতিহ্য আছে!"

অবশেষে এপিখা উঠে সব সমস্যার সমাধান করেছিল। থিয়েটার ঘর ব্রসকীতে করা হক। আমাদের অতীত ঐতিহ্যের দরকার নাই। বিপ্লবী ইতিহাসে ব্রসকীর দান বেশী। সেখানে চমৎকার পার্ক রয়েছে। জায়গাও ভাল। দূরের গ্রামের লোকেরা মোটরে, বাসে যাতায়াত করবে —তাহলেই চলবে।

ফলে থিয়েটার ঘর ব্রসকীতে করা হলো। ব্রসকীর হলো রূপান্তর—ইয়োরোপের যে কোন প্রধান নগরীর সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে।

## এক

"আচ্ছা প্রেম কাকে বলে? অস্তগামী সূর্য্যের ম্লানায়মান রশ্মি থেকে আহৃত প্রেম কণা দিয়ে পূর্ণ আমার বিরাট উদার প্রেম উপহার দিচ্ছি তোমায়। বসুন্ধরার মত নিরেট, উষার মত শুভ্র—এ প্রেম।"...

—জেলে গান গেয়ে গেয়ে নদী বেয়ে যাচ্ছিল! ভলগার জেলেকে রোজ গান গাইতে শুনলেই স্টেস্কা বেরিয়ে আসতো মোহাবিষ্টের মত! তার প্রেমেরই বর্ণনা করছে যেন জেলে! জেলে তাকে পাগল করে দেয়...তার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে ঐ দূরের নীলাভ জঙ্গলের মধ্যে—যেখানে গাছে গাছে ধরেছে অফুরন্ত ফুল—শাখে শাখে ডাকে পাখী! স্টেস্কা এ নির্জ্জনতা সহ্য করতে পারে না! ঘুমন্ত কিরিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে স্টেস্কা—ঘরে অপার্থিব স্তব্ধতা! বুড়ো কাটাই তৈরী করেছে ছোট কিরিলের খাটখানা। ছোট কিরিলের সঙ্গে যখন নদীর পারে বালুতে দুজনে খেলা করে কে বলবে কাটাই বুড়ো হয়েছে? কি ঝগড়ার ধরন—বুড়ো কাঁদতেও বাকি রাখে না। কখনো কখনো ছোট কিরিল তখন পকেট থেকে বিস্কুট বের করে দিত বুড়োকে! তবে থামত বুড়োর কান্না।

তবে খোকা মাঝে মাঝে বুড়োর কথাবার্ত্তা বুঝতে পারত না।

"বুঝেছো—ভগবান যদি করেন, তো তোমাতে আমাতে মিলে আজ

একটা হাওয়া-কল করবো। দেখবে তখন কত টাকা রোজগার করব আমরা।"

"ভগবান কে?"

হাঁ..."মানে"...বুড়ো উত্তর দিতে যাচ্ছিল।

ছোট কিরিল ততক্ষণে একদৌড়ে চলে এসেছে মার কাছে।

"কাটাই বলছে 'ভগবান' আমাদের সাহায্য করবে। ভগবান কে মা? কোন দলের নেতা?"

"অত কথার কি দরকার! থাক গে।" কত তার ভয় হতো যে ছোট্ট কিরিলকে হয়তো পাড়ার ছেলেরা পিতৃপরিত্যক্ত বলে ক্ষ্যাপাবে! কিন্তু সুখের বিষয় তাতো হয় নি—বরঞ্চ সেই সকলের নেতৃত্ব করতে শুরু করেছিল। একদিন সবাই তাকে জিজ্ঞেস করে—"জার কি?

ছোট্ট কিরিলও ঘাড় উঠিয়ে উত্তর দিলো—

"সেই তো ফ্যাসিষ্টদের মাথা!" তাছাড়া কিরিলের গল্প করবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। সন্ধ্যে বেলা হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছেলেদের নানা গল্প শুনিয়ে এমন মশগুল করে রাখতো যে কিরিল না হলে তাদের এক দণ্ডও চলা ভার হয়ে দাঁড়ালো!

স্টেস্কাকেও কেউ কোনও দিন অসম্মান করে নি। অথচ প্রথমে স্টেস্কার কত ভয় হয়েছিল যে বোধহয় সকলে স্বামী পরিত্যক্ত বলে তাকে উপহাস করবে। বরঞ্চ পাড়ার সব মেয়েরা তার কাছে সকালে বিকেলে নানা রকমের উপদেশ নিতে আসতো! কেবলমাত্র ট্রাক্টর চালকদের দৃষ্টির সামনে স্টেস্কা একটু সঙ্কুচিত হত। একদিন সে নিজের কানে শুনলো—কে যেন পেছন থেকে বলছে—

"হ্যাঁ এম্নি সুন্দরীর পেছনে ঘোরা যায়—একে নিয়ে আমি রাত কাটাতে রাজি!..."

কিন্তু অম্নি একজন তাকে ধমকে উঠ্‌লো—

"চুপ—ও তোদের কাট্‌কা নয়!" কাট্‌কা হচ্ছে সব পুরুষদের রীরংসা জাগানো মেয়ে। মুখে কোনও কথা আটকায় না—কারণে অকারণে হাসে! একদিন স্টেস্কা তাকে ধমকালো—

"কি করছো তুমি কাটকা? মাতালের মত এমন করে বেড়াচ্ছ কেন? এমন সুন্দর মেয়ে!"

সে তার উত্তরে কিছু না বলে পটাপট ব্লাউজের বোতাম খুলে স্তনযুগ বের করে দৌড়ে চলে গেল ট্রাক্টর চালকদের মধ্যে।—বলে গেল—"আমাদের দুজনে কোনও তফাৎ নেই।"

"না নিশ্চয়ই আমরা এক নই..." স্টেস্কা ভুলতে পারছে না নিজেকে।

## দুই

হঠাৎ একদিন বরফ পড়ে সমস্ত জমীজমা সাদা হয়ে গেল। সেই বরফের চাপে যত চাষ করা ক্ষেতের এমন ক্ষতি করলো যে তা বলা যায় না।

স্টেস্কার বিগ্রেডে ছয়টী ক্যাটারপিলার ট্রাক্টর দিয়ে জমী চষবার কথা। কিন্তু যন্ত্রগুলো তখনো ভাল ভাবে না সারানো হওয়ায় স্টেস্কা আরও কিছুদিন দেরী করা সাব্যস্ত করলো।

এখন আর আগের মত প্রত্যেকের জমীর আলাদা আলাদা সীমানা নেই। সব আল ভেঙে দেওয়া হয়েছে; শুধু কতগুলো বড় বড় ভাগে বিভক্ত রয়েছে সমস্ত জমীটা। এখন জমীতে ঢুকতে যেতেই সাইন বোর্ড টাঙানো—অমুক বিগ্রেডের এলাকা।

তারপরে বরফ গলতে শুরু করলে স্টেস্কা মাথায় রুমাল বেঁধে তার

দলবল নিয়ে চললো ক্ষেতে! সেই জমাট শীতের মধ্যে ট্র্যাক্টর চালানো সোজা কথা নয়; তবু স্টেস্কার মনে হচ্ছিল যেন এই জীবনই এখন সে চায়—! তার প্রথম জীবনের সফেয়ার বৃত্তি—আর এখনকার ট্রাক্টর চালানোর মাঝে কয়েকটা দিন যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে গেছে সে দিনগুলো…। এখনই সে অনুভব করছে জীবনের বিরাট সার্থকতা।—

## তিন

স্টেস্কা চলে যাবার একটু পরেই কিরিলের ঘুম ভাঙলো। অভ্যাস মত ঘুমের ঘোরেই সে স্টেস্কাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হতাশ হয়ে জেগে উঠ্‌লো! তখনো সে ভাবছিল হয়তো স্টেস্কা পাশের ঘরেই শুয়ে রয়েছে! কিন্তু টেবিলের উপর চিঠি পেয়ে আর কোনও সন্দেহ রইলো না। কিরিল খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লো চিঠিখানা।

তবে ফেনিয়ার সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা নিয়ে স্টেস্কা রাগ করে নি। 'কেন তুমি এমন করলে?'—সত্যিই তো আমি হলেও কালকের অপরাধ জীবনে ক্ষমা করতে পারতাম না!

স্টেস্কা ঘর থেকে নিজের ছবিটী পর্য্যন্ত সরিয়ে ফেলেছে। সেখানে রয়েছে কিরিলের ফটো—আর তার নীচে লেখা—"এখনো তোমার চাষামী গেল না, কিরিল!"…

'সত্যিইতো কিরিলের ভেতরকার চাষা বোধহয় এখনো আগেরই মত! না, এভাবে চলবে না—চাষামনের ধ্বংস করতেই হবে—' কিরিল ভাবে।

কিন্তু তবু কিরিলের সোয়াস্তি নেই।—এক সময় লাঞ্ছিত আত্মাভিমান প্রবল হয়ে উঠ্ছে "কিরিল কারও কাছে ছোট হবে না কোনও দিন!" আবার মনে হয়েছে "স্টেস্কা কেন এত দূরে চলে গেলে?—তোমায় ছেড়ে থাকা যে কত কঠিন তাতো জানো।"

আনুস্কার ঘরে এসে কিরিল দেখলো সে লেপমুড়ী দিয়ে শুয়ে রয়েছে। কিরিলের আসা টের পেয়েই পাকা গিন্নীর মত আনুস্কা বলে উঠলো—"তোমার জন্যেইতো মা তাঁর মার কাছে চলে গেলেন। আমরা তোমায় কত ভালবাসি আর তুমি কিছু কর না! তুমি পেটী বুর্জোয়া নিশ্চয়ই!"

কিরিল তাকে বোঝায়—"না পাগলী তা নয়—এর জন্যে আমি বা তোর মা কেউই দায়ী নই।"

অবিলম্বে আনুস্কা উত্তর দেয়—"তাহলে কি কোন ভগবান? ঠাকুরমা যে সব সময় তার কথা বলেন?"

—"তার চাইতেও খারাপ"—কিরিল উত্তর দেয়!

—"আমি কিন্তু বিয়ের সময় সোজা চুক্তি করে নেব—কেউ কাউকে ঘাঁটাতে পারবে না। কেউ যদি ঘাঁটায় তবে তাকে বিদায় নিতে হবে—ওসব চালাকি চলবে না!"

আনুস্কার ঘর থেকে বেরিয়ে কিরিল বেজায় দমে গেল! মন ভাল করবার অন্য উপায় না থাকায় সে দ্বিগুণ জোরে কাজ করা ঠিক করলো।

তার হাতে তখন একটা কাজ ছিল। কয়েকদিন আগেই শহর পরিষ্কার করার পরিকল্পনা করা হয়। ম্যুনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জীনীয়াররা যে সমস্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে তাতে অনেক টাকার দরকার। কিরিল তাই সব ঝাড়ুদারদের এক বৈঠক ডাকিয়েছিল। সেখানে নিজে খুব ফিটফাট হয়ে চলে যায়। বেশীর ভাগ ঝাড়ুদারই নোংরা কাপড়ে, দাড়ি না কামিয়ে এসে হাজির। কিরিল তাদের সবাইকে কঠিন বিদ্রূপ বাণে

বিদ্ধ করে দেবার পরে—তারা আপনা আপনি সব বাড়ীঘর রাস্তা ঘাট পরিষ্কার করতে থাকে! ইঞ্জিনীয়ারের পরিকল্পনার প্রয়োজনই হলো না!

কাজের মধ্যেই কিরিল শান্তি পেল! ভাগ্যক্রমে বোগদানভ তখন ছুটীতে যাওয়ায় কিরিলের আরও সুবিধা হলো। সে দিনরাত কাজে ডুবে থাকলো। এমন কি ফেনিয়াকে দেখলেও সে এড়িয়ে যেতে লাগলো—তার সামনে পড়লে কিরিলের নিজেকে অপরাধী মনে হয়। একদিন ফেনিয়া কাজকর্ম্মের অবকাশে কিরিলকে সান্ত্বনা দেবার ছলে জানিয়েছিল—

"দরকার হলেই আমি তোমার পাশে দাঁড়াবো—কিরিল তুমি কিছু ভেবো না—আমায় ডাকলেই আসবো!"

কিন্তু কিরিল তাও চায় না! ··

## চার

ঠিক সেই সময় চিত্রকর আরণল্ডোভ সেখানে এলো! সমস্ত রাশিয়া জুড়ে তার জয়গান! তাকে নিয়ে কয়েকদিন কিরিলের বেশ কেটে গেল; কিন্তু তারপরে আবার অবসাদ!

একদিন আরণল্ডোভের ঘরে গিয়ে কিরিল বসলো। সে তখন আঁকছিল! পাহাড় ঘেরা বনের পথে কয়েকটী নগ্ন রমণীর চিত্র! সবাই ঘাসের উপর শুয়ে রয়েছে! এক একজন এক এক ভঙ্গিতে আছে—আর কোনও বিষয় নিয়ে খুব ভীষণ ঝগড়া করছে। একটু দূরে একটা আরাম কেদারায় অন্য একটী অস্পষ্ট চিত্র। সে ছবিগুলোর ভাব কিরিলের বড় চেনা মনে হলো।

"কেনিয়া না ? তাকে তুমি দেখলে কেমন করে ?"

"তাকে পেয়েছি নদীর ধারে। শিল্পীদের অনেক দোষই ক্ষমার্হ। যখন নাইতে জলে নামবেন তার আগে একটু শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন সেই সময় আমার নজরে পড়েন। তাই অপূর্ব্ব সুযোগটী না হারিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনে ধ'রে রেখেছি! তাকে দেখে আমি তারদিকে এগিয়ে যাই কিন্তু তিনি লজ্জিত না হয়ে আমার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে ঠিক এমনি করে তাকালেন। সে দৃষ্টি কিন্তু আমার জন্যে নয়। যার স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন—তার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি আমার দিকে তাকালেন। অপূর্ব্ব সুন্দরী—কিন্তু কেমন যেন নির্জ্জীব! বোধহয় আজ পর্য্যন্ত কোনও যাদুকরের দেখা পান নি যে তার মনের কোঠায় ঢুকতে পেরেছে।"

"হতে পারে ..তবে আমি তো জানি তার কুমারীত্ব নেই।"

"তা হলোই বা!—প্রথম প্রণয় পাত্রই সব সময় জীবন সঙ্গী নাও হতে পারে!—"

"সে যাকগে—ঐ আরাম কেদারায় কে ?

"ওটী হবে কোনও 'মা'—'মাতৃত্ব', বুঝলে ?"

"ঠিক না—"

"দেখছো না এত বিপ্লব, ধ্বংস, টাইফাস, দুর্ভিক্ষের চাপে পড়ে আমরা ভুলে গেছি যে রাজনৈতিক জগত ছাড়াও মেয়েদের অন্য জগত রয়েছে—তাহচ্ছে মাতৃত্বের জগত—মেয়েদের সবচেয়ে সেরা কর্ত্তব্য!"

"ওঃ ওটা যে তোমার অটো ভাইনিঙ্গেরে মত কথা হলো ?"

"না—ঠিক তা নয়—সে বলে যে মেয়ে মাত্রেই পুরুষের চেয়ে হীন; তাই তার ক্ষেত্র হচ্ছে একমাত্র ঘর ঝাড়া, রান্না করা আর স্বামীর যৌন ক্ষুধা মেটানো! কিন্তু আমি তা বলছি না! তোমার মনে নেই? রোমে গিয়ে ধ্বংসাবশেষের ভেতর কেমন দেখছিলাম অতীতে তারা

মেয়েদের মাতৃত্বের কি স্তুতি করতো? জগতে অন্য সব জিনিসের চেয়ে যৌন তৃপ্তি ছিল উঁচুস্তরের জিনিস। সেটাই আমাদের আদর্শ! আমি চাই অন্ত সব জিনিসের সঙ্গে মেয়েদের মাতৃত্বের পূজা—'এই মাতৃত্বই তাদের কুকুর বেড়াল থেকে তফাৎ করে। আমি এই ছবিটী আঁকবো আসন্ন প্রসবা মাতার। বুর্জ্জোয়া সমাজে গর্ভবতীকে সবাই দেখে বীভৎস দৃষ্টিতে। সমাজের পরিবর্ত্তনের—সঙ্গে সৌন্দর্য্যের ধারণাও বদলায়! আমাদের সাম্যবাদী সমাজে গর্ভবতীই হবে সুন্দরী!...... তবে আমি এখনো ঠিক তেমন মেয়ে দেখি নি—যাকে কল্পনা করে ছবি আঁকবো! অনেক গর্ভবতী মহিলাকে দেখেছি—তবু তাদের ভেতর আমি যা চাই তা পাই নি!—"

কিরিলের মনে পড়লো স্টেস্কার কথা। "বন্ধু, তুমি সোজা সেরকী বুয়েরাকে যাও—সেখানে ট্রাক্টর পরিচালকের কাছে চিঠি দিয়ে দেব। সে তোমাকে কয়েকটী চমৎকার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে!"

আরণল্ডোভ তাই করলো।

## পাঁচ

আরণল্ডোভ সেরকী বুয়েরাকে চলেছে। মস্কো থেকে অস্ত্রাখানে যাবার সত্তর ফিট চওড়া রাস্তা! দুপাশে আল ভাঙা শ্যামল শস্য ক্ষেত্র—বাধা বন্ধ হারা! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! শিল্পীর চোখে শাশ্বত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার!

এপথেই আসা যাওয়া করেছে কত শৃঙ্খলিত বন্দী ম্যালেরিয়া-পীড়িত অস্ত্রাখানে নির্ব্বাসনের পথে! আবার এপথের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে পাবিশেভস্কীর অমর স্মৃতি।

আরণন্ডভ খাতা পেন্সিল বার করে সে দৃশ্যের স্কেচ করে নিতে লাগল। সামনে বিছিয়ে আছে পথ—অনন্ত নিঃসীম। যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি বয়ে চলেছে যেন! অতীতের সেই রাশিয়ার বুকচিরে ছুটে চলেছেন চার্ণিশেভস্কী। ছোট ছোট চষা জমী—ভেঙে-পড়া জীর্ণ চার্চ্চ, জড়ানো বেড়া—টেলিগ্রাফের তারের পাশে বস্তা মাথায় দাড়িয়ে ছোট্ট ছেলেটি, দাঁড়কাক—পালে পালে দাঁড়কাক!

থীম!

এইতো তোমার থীমের অফুরন্ত উৎস।—তার মনে পড়ল মস্কোর বিতর্কের কথা। আরণল্ডোভ তরুণ শিল্পীর দলে। শিল্পের সঙ্গে জীবনের অচ্ছেদ্য সংযোগ চায় তারা। গর্ব্ব করেই তারা বলে,

"জনগণের ভেতর নিয়ে যেতে হবে আর্টকে—আর জনগণেরই প্রতিভার সংযোগ ঘটাতে হবে তার সঙ্গে।"

প্রৌঢ় শিল্পীরাও তরুণদের এনীতি মেনে নিল। কিন্তু যখন তরুণদল আবার শ্লোগান তুললো আজকের জীবনের কথা লিখতে গেলে সে জীবনের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দরকার। তখন শিল্পীমহলে বেশ গুঞ্জন উঠলো। প্রৌঢ়ের দল তরুণদের বললো এম্পিরিশিস্ট, ন্যাচারিলিস্ট,—অনেকে বললো—নিও পুপুলিস্ট! অনেকে আবার তাদের দোষ দিত—প্রচারধর্ম্মী বলে। অথচ সবাই জানে উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে কোন শিল্পই সার্থক নয়। তরুণরা উত্তর দিত। "লিও টলস্টয় বলেছেন—"পাঠকের হাত ধরে বিনিয়ে বিনিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কাজ নয় লেখকের! তিনি নেবেন তাদের ঘাড় ধরে টেনে। লেখকের ইচ্ছে মত চলতে হবে পাঠককে।" সুখের কথা যে তরুণদল থেকে বেরিয়েছে আরণল্ডোভের আঁকা অপূর্ব্ব ছবি "পেরেকপ"। সারা রাশিয়া জুড়ে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে তার!

তবু আছে এক শ্রেণীর সমালোচক—যারা দোষ দেখাতে হবে

বলেই খুৎকাটে! তাদের বক্তব্য হলো আরণল্ডোভ প্রামাণিক ভঙ্গী ছেড়ে অঙ্কন শৈলী করেছে অস্বীকার! "ওকে শিল্পী বলে না, বলে পটুয়া।" সেই সঙ্গে ইয়েভগ্রাফএর উপদেশ—"বন্ধু পালাও, এদের বক্তৃতার কাছ থেকে গিয়ে দেশের সামগ্রিক কৃষি ক্ষেত্র—কারখানা—মাঠ ঘাট থেকে আঁকার আদর্শ যোগার কর! এখানে থাকলে মারা যাবে।—" তারই যুক্তি নিয়ে সে বেরিয়েছে। কত দৃশ্য দেখছে। এখানে সে পাচ্ছে প্রতি পদে নবীন জীবনের স্পর্শ।

দেখতে দেখতে আরণল্ডোভ সেরকী থুয়েরাকের কৃষিক্ষেত্রে এসে পড়লো। কাটকা একটা বিরাট 'স্টালিনাইট' ট্রাক্টর চালাচ্ছে!—আরণল্ডোভকে দেখেই তার উচ্ছ্বাস বেড়ে গেল!—কাটকা তাকে ডেকে পাশে তুলে নিল।

আরণল্ডোভ জিজ্ঞেস করলো—

"কদ্দিন তুমি ট্রাক্টর চালাচ্ছো?"

"ক্যাঁথা মোড়া অবস্থা থেকেই।"

"মানে?"

"মানে বুঝলেন না—মায়ের দুধ যখন থেকে খাচ্ছি তখন থেকেই আমি ট্রাক্টর চালাই—এবার বুঝলেন?"—বলেই কাটকা হেসে উঠলো। কিন্তু আরণল্ডোভ ঐ হাসিতে যোগ দিল না। একটা অন্য জিনিসের ওপর তার দৃষ্টি। কাটকার নজর তা এড়ালো না…

"ঠিক নজর করেছেন দেখছি! এইতো আমাদের ব্রিগেড নেত্রী! বেশ টাটকা মাল, অনেক দিন মানুষের ছোঁয়া খায় নি—যান না একহাত দেখুন গিয়ে।"……

"কি অসভ্য তোমার কথা গো?"

"আমি খারাপ তাতে আপনার কি? আপনিও তো চাচ্ছেন

একটা কোনও সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে মজা করতে? সত্যি না? যান না তবে এর কাছে বেশ টাট্‌কা।"...

স্টেস্কা তখন পুরুষের পোশাকে পুরুষালী ঢঙে পথ দিয়ে এগোচ্ছিল। আরণড্রোভ থাকতে না পেরে এগিয়ে গিয়ে অভিনন্দন করলো—! কিন্তু প্রথম প্রণয় জানাতে গিয়ে যেমন প্রণয়ী কথা হারিয়ে ফেলে, ঘাবড়ে গিয়ে ঘামতে লাগে সেও তেমনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আর তার মনে মতে লাগলো—এই আমার ছবির মা হবে। এতেই আছে খাঁটী মাতৃত্ব! এই আমার আদর্শ।

## ছয়

নিকিটার বাড়ীতে উৎসব। অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্যে নিকিটা ব্যস্ত। ঘরদোর চমৎকার সাজানো হয়েছে—দেশের নেতাদের ছবিতে দেয়াল গেছে ভরে। নিউরকা সে সব টাঙিয়েছে নিজে নিজে। অন্য সবার ফটো টাঙানো হয়ে গেলে—নিউরকা বললে—"এবার তোমার ফটো টাঙাবো কোথায়?

"কেন? আমার কেন?"

ধীরে আসছেন সব আগন্তুকরা। ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ।

দৌড়ে গিয়ে নিকিটা গেট খুলে দিল! ঘোড়া থেকে সবাই নামলে নিকিটা সকলেরই ঘোড়ার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল—"সুন্দর তোমাদের ঘোড়াগুলো! তবে ট্রাক্টর হচ্ছে আরও ভাল।"

নিকিটা চলে এলো ঘরে। সেখানে আনচুরাকে জবুথবু হয়ে বসে থাকতে দেখেই তার মেজাজ বিগড়ে গেল! কোথায় সে বাড়ীময়

ছোটাছুটি করে বেড়াবে তা নয় বসে থাকা? আত্মীয় কুটুম্ব সব আসবে আজ আর তাদের সামনে বুড়ীর মত থাকা কি কারও সহ্য হয়?

সে খেঁকড়ে উঠলো—"একটু গতর নাড়, চটপট করে চলা ফেরা কর—দয়াকরে বুড়ী সেজে থেকো না।"

এতক্ষণে নিমন্ত্রিতের দল এসে ভীড় করেছে নিকিটার পর্ণকুটিরে!

"এতদিনে বুঝি গায়ে একটু মাংস লেগেছে!—না? স্বাস্থ্যনিবাসে বুঝি তারা খুব করে মাংস খাইয়েছে? এবার আনচুরকার দিকে একটু নজর দিও!"

নিকিটা শুধু উস্‌খুস্‌ করছিল কিরিলের আসবার জন্যে! স্টেস্কা এসেছে। সম্মানিত অতিথির আসন সে দখল করে নিয়েছে!

"তা বেশ তো—তুমি ওখেনেই বসো—আমার আত্মীয়েরও আসার কথা আছে। তোমরা দুজনেই বসো পাশাপাশি।" মনেমনে বললো—নিকিটা।

জানলা দিয়ে বাইরে তার সজাগ দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয় নি।

টেবিল ভর্ত্তি খাবার, রোষ্ট, মাংস, আলু, বাধাকপি, ভাত, শশা, পাউরুটি, শেষ নেই খাবারের।

সিভাশেভ এলো!

"আরে এসো এসো"—নিকিটা সম্মানিত অতিথিকে অভিবাদন করলো।

"দয়া করে সম্মানিত অতিথির আসনে বসে পড়ো—।"

কই কিরিল তো তবু এলো না! কে যেন আসছে না? জাকার কাটায়েভ আর সঙ্গে যেন কে!

"বসো বসো জাকার—যেখানে ইচ্ছে বসে পড়। আর ইনি কে? চটপট বলে ফেল!"

"আরণ্‌স্ত্রোভ'—জাকার উত্তর দিল—"একজন চিত্রশিল্পী!"

"মানে ?"

"ইনি ছবি আঁকেন।

"স্বাস্থ্যনিবাসে কেমন কাটালেন ?"—জাকার জিজ্ঞেস করল।

"আর বলো না। প্রথমে ঢুকতেই তো তারা আমার দাড়ী দিল কামিয়ে। তারপরেই ডলাই মলাই করে চান করালো! বাষট্টি বছরের জঞ্জাল যেন ধুয়ে দিল শরীর থেকে।"

সবাই হেসে উঠলো!

নিকিটা বলেই চলেছে "আমাদেরও এমনি একটা বাড়ী করা চাই!"

এভাবে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে শুরু হলো খাওয়া! টুঙ্‌টাঙ্‌ কাচের গেলাশ, ডিস, বাটী আর কাঁটা চামচের আওয়াজ। টেবিলের ওপরের পর্ব্বত প্রমাণ খাবার যাচ্ছে অদৃশ্য হয়ে!

এবার স্বাস্থ্যপানের পালা।

"গাঁয়ের সেরা কমরেড সিভাসেভের স্বাস্থ্য পান করছি।"

"আমি পান করছি গোঁড়া কমিউনিস্ট জাকার ভ্যাবিলোভিচ-এর স্বাস্থ্য।"

"আমি 'শত্রু' চ্যাণ্টশেভের।" এবার সুরু হলো নাচ। নিকিটার হাঁফ ধরেছে! কিন্তু আনচুরকার বিরাম নেই। সে নেচেই চলেছে!

নীচের আসরের এক কোণে বসেছিল নিকিটা। একদৌড়ে পাশের ঘর থেকে নিয়ে এল নবজাতককে! ছেলে কোলে নিয়ে নিকিটা সবাইকে দেখাতে লাগল।

স্টেস্কা খুব প্রশংসা করল নিকিটার ছেলের।

আবার নাচ! এবার নিকিটা প্রস্তাব করল,

"আমরা কিরিল ঝদারকিনের স্বাস্থ্য পান করব।" সবাই মুখর হয়ে উঠলো কিরিলের নামে। শুধু স্টেস্কা হাতের গ্লাস নামিয়ে রেখে টেবিলে

থেকে উঠে বাইরে চলে এলো নিশব্দে! তা আরণড্োভের নজর এড়ালো না।

সেও বেরিয়ে এলো স্টেস্কার সঙ্গে সঙ্গে!

"আপনি ছাড়া সবাই তো কিরিলের স্বাস্থ্য পান করলো—আপনি কেন করলেন না?"

"আপনারই বা এত কৌতুহল কেন? দয়া করে ওসব জিজ্ঞেস করবেন না, আবার কিছু যেন মনে করেও বসে থাকবেন না। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত বিষয় থাকে নানা রকমের।"

"ঠিক বলেছেন" আরণড্োভ কথাটা মেনে নিল। কিন্তু তার চোখ রইল স্টেস্কাকেই ঘিরে। সে এগিয়ে গেল আরও কাছে!

তার চোখে চোখ পড়তেই শিহরণ বয়ে গেল স্টেস্কার দেহে! আর একটু হলেই হয়ত সে আরণড্োভকে কড়া কথা শুনিয়ে দিত। তবে সে ওরকম কিছুই করল না। আরণড্োভকে নিমন্ত্রণ করল তাদের ট্রাক্টর চালানো দেখতে!

বাতায়নের ভেতর দিয়ে স্টেস্কা তাকিয়ে রইল দূর দিগন্তের পানে—আবার সেই জেলেদের গান!—

স্টেস্কা চলে যাবার পর থেকে কিরিলের মা স্টেস্কার সব দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার চেষ্টা করলেন! বাড়ীটাতে অনেক ঘর—বুড়ো তিনি সব দিক সামলাতে পারছিলেন না! ক্রমে ক্রমে কিরিলের ঘরে নানা অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ভীড় জমতে থাকল!—গোটা বাড়ী যেন কেমন অপরিচ্ছন্ন আকার নিল! তবু কিরিল সাহস পায় না বাইরের কাউকে ডেকে কাজ করাতে। তার ভয় হয় পাছে সে গিয়ে তাদের গোপনকথা সবাইকে বলে হাস্যাস্পদ করে তোলে!"

নতুন কাজের চাপ কমে গেলে কিরিলের জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠলো। আস্থাকেও এখন বাড়ীতে পাওয়া ভার! সে তার তরুণ পাইওনীয়ার

দল নিয়ে ব্যস্ত। বেচারা কিরিলকে বাধ্য হয়ে মনমরা দিন কাটাতে হচ্ছে।

একদিন সে বসে খবর কাগজ পড়ছে। চারিদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে যেন প্রতিযোগিতার মহড়া লেগে গেছে। ভলগা উপত্যকায় ব্রিগেড নেতা পোলাগুটীন সতেরসো বিঘা জমী চাষ করেছে এক ট্রাক্টর দিয়ে। কে বিঘায় তিনশো কুড়িমণ ফসল ফলিয়েছে এই সব। তাদের সবাইকে ছাড়িয়েছে নিকিটা গুরিয়ানাভ। সে করেছে তিনশ তেতাল্লিশ মণ।

একটু ওল্টাতেই নজরে পড়লো স্টেস্কার প্রশংসা। সেও অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। গোটা সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে তার প্রশংসা হচ্ছে! এমন কি সেও সেই সমস্ত প্রশংসা পত্রের উত্তর দিয়েছে! এক আর্মেনিয়ান সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের নারীর চিঠির উত্তর দিচ্ছে স্টেস্কা—

"অন্য সবাইর মত আমিও মানুষ। সকলেই আমার মত কিংবা আমার চেয়ে বেশী খাটতে পারে। আজিও অন্য সবাইর মত পার্টি, দেশ ও তরুণ কমিউনিস্টদের ভালবাসি। আমার একটী ছেলে আর একটী মেয়ে আছে। আমি সংসারও করি এবং কাজও করি; তাই দেশের লোক আমায় আজ সম্মান করছে। কাজের মধ্যে দিয়েই আমরা জীবনকে অনুভব করতে পারি।"…

চিঠি পড়ে কিরিলের মন খারাপ হয়ে গেল। সে বুঝল যে এ স্টেস্কাকে ফেরানো অসম্ভব। তবু সে তাকে ভুলতে পারে না।…

হঠাৎ কাগজের কোণের একটা খবরে তার মনটা অন্য দিকে ফিরলো—প্যাভেল ইয়াকুনিন, নিকিটা বেলভ ও আইভান সিরোভিন তিনজনে মিলে বহুদূর এরোপ্লেনে সফর দেবে। তাতে নতুন করে প্যাভেলের কথা মনে পড়লো। নাটশা মারা যেতে প্যাভেল পাগলের

মত হয়ে পড়েছিল। সেই সময় কিরিলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল হোটেলে।—তখন প্যাভেল বলেছিল,

"একবার কোনও বক্তৃতায় এক সাহিত্যিক প্রেমের কথা তুলতেই আমি তাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম যে এটা বুর্জোয়া সমাজের ধ্বংসাবশেষ : কিন্তু এখন আমি অনুভব করছি অন্য জিনিস। নাটাশাকে আমি ভুলতে পারছি না—এটাকি অন্যায় হচ্ছে আমার? আমায় ছুটী দিন—আমি আমি একটু আকাশে উড়বো।—"

কিরিল সেই অনুরোধ রেখেছিল। তাই প্যাভেল লেনিনগ্রাডে শিক্ষা নিয়ে আজ দূরপাল্লায় উড়তে যাচ্ছে। কিরিল তৎক্ষণাৎ তাকে টেলিগ্রাম করলো—

"প্যাভেল যাবার আগে নিজের দেশে এসো—"

ঠিক তখনি ইগর কুভায়েভ এসে তাকে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে ইতস্ততঃ করছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর সে বললো যে পরদিন জিঙ্কার সঙ্গে তার বিয়ে।—তাতে কিরিলকে না থাকলে চলবে না। কিরিল রাজী হলো।

কিন্তু সে চলে গেলে কিরিল ভাবতে লাগলো জগতে তো সবাই সব নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।—সে কেন তা পারছেনা। কিরিল ভাবে ফেনিয়াকে ডাকলে কি রকম হয়—কিন্তু মন থেকে সাড়া পায় না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কিরিল ইগরের বিয়েয় এসে হাজির-হলো। আরও বহু লোক এসেছে সে বিয়েতে। ঘরের এক কোণে জিঙ্কা ও ইগর বসে রয়েছে। ভাল সাজ পোশাকে জিঙ্কাকে বেশ দেখাচ্ছিল। সেই ভোজে কিরিল পেট ভরে মদ খেল। তারপরে গাড়ীতে উঠে সফেয়ারকে বললো যেদিক খুসী চল! কিছুক্ষণ পরে আবার বললো "না—সেরকী বুয়েরাকেই চল—।"

বলেই সে সোজা হয়ে বসলো গাড়ীতে!......

## সাত

বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পিপলস্ কমিশার কর্তৃক প্রদত্ত উপহার দেওয়া সেই বড় নীল গাড়ীখানা ক'রে অন্ধকারের বুক চিড়ে কিরিল সেরকী বুয়েরাকের পথে চলেছে। ঐ পথেই প্রথম পিটারের সময় ক্যাপ্টেন তাতিশচেভ ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতো। প্রথম পিটার যখন রাশিয়াকে গালিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছিলেন, তখন এই ক্যাপ্টেন তাতিশচেভ এখানে এসে এক তামার কারখানা খুলেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে উপযুক্ত বেতন রীতিমতভাবে পাওয়া সত্ত্বেও সমস্ত সৈন্যরা তামার কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে ডাকাতি সুরু করে দেয়। তখন ক্যাপ্টেন তাতিশচেভ তাদের ধরে হাল্কা শাস্তি দিতেন 'ফাঁসি' দিয়ে; আর ভয় দেখাতেন আরও ভয়ঙ্কর শাস্তির—অর্থাৎ নাক কান কেটে জ্যান্ত মানুষকে মাটিতে পুতে ফেলার! সেদিন—নতুন কারাখানা করতে গিয়ে মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে অগণিত মানুষের হাড় বেরিয়ে তার আমলের নিষ্ঠুর অত্যাচারের সাক্ষী দিল!

কিরিল এই সমস্তই ভাবছিল শুধু নিজের ভেতরের অহর্নিশ সেই এক চিন্তা স্টেঙ্কার কথা চাপা দিতে! কিন্তু সে যাই ভাবুক না কেন—যাই করুক না কেন—ঘুরে ফিরে সেই স্টেঙ্কার ভাবনাতে তাকে আসতেই হয়। এখনো তার মনে হলো "একবার যদি স্টেঙ্কার দেখা পাই—যতদূর থেকেই হক না কেন—তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবোই।" সে কথা মনে হতেই কিরিলের কল্পনা পাখা মেলে। সে কল্পনা করে স্টেঙ্কাকে পাশে বসিয়েই সে গাড়ী চালাচ্ছে।

আঁকাবাঁকা পথের উপর দিয়ে কিরিলের গাড়ী চলেছে। পেছন থেকে শুধু পিচের রাস্তার উপর গাড়ীতে চাকার সোঁ সোঁ শব্দ শোনা

যাচ্ছে। ভোরের আঁধার কেটে আস্তে আস্তে দিনের আলো দেখা দিচ্ছে। দূরে একপাল বন্য পাখী উড়ে এসে পাশের বিলে বসলো! আর সামনেই বিশাল জল রেখা!

কিরিল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো সফেয়ারকে—"এ কোথায় নিয়ে এলে আমায়?"

"কেন? সেরকী বুয়েরাকের পথে? সামনের এটা যে আলাই নদীর উপরে বাঁধ বেধে করা হয়েছে!

"তাই বল—এটা তো আমারই যুক্তি"—কিরিল মনকে প্রবোধ দেয়! সেই স্বচ্ছ জলাধারে চড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য পাখী! কিরিল শিকারের জন্য পাগল হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু উপায় নেই!

আশে পাশের কেউ কখনো এতবড় গাড়ী ওপথ দিয়ে যেতে দেখে নি! তাও এত জোরে, সবাই তাই ভাবছিল—কে এমন পাগলের মত গাড়ী চালাচ্ছে।"

কিরিল জানতো না সেই ভোরেই জেলে আবার গান ধরেছিল—কেমন করে দয়িত ফিরে এসেছিল তার কাছে। সে তখন জাল টেনে অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়েছে আর দয়িত আসছে সেই সময়ে। প্রিয়ার পদাঘাতে ফুটে উঠেছে ফুল—ঝড়ছে সৌরভ!

স্টেষ্কা তার পুরুষালী পোশাক ছেড়ে তন্বী তরুণীর কোমল ফ্রক পরেছে। চোরের মত চুপি চুপি সে অভিসারে চলেছে গানের আকর্ষণে! মনে মনে গুঞ্জন করছে—

"যোসিফ! আমার কোনও দোষ নেই—তবে? কিরিল—হ্যাঁ—"

দুটো নামই তার মনে গুলিয়ে যাচ্ছে—আর ঐ জেলে অনবরত কি সর্ব্বনেশে গান গেয়ে যাচ্ছে! স্টেষ্কা কি পাগল হবে! আত্মহারা স্টেষ্কা চলেছে! সামনে খোলা জায়গায় চেরী গাছের তলে একটা কুঁড়ে—সেইখানে রয়েছে আরণড্রোভ! কালই সে স্টেষ্কাকে বলেছে—

"তোমার মত মেয়ে কোথাও নজরে পড়ে নি—আমি তোমাকে মডেল করেই মাতৃত্বের প্রতিমূর্ত্তি আঁকবো।"

সে তাকে আরও কত কথা বলেছে—শিল্পকলা, বিদেশের কত গল্প! আরণল্ডোভের গল্প শুনতে শুনতে স্টেস্কা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে! গল্পের ঝোঁকে দুজনে চলতে আরম্ভ করলে ভীরু আরণল্ডোভ শুধু স্টেস্কার একটা আঙ্গুল হাতের মুঠোয় নিয়ে চলেছে। আর স্টেস্কা ভেবেছে—

"কি লাজুক!"

আর, "কি চমৎকার" ভেবেছে আরণল্ডোভ!

তারপর তারা কিরিলের গল্প বলেছে! স্টেস্কা তার ভেতরে দেখতো জগৎ-জানা লোকের প্রতিচ্ছবি! কোমল কঠোরের অদ্ভুত সংমিশ্রণ—যে তাকে নিজের পর্য্যায়ে সমান করে দেখে! সে মাতৃত্বের পূজা করতে সুরু করলেই কতবার স্টেস্কার মনে হয়েছে তার মাথাটি বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে!

কিন্তু এখন সে তার কাছে যাচ্ছে কেন? যোসিফকে শুধু বারণ করতে—যে তাদের দেখাশোনা বেশী না হওয়াই ভাল—কারণ কে জানে কখন কোথা থেকে কি হয়ে দাঁড়ায়!"

দূরে ভলগার পার ধরে কে যেন এগিয়ে আসছে। প্রথম প্রভাতী আলো পড়েছে তার গায়! স্টেস্কা দৌড়ে গেল তারদিকে এগিয়ে—"যোসিফ! আরণল্ডোভ! তুমি তাহলে ঘুমোও নি!"

"না"—ঐ ছেলেটির গান শোন স্টেস্কা; স্টেস্কার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে সে গান শুনতে লাগলো! স্টেস্কার অজ্ঞাতে অন্য হাত দিয়ে সে তাকে জড়িয়ে ধরলো!

ঠিক সেই সময় নীচে বিরাট নীল গাড়ীটা এসে মুহূর্ত্তের জন্য থেমেই

আবার হু হু শব্দে বেড়িয়ে চলে গেল! সেই দৃশ্য কিরিলের মনে এঁকে রইলো চিরদিনের জন্যে!

পাগলের মত কিরিল কারখানার কাছে এসে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের ধারে চলে গেল—সেখানে গিয়ে আগের অভ্যেস মত ঘোড়া সমেত পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো!......

## আট

অতর্কিতভাবে লাফ দেওয়ায় ঘোড়া পাঁজর ভেঙ্গে মারা গেল। কিরিলও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর তাকে পুরো সাত দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়! তখন সারা সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে সহানুভূতি এসেছে! মস্কোর সরকারী দপ্তর জানতে চেয়েছে ভাল ডাক্তারের সাহায্য প্রয়োজন কিনা! তাহলে উড়ো জাহাজে করে ডাক্তার পাঠান হবে। তরুণ পাইয়োনীয়ারদের নিয়ে আমুস্কা এসেছে কিরিলকে ধমকাতে! ফেনিয়াও এসেছিল তাকে দেখতে। সে ঠাট্টা করেছে কিরিলের পাগলামীকে!

"এসবের কিছু দরকার ছিল না" সে বলে! "আমি স্টেস্কাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি আসবার জন্যে।"

"না সে আসবে না" কিরিল সর্ব্বজ্ঞের মত জবাব দেয়!

ফেনিয়া চলে গেলে কিরিল তার মাকে জিজ্ঞেস করে—"মা তুমি বাবাকে ভালবাসতে?"

"তা না তো কি? সে যে তোর বাবা!"

"না মা আমি তা বলি নি, আচ্ছা তুমি কি বাবাকে এত ভালবাসতে যে তাকে না দেখলে একদিনও থাকতে পারতে না?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মার চেহারা বদলে গেল। তিনি অতীতের রহস্যঘন জগতে প্রবেশ করে লুকানো জিনিস বের করে আনছেন! দুই হাঁটুতে রয়েছে দুই হাত! দূরে কার সঙ্গে যেন কথা কইছেন—

"কি হয়েছিল জানিস—তোর বাবা ছিলেন সৈনিক! গোটা গাঁয়ের ভেতর তার নাম ডাক! সব মেয়েরাই তাকে বিয়ে করতে চায়। আমরা তখন দুখার্কার সঙ্গে একই ঘরে থাকতাম। তোর বাবা সেখানে আমার কাছে যেতেন, তারপরে তিনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করলে আমি আপত্তি করি নি।"

কিরিল বললো—"তা হবে—তখন মন বলে কিছু তো ছিল না! টাকা ধার দিয়ে মন কেনা বেচা হত!"

এবার সে ঠিক করলো আর এভাবে থাকলে চলবে না। প্যাভেল আসছে। তার জন্য চড়ুই ভাতির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে সে থাবে। তাই বিকেলে সেখানে যাবার জন্য কিরিল প্রস্তুত হতে লাগলো।

এমন সময় দরজা খুলে আরণল্ডোভ ঘরে ঢুকলো! আশ্চর্য্য, আজ তাকে দেখে কিরিলের একটুও ভাবান্তর হলো না। সে বেশ সহজ ভাবেই তাকে অভ্যর্থনা করলো। অথচ এই হাত দিয়েই সে তার স্টেস্কাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তবু সম্পূর্ণ সহজ ভাবে সে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলো—

"তোমায় দেখে সত্যি খুব খুসী হলাম।"

উত্তরে আরণল্ডোভ বেশী বাগাড়ম্বর না করে তার নতুন আঁকা ছবি একের পর এক কিরিলকে দেখিয়ে চললো। কিরিল মন্ত্রমুগ্ধের মত তাই দেখছিল। দেখা হয়ে গেলে দুজনে কিছুক্ষণ ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করলো। তারপর আরণল্ডোভ সেরকী বুয়েরাকের গল্প করলো— কিন্তু কিরিল দেখে সে স্টেস্কার কথা এড়িয়ে যাচ্ছে! সে চায় কিরিল

তাকে জিজ্ঞেস করুক। আর কিরিল ভাবছে আরণল্ডোভই কথাটা পারুক! কথাটা আরণল্ডোভেরও মনে উঠেছে। সে তাই নিজের কাছেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সে ক্রমাগতই কিরিলের কাছ থেকে আত্মগোপন করছে···

"আমার কি দোষ? সে যে কালবৈশেখী! সে ঝড়ের তাড়নে কে কোথায় গিয়েছে কে জানে—। সবারই জীবনে এ কালবৈশেখী এসেছে—কে তাতে বাধা দিতে পারে?" বলি বলি করেও সে কিরিলকে সব কথা বলতে পারে নি। অবশেষে কিরিল তাকে ডেকে নিয়ে প্যাভেলের চড়ুইভাতিতে যোগ দিতে গেল।

## নয়

আরণল্ডোভের সঙ্গে পথে যেতে যেতে কিরিল বললো—

"দেখো বন্ধু আমরা বাঁচতে জানি না ঠিক করে", আমরা কি যন্ত্রের মত শুধু কাজই করবো? কাজ, কাজ আর কাজ!—আরও পরিপূর্ণ ভাবে আমরা বাঁচতে চাই। তাই না করে—স্ফূর্তি করতে এসে আমরা জুড়ে দেই কাজের গল্প!"

"স্ট্যালিনও তো তাই করেন! একবার একদল লেখকের মধ্যে স্ট্যালিনকে দেখেছিলাম। তিনি পল্লী-গাথা গেয়ে গেয়ে স্ফূর্তি করছিলেন—কিন্তু তিনি গান করতে করতেই মন্তব্য করছিলেন—"এবার মেয়েটী ট্রাক্টর চালাচ্ছে—তাকে নামাতে চেষ্টা কর—দেখবে সে ক্ষেপে গিয়েছে"—সুতরাং দেখলে তিনি স্ফূর্তির সময়ও দেশের কথা ভোলেন না! কিরিল কোন উত্তর করলো না।

তারা ধীরে ধীরে এক ক্যাম্প ফায়ারের পাশে এলো। সেখানে

সব মেয়েরা জটলা করছিল। তারা কিরিলকে দেখেই উল্লাসভরে এগিয়ে এলো। কিরিল অনেক কষ্টে তাদের কবল থেকে এগিয়ে গেল অন্য পুরুষের দলের কাছে! সেখানেও হৈ চৈ। সেখান থেকেও উঠে আস্তে আস্তে কিরিল প্যাভেলের দিকে চললো! দূর থেকে তারা দেখতে পেল যে, এক বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্রের ম্যাপ নিয়ে প্যাভেল ফেনিয়াকে বোঝাচ্ছে—কেমন করে কোন দিক দিয়ে সে তার হাওয়াই সফর সুরু করবে। আর ফেনিয়া আত্মবিস্মৃত হয়ে তা শুনছে! আরণল্ডোভ এদৃশ্যে চঞ্চল হয়ে বললো—"এবার ফেনিয়া জেগেছে!" তারা এগিয়ে এল তার দিকে! তখন ভোর হব হব হয়েছে। প্যাভেল শোনাচ্ছে তার স্বপ্নের কথা—জুলে ভারনের মত সে ষ্ট্রাটোস্‌ফিয়ারে যাবে এবারের সফর শেষ করে! তার আবেগময়ী বক্তৃতায় সবাই যেন অনুভব করছিল তারা আর এ জগতের মানুষ নয়—তারাও ততক্ষণ চাঁদের রাজ্য চলে গিয়েছে।

ফেনিয়ার চোখ দুটো ভোরের আলোয় জ্বলছে! প্যাভেলও অনুভব করলো তার ভেতরে যেন কিসের আগুন ধিকি ধিকি করে এতক্ষণ জলছিল—এবার তা লেলিহান শিখা মেলছে—হটাৎ আবেগভরে সে ফেনিয়ার হাত ধরে উঠে গেল—উপত্যকার পথে! দুজনে সেখানে বেড়াতে লাগলো! ভীরু কপোতীর মত ফেনিয়া চলেছে প্যাভেলের পাশে পাশে! নিস্তব্ধে দুজনে চলেছে—যেন এ চলার শেষ নাই।

ফেনিয়া গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ডাকলো—"প্যাভেল"—তার গলা কাঁপছে—যেন স্বর বেরোচ্ছে না—'প্যাভেল'। সে আর থাকতে পারলো না! বসে পড়লো ঝোপের পাশের মসৃণ ঘাসের উপর!

"প্যাভেল—শোনো—তুমি আমার সব কল্পনা আর মতবাদ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছো—এখন আমি চাই...বুঝেছো?...আচ্ছা

কমিউনিস্টভাবে স্পষ্টই তোমায় জানাচ্ছি...আমায় তুমি উপহার দাও... ছোট্ট একটী খোকা" !—তার চোখ মুখ থেকে যেন আগুণ বেরোচ্ছে। সে দুই হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলো।

অনেকক্ষণ পরে প্যাভেল বললো—"এবার আমি যাই কেমন? আমার সময় হয়ে গেছে! তুমি কিন্তু সাবধান—এখন আর একলাটি নও—!"

ফেনিয়া তার চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—"তুমিও কিন্তু ভুলো না যে এখন একলাটি নও—এখন তিনজনে মিলে আমাদের সংসার।"

## এক

জয়োল্লাসে ঘর ভেঙ্গে পড়বার যোগাড়! সে জনসমুদ্রের উল্লাসধ্বনি যে কখনো থামবে তা মনে হলো না! স্ট্যালিনকে দেখে বিরাট হাততালি আর জয়ধ্বনিতে কান ঝালাপালা হয়ে উঠলো!

সভাপতি মণ্ডলীর টেবিলের পেছনে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। পিপলস্ কমিসার ভরোশিলভের পেছনে তিনি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে অগণ্য লোকের জয়ধ্বনি থেকে যেন আত্মরক্ষার জন্যে ভরোশিলভের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন! কিন্তু ভরোশিলভ নিজেই হাততালি দিচ্ছিলেন। স্ট্যালিন পিছনে দাড়িয়েছেন জানতে পেরেই তিনি এক পাশে সরে দাঁড়ালেন! তখন সেই জনসমুদ্র থেকে গগনভেদী জয়ধ্বনি উঠ্ লো—

'জয় স্ট্যালিনের জয়!'

কিছুক্ষণ পরে জনসমুদ্র একটু শান্ত হলে "আন্তর্জ্জাতিক" গান সুরু হলো। কিন্তু পরমূহুর্ত্তেই আবার সেই জয়োল্লাস! স্ট্যালিন দুই হাত উঁচু করে সবাইকে শান্ত করতে চাইলেন। প্রতিনিধিরা আন্তর্জ্জাতিক গাইবার প্রচণ্ড চেষ্টা করছেন। কিন্তু সবই বিফল!

অনেকক্ষণ পরে স্ট্যালিন এগিয়ে এসে পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সবাইর দিকে ধরলেন,

"সময় বয়ে যাচ্ছে কাজ আরম্ভ করা যাক।"

নিকিটা গুরিয়ানভ ও স্টেস্কার আসতে একটু দেরী হয়েছিল। তারা এসে দেখে যে সমস্ত ঘরের লোকই জয়ধ্বনিতে মগ্ন! তারা দুজনেও হাততালি দিতে সুরু করলো। নিকিটা তো এমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল যে, তার নাম যখন ডাকা হলো সভাপতি মণ্ডলীর সভ্য হতে—তখনো সে হাততালি দিচ্ছে! স্টেস্কা তাঁকে সাবধান করে দিল! নিকিটা এগিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় আবার স্টেস্কারও ডাক পড়লো—

"আমরা সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ট্রাক্টর চালিকা ষ্টেপানিডা ষ্টেফনোভ্না ওগনিভাকে সভাপতি মণ্ডলীর সভ্যা করলাম।" তারা দুজনেই তখন সভাপতি মণ্ডলীর জন্য নির্দ্দিষ্ট চেয়ার দখল করে বসলো! কিন্তু দেরী করায় তাদের পেছনের সারিতে বসতে হলো। নিকিটার তা পছন্দ না হওয়ায় সে গেল এগিয়ে। সেই সময় সার্জ্জী পেট্রোভিচ্ পোড্ক্লেটনভ তার হাত ধরে স্ট্যালিনের কাছে এনে দাঁড় করিয়ে দিল—

"ইনিই হচ্ছেন আমাদের সেরা কৃষক!" তার পিঠচাপড়ে দিয়ে স্ট্যালিন বললেন—

"হ্যাঁ আমি একে চিনি—এসে বসো" বলেই তিনি তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন! নিকিটা একটু পরেই বলে উঠ্লো—

"আমিতো বিঘায় চল্লিশ মণ ফসল ফলিয়েছি! আপনাকে ত্রিশ মণের কথা বলেছিলাম—সেখানে—চল্লিশ মণ করেছি! এবার কি পুরস্কার দেবেন—দিন!"

"পুরস্কার?" এ সবই তো তোমাদের, যা ইচ্ছে নাও—"

"তবু আপনার শুভেচ্ছা চাই বই কি?"

"তা বেশ"—স্ট্যালিন হাসতে হাসতে বললেন—"তোমার সঙ্গে এপিখা চাণ্ট্সেভের ঝগড়া কি মিটেছে?"

"তাকে চিনলেন কেমন করে?—" আশ্চর্য্য হয়ে নিকিটা জিজ্ঞেস করলো—মৃদু হাসির সঙ্গে স্ট্যালিন উত্তর করলেন—

"তোমাদের মত সবাইকে না চিনলে কি আমি চলতে পারি!" "আচ্ছা" স্ট্যালিন পাশের কাকে যেন বলে দিলেন "এপিথাকে আনবার জন্য এরোপ্লেন পাঠালে কেমন হয়?" এরোপ্লেন পাঠিয়ে দেওয়া হল এপিথাকে সভায় নিয়ে আসতে।

দূর থেকে স্টেস্কা লক্ষ্য করলো স্ট্যালিন এবং কালিনিন দুজনেই যেন নিকিটাকে কি বলছে! হায় আমার সঙ্গে যদি ওঁরা একটু গল্প করতেন —স্টেস্কার মনে হয়েছিল—কথাটা! এমন সময় হঠাৎ আওয়াজ হলো।

"বেশ তাই হ'ক—আমি সভাপতিত্ব করবো"—নিকিটা ভুলে গেছিল যে মাইক্রোফোনে তার ছোট্ট কথাটাই গোটা ঘরের লোক শুনতে পাবে! সে বিব্রত না হয়ে সোজা টেবিলে এসে বসলো—

"নাগরিকগণ, ক্ষেতের বন্ধুরা এবং অন্যান্য সকলে! মিখাইল আইভ্যানোভিচ কালিনিনের অনুরোধে আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করলাম। এবার কনস্টানটাইন পেট্রোভিচ কাব্‌লেভ বলবে।—"

কনস্টানটাইনের বয়স মাত্র উনিশ কি কুড়ি বছর। সে সমস্ত দিন ভেবে এসেছিল কি বলবে। কিন্তু অত লোকের ভীড় দেখে তার সব গুলিয়ে গেল। যে কথা সবার শেষে বলবে ঠিক করেছিল তাই দিয়ে সে সুরু করলো—

"দেশবরেণ্য নেতা কমরেড মলোটোভ, কমরেড স্ট্যালিন—এঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি—"! চারিদিক থেকে সকলে তাকে সাহস দিয়ে উঠ্‌লো। নিকিটা উৎসাহ দিলো—"বেশ বলে যাও —কোনও ভয় নেই—আমরা সবাই তো জানা শোনা—বন্ধুর মত!"

সে তখন সুরু করলো—কেমন করে সে কষ্টের ভেতর দিয়ে চাষবাস করে এখন বিখ্যাত হয়েছে। আগে লোকে তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতো আর এখন সবাই কেমন তাকে সমীহ করে—এই সবের লম্বা কাহিনী! ঘরের সবাই তার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে সমর্থন জানাচ্ছিল!

একে একে আরও অনেকে বক্তৃতা করলো। কিন্তু স্টেস্কার মনে হয়েছে—"এরা কেন তাকে ডাকছে না? সে কি এতই হেয়?"

ঠিক সেই সময় কে যেন তাকে ডাকলো।

"নমস্কার কমরেড ওগনিভা"।

স্টেস্কা দেখতে পায় নি লোকটা কে। তার মনে হলো যেন যে আরমেনীয়ান কৃষকটীর চিঠির উত্তর সে দিয়েছিল সে হয়তো তাকে বিরক্ত করতে এসেছে। কিন্তু মাথা তুলেই সে চমকে গেল। সামনে স্ট্যালিন রয়েছেন দাঁড়িয়ে। স্ট্যালিন তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন—

"এখানে একা একা এভাবে বসে রয়েছো কেন? চল তুমিও কিছু বলবে! তোমারও কথা শোনবার জন্যে সারা দেশ উদগ্রীব!"

স্টেস্কা ঘাবড়ে গেল। চারদিকের ফটোগ্রাফারেরা তখন তাদের দুজনের ফটো নিতে ব্যস্ত। স্ট্যালিন বলে চলেছেন—"আমাদের মেয়েদের কাছে তুমিই আদর্শ! তুমি দেখিয়েছো কি করে মেয়েরা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারে। অন্যান্য দেশে এখনো তর্ক চলেছে যে, মেয়েদের রাষ্ট্রিক অধিকার দেওয়া উচিত কিনা! কত বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামাচ্ছেন এ নিয়ে! আর আমরা তাই কাজে দেখাচ্ছি! আগের দিনের লোকেরা জানতো না যে মেয়েদেরও প্রাণ আছে! আমরাই দেখালাম যে মেয়েদের প্রাণেরও দাম রয়েছে!" অন্য একজন এসে স্ট্যালিনকে তখন ডেকে কিযেন বললো। কিন্তু ইতিমধ্যেই স্টেস্কা বিখ্যাত হয়ে পড়েছে! তাঁকে প্রথম সারিতে নিকিটার পাশেই বসান হলো। স্ট্যালিনের কথাগুলো খুবই সাধারণ। স্টেস্কা তা থেকেই নির্দ্দেশ পেলো নিজের পথের। তার সমস্যার যেন সমাধান হয়ে গেল আপনা থেকেই। ঘাড় নেড়ে স্টেস্কা স্ট্যালিনের কথায় সায় দিয়ে চললো। তিনি বললেন:

"সেই আগের দিনে জমিজমা ভাগাভাগির সময় কেউ ভুলেও মেয়েদের কোনো বন্দোবস্ত করত না। তাদের কাছে মেয়েদের জীবনের

কোন দামই ছিল না। জুতোর ছেঁড়া সুকতলীর মতই দাম ছিল তাদের জীবনের।"

হাতের ইসারায় তিনি সব রিপোর্টার, ফটোগ্রাফারদের সরিয়ে দিয়ে স্টেস্কার সঙ্গে কথাই বলে চললেন। স্টেস্কার যত সন্দেহ—সংশয় সব নিরসন হলো স্ট্যালিনের কথায়।

"এইমাত্র সার্জ্জি পেট্রোভিচ বললো যে তুমি এখানে এসেছো। তখুনি ঠিক করেছিলাম তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করবো। কথা তো হলো এবার তাহলে উঠি ?"

বিজ্ঞানী লিসেঙ্কোও ঠিক সেই সময় স্ট্যালিনের কাছে এলেন কি জিজ্ঞেস করতে। এবার দুজনের কথার ধরনই আলাদা। স্টেস্কা যতই শুনছিল ততই তার মনে হচ্ছিল যে স্ট্যালিন প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের মত করে।

স্ট্যালিন চলে যাবার পর স্টেস্কা হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে পড়লো যেন। প্রথম শ্রেণীতে বসিয়ে দেওয়া হলো তাকে।—ফটোগ্রাফার, রিপোর্টার ঝোঁকে ধরলো—। খাদ্যসরবরাহ বিভাগের কমিসার মিকোইয়ান এসে স্টেস্কার পাশে বসলেন। আর এক পাশে নিকিটা।

"এবার আমাদের দুজনেরই কপাল খুলেছে মনে হচ্ছে। সামনে চলো আর কি ? আমার দিকে খেয়াল রাখলেই চলবে। স্ট্যালিন আমায় পুরস্কার দেবেন বলেছেন। কালিনিনের সঙ্গে চা খেতে যাবে ?"

স্টেস্কার গা ঘেঁসে সে কালিনিনকে বললো—"মিখাইল অইভ্যানোভিচ আপনার সঙ্গে চা খেতে চাই আমরা। আপনার কোন আপত্তি আছে ?"

"বেশ তো—" কালিনিন চশমা খুলে ভাল করে নিকিটাকে দেখে নিলেন। তারপরে আনন্দের সঙ্গে বললেন, "তোমরা এলে সুখীই হব।"

"নিশ্চয়ই যাব আমরা"—বললো নিকিটা।

সভা চলেছিল অনেক ক'দিন। শেষে আর নিকিটার মনেও ছিল না।

নিকিটা কালিনিনের সঙ্গে চা খেতে এলো! কিন্তু বেচারা নিকিটা! সে দেখে যে বহু লোক অপেক্ষা করছে কালিনিনের জন্য। সে বিরক্ত হয়ে বললো—

"আপনার নিজের বলতে এতটুকু সময় থাকতে নেই—সব সময় কেন সবাই বিরক্ত করবে?"

"ফসল কাটার সময় হয়েছে কিনা, তাই।" নিকিটা বুঝতে পারে না। ফসল কাটার সময় তো চলে গেছে! কালিনিন বুঝিয়ে বলেন—

"মানুষ-ফসল—বুঝলে? এতদিনে আমরা আমাদের পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি! স্ট্যালিনকে দেখো নি কেমন হাসি হাসি ভাব নিয়ে পাইপ টানছিল! এতদিনে যে আমাদের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।" বলেই অপেক্ষা না করে কালিনিন বিদায় নিলেন!

নিকিটাকে তাই বাধ্য হয়ে চলে আসতে হলো। অধিবেশনে কটা দিনই সে ভোরে উঠে মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। তখন ক্রমে ক্রমে দুএক জনের সঙ্গে তার আলাপও হলো! কিন্তু অধিবেশনে তার বক্তৃতার পালা আসতেই সে সব ভুলে যাবার উপক্রম করলো। কোনও রকমে মরিয়া হয়ে সুরু করলো—

"সমাজতন্ত্র কাকে বলে জানো? আমরা তোমরাই সমাজতন্ত্র! আগের রাশিয়ার সঙ্গে এখনকার তুলনা করলেই বুঝবে সমাজতন্ত্র কাকে বলে! আগে আমরা যতই খাটি না কেন—তার ফল ভোগ করতো বড় লোকেরা! আর আজ আমরাই চিরযুগের স্বপ্নকে সার্থক করেছি!"

"ঠিক কথা—" স্ট্যালিন মন্তব্য করলেন!

"শোনা যায় যে শয়তানী ক্যাথেরাইনের আমল থেকেই নীপার নদীতে বাঁধ দেবার পরিকল্পনা হয়েছিল। আর এ পর্য্যন্ত নাকি নয়শো মণ কাগজই খরচ হয়েছে সরকারী দপ্তরে ঐ পরিকল্পনার পেছনে। অথচ সেই স্বপ্ন সার্থক করল কে? এই আমাদের কমরেড স্ট্যালিন।"

"কিংবা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কিরিল ঝ্দারকিনকে দেখ না কেন? সর্টভ ওগল উপত্যকাকে সে কিসে দাঁড় করিয়েছে! কত বড় বড় ফ্যাক্টরী সেখানে সে সৃষ্টি করেছে? আগের যুগের লোকেরা বলতো—সামগ্রিক কথা আকাশ কুসুম মাত্র। আর আমরা গায়ের রক্ত জল করে আজ তাকে সত্যে পরিণত করেছি!"—চারিদিকে করতালিতে কানে তালা লাগার উপক্রম হলো! অবশেষে ঘামতে ঘামতে নিকিটা বসে পড়লো!—

## দুই

সেদিন পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়া ছাড়া কিরিলের গত্যন্তর ছিল না। আর তার ফলও ভালই হলো। এক এক সময় ঐ ছেলেমানুষীর কথা ভেবে কিরিল লজ্জা পেয়েছে—তবু এটাও ঠিক যে ও ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না! যখনই কোন দুরূহ রাজনৈতিক সমস্যার মুখে সে পড়েছে তখনই হয় বোগদানভ—নয় অন্যকেউ—নয়তো অবশেষে স্বয়ং স্ট্যালিনের সঙ্গে সে পরামর্শ করেছে। কিন্তু এসব অদ্ভুত সূক্ষ্ম মনস্তত্ব নিয়ে সে কার সঙ্গে আলোচনা করবে? তার উপর তখনকার দিনে সবাই কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে ঐ সব তুচ্ছ মনোভাবকে হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছে! কারুর কাছে কিরিল এবিষয়ে সহানুভূতি পাবে না! এসব সমস্যায় জোর দিলে তাকে হয়তো ঠাট্টা করবে পেটী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী বলে! তাই সে একা একাই সমস্ত সংঘাত নীরবে সহ্য করে যায়! যখন সেটা একেবারেই অসহ্য হয়েছিল তখই সে লাফিয়ে পড়েছিল। তারপর থেকে কিন্তু সে আবার অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছে!

আবার কিরিল কাজে আনন্দ পাচ্ছে। নিত্য নতুন কাজে হাত না দিলে তার ভাল লাগে না! কি করে চারপাশের জনসাধারণের নানা বিষয়ে উপকার হবে তারই নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করতে ব্যস্ত! এই সেদিনও তাই সে একটি সমিতি স্থাপন করলো—তাতে যোগ দেবে শুধু যত বড় বড় কর্ম্মকর্ত্তাদের স্ত্রীরা। স্টেস্কাকে করা হলো অধিনায়িকা এবং ফেনিয়া হলো তার সহকারী।

এতে অনেক স্বামীই অবশ্য কিরিলকে অলক্ষ্যে গালাগালি করলো। কিন্তু মেয়েরা সব যেন নতুন জীবনের স্বাদ পেল! মেয়েরা নিজেরা চট্‌করে দলবদ্ধ ভাবে সংস্কৃতিমূলক কাজ সুরু করলো। তারা নিজেদের হাতে শিশুদের শিক্ষার ভার নিল। ছোট ছেলেদের থাকার বন্দোবস্ত প্রভৃতি নানা কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। দেখতে দেখতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের চারিদিক থেকে এ আন্দোলনের প্রশংসা উঠ্‌লো! আর কিরিলকে রোজ একতাড়া করে চিঠির জবাব লিখতে হতো।

সে সব চিঠির উত্তর দেবার সময় কিরিল স্পষ্ট বুঝতে পারে স্টেস্কার কাছে তার অপরাধ কি! তার দৃঢ় ধারণা হলো যে ফেনিয়াকে নিয়ে থাকা বা যাবার আগের দিন জোর করে স্টেস্কার সঙ্গম ভোগ—এসব কিছুই বিচ্ছেদের প্রধান কারণ হয়! সব চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে সে স্টেস্কাকে ঘরের কোণে আটকে রেখেছিল! তাকে রান্নাঘরের দায়িত্ব দিয়ে কিরিল বন্দী করেছিল বলেই আজ সে স্বাধীনতা সুখ উপলব্ধি করতে চলে গেছে।

এসব কথা মনে হতেই কিরিল যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। তার মনে হলো যে স্টেস্কাকে এসব কথা খুলে বলতে পারলে কখনোই সে আর রাগ করে থাকবে না। এবার সে পরিষ্কার করেই সব কথা বলতে পারবে। এখন সে বুঝেছে যে তার এই ব্যবহারের পেছনে অতীত সমাজের প্রভাব একটু ছিলই। আবার নতুন করে তাই কিরিল মার্ক্স,

এঙ্গেলস্‌, লেনিন, স্ট্যালিনের নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে সব লেখা পড়তে লাগলো।

ইতিমধ্যে স্টেস্কার সঙ্গে স্ট্যালিনের দেখা—সেই সময় স্টেস্কার বক্তৃতার সমস্ত খবর কিরিল পেল। স্ট্যালিনের সেক্রেটারী পোডক্লেটনভ তাকে ফোন করে জানালো—"আজ স্টেস্কা বক্তৃতা করলো! চমৎকার বক্তৃতা! তোমার সাংসারিক খবর আমি পেয়েছি। তাই সব মিটমাটের চেষ্টা করছি! কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। স্ট্যালিন তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন।"

এই প্রথম স্ট্যালিনের অভিনন্দনেও কিরিলের আনন্দ হলো না! সে তন্ময় হয়ে স্টেস্কার কথা ভাবতে লাগলো। আনন্দের আতিশয্যে কিরিল আরণভ্রোভের ঘরে চলে গেল! কিরিল ঘরে ঢুকতেই তার ছবি বন্ধ করে সে বলে উঠ্‌লো—"সত্যি স্টেস্কা আশ্চর্য্য মেয়ে!" কিন্তু তার পরে আর তাদের কোনও আলোচনা হলো না স্টেস্কা সম্বন্ধে!

## তিন

কয়েকদিন আগেই প্যাভেলের খবর পাওয়া গেছে। একটি বেতার টেলিগ্রাফ ছাপা হয়েছিল—

"আজ আমরা আর্কটিকের কষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা স্ট্যালিন-নির্দ্দিষ্ট কাজ করবোই—যত কষ্টই আসুক—সব বাধা আমরা অতিক্রম করবো!"

সেদিন ফেনিয়াকে চেনা যাচ্ছিল না। চোখ দুটো যেন গর্ত্তে বসে গেছে—আর কেমন উদ্বিগ্ন চাহনি। কিরিলের ঘরে এসেই সে ভেঙ্গে পড়লো—

"কিরিল ........আমিতো আর পারছি না !"

"কেন কি হয়েছে" কিরিল জিজ্ঞাসা করে। একটু এগিয়ে কিরিল তাকে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। কাঁদকাঁদ স্বরে ফেনিয়া বললো—

"প্যাভেলের এরোপ্লেন বরফে ভরে গেছে জানো ?"

"তাতে কি হয়েছে ? তুমি কিছু ভয় পেয়ো না—আজই তো খবর পেলাম যে তারা পরিকল্পনা মতই অগ্রসর হচ্ছে।"

"তাতো হলো—তবু প্যাভেল আমায় সত্যি খবর জানাবে বলেছিল। এই তার চিঠি—এর পরও তুমি কি আমায় মিথ্যে ভোলাবে ?—" এই বলে ফেনিয়া প্যাভেলের বেতার টেলিগ্রাম দেখালো—

"আমরা নীচে নামছি ! সমস্ত এরোপ্লেনটা বরফে ভ'রে ভারী হয়ে গেছে। সামনেই অনন্ত আর্কটিক মহাসমুদ্র ও বরফের তীব্র ঝড় ! আমরা তবু চলেছি—সব তুচ্ছ করে ! যদি সফল হই তাহলে সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা বিখ্যাত হয়ে পড়বো। তোমার ভেতরে যে রয়েছে তার যত্ন করতে ভুলো না !"

সেদিন কিরিল তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। কিন্তু ফেনিয়াকে দেখে তার ক্রমাগতই মনে হয়েছিল—আরণল্ডোভের কথা। প্যাভেলই তার যৌবন উপলব্ধি করিয়েছে ! আজ তার সমস্ত চেতনা মুখর হয়ে উঠেছে —একই উদ্দেশ্যে ! আশ্চর্য্য ! মানুষের সমগ্র চেতনার বিকাশ হলে বোধহয় কোনও দ্বন্দ্ব থাকে না !

প্রাভ্দা পত্রিকায় প্রকাশিত স্টেস্কার গোটা বক্তৃতাটুকু সে মন দিয়ে পড়লো ! স্টেস্কা বলেছে—

"আমাদের মেয়েদের মন গড়া হয়েছে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ! স্বামী, পুত্র, পরিবার এদের কেন্দ্র করেই আমাদের স্নেহের গণ্ডী ! আমাদের এ স্নেহের আকর্ষণ প্রচণ্ড—তাতে সারা পৃথিবীর টনক নড়িয়ে দেওয়া যায়। তবে মাঝে মাঝে এসবের ভেতরেও আমরা একটু মমতা বোধ

করি—আমাদের স্বামীর জন্যে—যার সঙ্গে সমস্ত জীবন আমাদের ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা—সেই মমত্ববোধের ফলে আমরা শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করি না—সমস্ত সমাজেরও ক্ষতি করি অনেক সময়!—

"আমি আজ সব মেয়েদের বলছি—আমরা চাই গৃহিণী হতে—মা হতে—চাই উপযুক্ত স্ত্রী হতে! কিন্তু তার জন্যে সামাজিক কর্মক্ষেত্র ছেড়ে ঘরের কোণে ঢোকবার কোনও প্রয়োজন নেই। এ দুটো জীবন আমরা পাশাপাশি রাখতে পারি। আর সব ধনতন্ত্রী সমাজে যা সম্ভব নয়—আমরা তো সেই অধিকার এখানে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করি!"

স্টেস্কার বক্তৃতা পড়ে কিরিলের খুব ভালো লাগলো এর ভেতরে সে তার সত্য প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল! বক্তৃতায় তাকে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার করা হয়েছে সত্যি—কিন্তু সে এতে দমে যাবে না!

## চার

প্যাভেলের বেতার টেলিগ্রাম দেখে দেখে বৃহৎ শিল্প বিভাগ ক্রমশঃই শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছিল। আর্কেঞ্জেলের কাছে গিয়ে প্যাভেল তার পাঠালো:

"আমরা উড়ছি—কিন্তু এরোপ্লেন বরফে ভরে গেছে!" পিপলস কমিশার উত্তরে আদেশ দেন—

'তোমাদের জীবন আমাদের কাছে রেকর্ডের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। ওড়া থামিয়ে এখন নেমে পড়! সমস্ত দেশ তোমাদের জয়গানে মুখরিত!"

সেদিন পাঁচটায় তাদের মস্কো নামবার কথা। সমস্ত মস্কো জুড়ে প্রবল

উত্তেজনা। পাঁচটা বাজতে না বাজতে সমস্ত মস্কোর লোক রাস্তায় জুটেছে। প্যাভেল স্ট্যালিনকে জানালো—

"কমরেড্ স্ট্যালিন—আমরা রাজধানীতে ফিরে আসছি—আমাদের জীবন দেশের কাজে উৎসর্গ করলাম।" কিন্তু টেলিগ্রাম করেই তার মনে হলো ফেনিয়ার কথা। সে তখনি তার পাঠালো—

"ফেনিয়া—মস্কোর উপর একটু ঘোরিবার অনুমতি নিয়ে আমাদের জানাও!"

তার উত্তর এলো—"ইচ্ছে মত তোমরা মস্কোর উপরে ঘুরতে পার কিন্তু ঠিক পাঁচটার সময় এরোড্রোমে এসে নামতে হবে।"

প্যাভেল মস্কোর উপর চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো! উড়োজাহাজ থেকে এই বিরাট সহর কতটুকু দেখাচ্ছে! নীচে যানবাহনের চলাচল —অগণিত নরস্রোত পিঁপড়ের সারির মত! ক্রেমলিনের উপর দিয়ে প্যাভেল ঘুরলো! রেড স্কোয়ারে এসে তারা নতি জানালো! নামবার সময় এতক্ষণে প্যাভেলের হাত কেঁপে উঠ্লো! নেমেই দেখতে পেলো—সার বাধা মোটর গাড়ী তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে রয়েছে!

স্ট্যালিন এগিয়ে এসে প্যাভেলকে জড়িয়ে ধরলেন! পকেট থেকে একতাড়া রিপোর্ট বের করে প্যাভেল কি যেন বলতে গেল। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে স্ট্যালিন বললেন—

"এখন ও সবের দরকার নেই। যাও খুব ভাল করে বিশ্রাম করগে। পরে রিপোর্ট পাঠালেই চলবে।"

স্ট্যালিন চলে যাবার একটু পরে ফেনিয়া এগিয়ে এল প্যাভেলের কাছে। তার হাতে ছিল চমৎকার একটি ফুলের তোড়া। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে আর সেটা দেবার কথা মনে হলো না! সে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাভেলের মুখের দিকে। তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল!

তাকে জড়িয়ে সবার সামনেই একটা গভীর চুমো খেয়ে প্যাভেল জিজ্ঞেস করলো—

"কেমন আছ ফেনিয়া ?"

"তোমার কথাই শুধু মনে হয়েছে"—ফেনিয়া আস্তে আস্তে বললো ! "আর কিছু চাই না—চল তোমার জন্যে এ ফুলগুলো এনেছিলাম।

"তাহলে তুমিই রাখ—আমি সকলের সঙ্গে দেখা করে আসছি। আমার খোঁজ করো !"

## পাঁচ

ভলগার তীর ধরে স্টেস্কা বেড়াচ্ছিল। মাথায় নীল রুমাল বাতাসে উড়ছে। মাথাটা সামনে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। সে গভীর চিন্তামগ্ন !··· স্টেস্কা প্রায় সব সময়েই আরণল্ডোভের কথা ভাবছে। এক এক সময়ে তার মনে হয়েছে যে হয়তো সে সত্যি আরণল্ডোভকে ভালবাসে। তাকে ছাড়া বোধ হয় স্টেস্কা বাঁচবে না—অথচ প্রত্যেক বারই একটা অজানাবাধা এসে তাদের ভেতরে দাঁড়িয়েছে। স্টেস্কা কিছুতেই আরণল্ডোভের কাছে দেহ সমর্পণ করতে পারে নি। এমন কি মস্কো থাকতে প্রত্যেক দিনই তার মনে হয়েছে আরণল্ডোভকে চিঠি লেখার কথা—অথচ একদিনও সে লিখতে পারে নি। স্টেস্কা বিশ্লেষণ করতে বসে নিজের মনকে ! কেন আরণল্ডোভকে তার ভাল লাগে ! সে সুন্দর—সুপুরুষ ! চোখে তার জ্বলন্ত প্রতিভা—! কিন্তু তাতো অনেকেরই থাকে ! তবে ? কি তাকে এতো আকর্ষণ করছে ? আজ স্টেস্কা বুঝতে পারলো তার সম্মুখে দুইটা বিরাট সমস্যা—কাকে গ্রহণ করবে সে—আরণল্ডোভকে না—কিরিলকে ? ইদানীং কিরিল যেন কেমন রুক্ষ মেজাজী হয়ে পড়েছে ! কিরিলের

সামনে নিজেকে সে সঙ্কুচিত মনে করতো। কোন কথাই ঠিক মত জবাব দিতে পারতো না! তাতে আবার কিরিলও রেগে যেতো!

কিন্তু তবু স্টেস্কা নিজেকে আরণভ্লোভের অঙ্কশায়িনী রূপেও কল্পনা করতে পারে না! যদিও আরণভ্লোভর কাছে সে অনেক স্বাধীন আচরণ করতে পারে—তবু তার মনে হয় না যে ঠিক কিরিলের মতই সে আরণভ্লোভের আদরে আত্মসমর্পণ করতে পারে!

এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মাঝে স্টেস্কা আহ্বান পেল কিরিলের কাছ থেকে:

"অন্ততঃ দু-তিন দিনের জন্যে তুমি আর ছোট কিরিল এখানে এসো। কয়েকদিনের ভেতরেই আমি মস্কো রওনা হব। যতদূর মনে হয় বলখাস কারখানা গড়বার ভার বোধ হয় আমাকেই নিতে হবে!"

কিরিলের গাড়ী ক'রে আরণভ্লোভই তাকে নিতে এলো।

## ছয়

স্টেস্কা তার পুরোনো সংসারে ফিরে এসেছে। সেখানে সবই বিশৃঙ্খল। কিরিল সাহস ক'রে তার সামনে দাঁড়ায় নি। সব সময় আড়ালে থেকেছে। সেই ঘর, সেই আসবাব পত্র; সব যেখানকার তেমনি আছে—কিন্তু শ্রীহীন। স্টেস্কার বুক কেঁপে উঠ্‌লো! কিরিলের ঘর সবটাই তার ছবিতে বোঝাই!

বাড়ীর সবাইকে নিয়ে স্টেস্কা লেগে গেল প্রথমে সব পরিষ্কার ক'রে গোছাতে। সমস্ত দিনটাই প্রায় ঐভাবে কেটে গেল। আরণভ্লোভও তাকে প্রতি কাজে সাহায্য করছে। ক্রমে রাত্তিরে খাবার সময় হলো। টেবিলের একপাশে বসেছে স্টেস্কা, তার ডান দিকে আরণভ্লোভ। বাঁ দিকে

আন্থুস্কা। অন্য ধারে বসেছে কিরিল। তার দুপাশে ছোট্ট কিরিল আর বোগদানভ !

খেতে খেতে স্টেস্কা লক্ষ্য করলো—কিরিল একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অনুশোচনা মেশানো সে দৃষ্টি থেকে প্রচণ্ড ভালবাসা ঠিকরে বেরুচ্ছে ! কি করুণ আবেদন !…

স্টেস্কা ভাবলো—"আমি কি করবো ? যার কাছে কিছুতেই যেতে পারছি না—তাকে কেমন করে ভালবাসবো—আমার কি দোষ ?" নিজের মনের সংঘর্ষ কিরিলের কাছে গোপন রাখবার জন্যে—স্টেস্কা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বোগদানভের সঙ্গে গল্প করতে লাগলো।

পরের দিন তারা কিরিলের নতুন বাড়ীতে গেল। সেলিগার হ্রদের পাশে সে বাড়ী। সেখানেও কিন্তু কিছুই স্টেস্কার নজর এড়ালো না। যতদূর সম্ভব তার আগমনের জন্যেই যেন কিরিল বাড়ী ঘর তার পছন্দমত করতে চেয়েছে ! গোটা বাড়ীতে সাদা রং মাখানো—সামনে চওড়া বারান্দা। মাঠে টেনিস ও আরও নানা রকম খেলার বন্দোবস্ত। কিন্তু যতই সে কিরিলের আকর্ষণ অনুভব করছিল ততই তার মন বিরূপ হচ্ছিল। অনাহুত পুরুষের অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততাতে শুধু বিরক্তিই জন্মায়—বোধহয় নারী হৃদয় তা দিয়ে জয় করা যায় না ! তার ইচ্ছে হচ্ছিল সেখানে আরণল্ডোভ আর আন্থুস্কাদের নিয়ে সে থাকে। সেখানে সে রোজ আরণল্ডোভের জন্যে অপেক্ষা করে। তার সঙ্গে গল্পে গল্পে স্টেস্কা নিজেকে ভুলে যেত। "আরণল্ডোভ কখনো তার ছবি আঁকতো ! একদিন সে বলেছিল স্টেস্কাকে সূক্ষ্মতম পোশাক পরতে যেন শরীরের প্রতিটি রেখা চিত্রকরের তুলিতে ধরা পরে। স্টেস্কাও আত্মহারা হয়ে বসেছিল আরণল্ডোভের সামনে ! কিন্তু অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ যেন কি হলো সে পাশ থেকে শালটা নিয়ে সমস্ত দেহ জড়িয়ে একদৌড়ে চলে গেল। অথচ রোজ স্টেস্কার মনে হয়েছে ষ্টুডিয়োতে এসে

আরণল্ডোভের কথায় সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে শিল্পীর তুলির দাসী হতে পারে! আশ্চর্য্য !...

কিরিল তার পড়বার ঘরে বসে রয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের বিংশ বার্ষিকী উৎসবের আগের দিন সে ঠিক করেছে পুরোপুরি বিশ্রাম করবে! তবু একেবারে চুপ করে থাকা যায় কি? কতদিকে তাকে মাথা খেলাতে হচ্ছে! সার্জ্জী পেট্রোভিচ বলেছে উৎসবের দিন সেখানে আসবে।

জানালা থেকে দেখা যায় যে নীচে স্টেস্কা আর আরণল্ডোভ টেনিস খেলছে। কিরিল যেন নিজের বাড়ীতেই অতিথি! না, এভাবে চলতে পারে না। এ ব্যবধান দূর করতেই হবে।

ছোট্ট কিরিল এসে নানা প্রশ্নে তাকে বিব্রত করে তুললো। স্টেস্কার গল্প, যোসিফ কাকার গল্প, কিছুই যেন শেষ হয় না! থাকতে না পেরে কিরিল তাকে জিজ্ঞেস করলো :

"আচ্ছা কাল যোসিফ কাকা আর মা ঐ ঘরে ছিল—না?"

"হ্যাঁ—আমি তো কতক্ষণ কাকার সঙ্গে খেল্‌লাম! আমরা বিলিয়ার্ড খেল্‌ছিলাম। যে বাজী হেরে যাবে তাকেই টেবিলের নীচে চারপায়ে হাঁটতে হবে! কতবার যে কাকা হেরেছে তার ঠিক নেই আর মার কি হাসি—জানো?"

তাকে কাছে টেনে নিয়ে কিরিল জিজ্ঞেস করলো,

"আর কী কথা তারা বল্‌ছিল রে?"

"দাঁড়াও" হাত নেড়ে কিরিল বল্‌লো "কি একটা ঘড়ির কথা। তুমি নাকি একটা কাকে দিয়েছিলে তাতে মার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

ছোট্ট কিরিল চলে গেলেই তার আবার মন খারাপ হয়ে গেল। স্টেস্কার ভালবাসা, আবার আরণল্ডোভকে ঘড়ির কথা বলায় ঘৃণা এবং

নিজেরই ছেলেকে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করায় এক অদ্ভুতভাব কিরিলকে পেয়ে বসলো।

স্টেস্কাদের খেলবার জায়গায় গিয়ে কিরিল বসলো। কেমন অবসন্ন ভাব। দেখলেই বোঝা যায়। স্টেস্কা তাই জিজ্ঞেস করলো,

"তোমায় বড্ড পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে খুব খেটেছো বোধহয় না?"

তার কথার জবাব না দিয়ে কিরিল বল্‌লো—

"চল তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে স্টেস্কা বড্ড জরুরী।"

আরণল্ডোভের দিকে তাকিয়ে স্টেস্কা উত্তর দিলো—

"তা বেশ বাড়ীর কর্ত্তা যখন বল্‌ছেন তখন অন্যথা করি কেমন করে, চল।" বলেই স্টেস্কা কিরিলের পাশে বেড়াতে বেড়াতে পাইনঝাড়ের দিকে চল্‌লো।

কিন্তু তার কথার ভঙ্গীতে কিরিলের আর কোনই সন্দেহ রইলো না যে স্টেস্কা তার নাগালের বহুদূরে চলে গেছে। এ স্টেস্কা সম্পূর্ণ অপরিচিত। দুজনে অনেকক্ষণ চলবার পরেও কিরিল কিছু বল্‌তে পারছিল না। অবশেষে এক রকম মরিয়া হয়েই সে বল্‌লো—

"আচ্ছা স্টেস্কা, সত্যিই কি তুমি ওকে ভালবাস?"

"কাকে?"

বিষম রেগে গিয়ে কিরিল বল্‌লো "কে কেমন? বুঝতে পারছ না—না? ঐ তোমার আরণল্ডোভকে—আর কাকে? এখন সোজাসুজি স্পষ্ট কথা বলবার সময় এসেছে। আমি তো তখন তোমায় সব সত্যি করে বলেছিলাম।"

তার কথায় স্টেস্কার যেন চমক ভাঙ্গলো—কিন্তু তবু সে নূতন চিন্তাস্রোতে ডুবে গেল। অনেকক্ষণ পরে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল—

"হ্যাঁ তাকে তো আমি ভালবাসিই"—বলে কয়েক পা দূরে সরে গেল।

কিরিলের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। স্টেস্কার দিকে এগিয়ে এসে সে করুণ সুরে বল্লো—

"সত্যি? তাহলে আমাদের মধ্যে এই শেষ—সব শেষ হয়ে গেছে?"

অবার স্টেস্কার বাঁকা কথা—"কিসের শেষ?"

কিরিল ফেটে পড়লো—"কেন! এর পরেও কি তুমি ভাব যে আমরা দুজন একসঙ্গে থাকতে পারবো?" আবার পরক্ষণেই রুক্ষতার জন্যে অনুশোচনা হচ্ছে তার মনে—কেন শুধু শুধু চটে উঠ্‌ছি বলে কিরিল নিজেকেই ধমকালো।

"কিন্তু কেন তা হবে না? আমি তো তাকে ভালবাসি—মানুষ হিসেবে।"

এবার কিরিল অপ্রস্তুত হবে না। সে বোকার মত জিজ্ঞেস করলো—

"তা তুমি তাকে যেভাবেই ভালবাস সেও কি তোমাকে ভালবাসে? পরশুদিন দেখলাম—সে তোমার ঘাড়ে হাত দিয়ে চলছে—তার মানে কি?"

"ও। সে কিছু না—ও বড্ড সরল কিনা—আমার তো সে কথা মনেও নাই।"

"আমি কি তাহলে মিথ্যে কথা বলছি?" এবার কিরিল আবার রাগছে।

"ভুলও তো হতে পারে। মিথ্যেই যে হবে তার কি মানে?"

"কিন্তু আমি তো স্পষ্ট দেখলাম—তোমার চোখ দুটোও জ্বলে উঠলো সে স্পর্শে?"

"কি জানি মনে পড়ছে না—যাক, অন্য কিছু বলবার থাকলে বল।"

স্টেস্কার সেই অনাসক্ত ভাবে কিরিল রাগে আগুন হয়ে গেল—অথচ নিরুপায় সে। এক একবার মনে হচ্ছিল—স্টেস্কার গালে প্রচণ্ড চড় মারতে কিন্তু সে অনেক কষ্টে আত্ম সংবরণ করে জিজ্ঞেস করলো—

"তুমি ওর সঙ্গে থাকতে পারো ?"

"কেন পারবো না ? একা তোমাকে সামলাতে পারবো না বলেই তো তাকেও এত কাছে রাখছি !"

হঠাৎ কিরিল ভেঙ্গে পড়লো—সে বলে উঠ্লো—

"না না স্টেস্কা আমার সঙ্গে ঠিক ওভাবে বাঁকা কথা বলো না—আমি একটু সান্ত্বনা চাই—অযথা দুঃখ দিও না..."

"কিন্তু আমি তো দুঃখ দেবার জন্যে কিছু বলি নি ? ওটা আত্মরক্ষারই একটা কৌশল। আমার বক্তব্য না শুনেই তুমি যেমন ক্ষেপে উঠলে তখন আর আমার গত্যন্তর রইলো না। তুমি গর্ব্ব করে উঠ্লে—'আমি তো তখন সব বলেছিলাম।' 'কিন্তু আমি সে কথা বললে তখন আমার কি দশা হতো—কমরেড ঝদারকিন ?—চুপ করে কেন ? উত্তর দাও।" বলে স্টেস্কা একটু চুপ করে আবার সুরু করলো—"এবার সত্যি কথাটা শোনো—

"আমি সত্যই ওকে ভালবাসি !" বলেই সে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল ! কিরিল অন্যমনস্কভাবে তার পথের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

## সাত

সেদিন অনেক রাত্তিরে কিরিল বাড়ী ফিরলো। সে মনস্থির করে ফেলেছে—আর কখনো রাগ করবে না। কিন্তু যতবারই সে প্রতিজ্ঞা করে তা রাখতে পারে কই ?

বাড়ী ঢুকতেই দেখে দূরে বারান্দায় আলো জ্বলছে—আর তার সামনে সবাই বসে রয়েছে আরণভোভকে ঘিরে—ফেনিয়া, প্যাভেল,

স্টেস্কা—বোগ্দানভ! একটা ছবি নিয়ে তারা গভীর আলোচনায় মগ্ন। কিরিলের আসা কেউ জানতেই পারলো না—তখন বোগ্দানভ বলছে—

"শিল্পীরাই শুধু স্থষ্টিকর্ত্তা নয়! আমরা সবাই এক এক স্থষ্টিধর! স্টেস্কার কথা ধর—সেও কি নূতন স্থষ্টি করে নাই ব্রিগেডের নেত্রী হয়ে? কিরিল—প্যাভেল? এদের কার স্থষ্টি কম? সবার উপরে স্ট্যালিন? তিনিই তো নিত্য নূতন প্রতিভা স্থষ্টি করছেন। মার্ক্স শুধু এ স্থজনের স্বপ্নই দেখেছেন—লেনিন সে স্থষ্টি স্থরু করে যান,—তা পরিপূর্ণ করবার ভার পড়ে স্ট্যালিনের উপর। কমরেড আরণল্ডোভ! তোমার ছবি সত্যিই চমৎকার। সত্যকার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্মেই এর এত দাম!"

কিরিল দূরে দাঁড়িয়ে স্টেস্কাকে লক্ষ্য করছিল। সে যেন কেমন অন্যমনস্ক সে তাদের এড়িয়ে যাচ্ছিল—এমন সময় স্টেস্কা ডাকলে—

"কিরিল এসেছো!"

"সবাই ফিরে তাকালো। বোগ্দানভ চেঁচিয়ে উঠ্লো—"কিগো বন্য দেবতা কোথায় ছিলে—সারা গা যে কাদার ভরা?"

স্টেস্কা একপাশে সরে এসে আস্তে আস্তে বললো—"তখন তুমি অমন করে চলে গেলে কেন? ওটা তো একেবারে শেষ কথা নয়। এস চা খাও অনেক রাত হয়েছে!"

কিরিল কথা ঘোরাবার জন্তে বললো—

"আমি প্রস্তাব করছি যে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমরা সবাই শিকারে বেরোব—কে কে যাবে?"

আরণল্ডোভ সবার আগে বল্লো—'আমি রাজী'। পরে বোগদানভ ও স্টেস্কা সকলেই যেতে রাজী হলো। তারা ধীরে ধীরে প্যাভেল ও ফেনিয়াকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে শিকারে চল্লো সেই বাঁধের কাছের বিলে।

নিশীথ প্রশান্তি কেটে দূরে দিগ্বলয়ে ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে।

সেই আলো-আঁধারিতে আকাশে এক ঝাঁক হাঁস উড়ে চললো তাদের মাথার উপর দিয়ে। কিরিলের বন্দুক গর্জ্জে উঠ্‌লো। একেবারে সে গুলি বৃথা গেল না। একটি হাঁস ছিট্‌কে পড়লো তার পায়ের কাছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোগ্‌দানভের দিক থেকে আওয়াজ শোনা গেল! কিন্তু স্টেস্কার দিকের কোনও আওয়াজ তার কানে এল না! আরণল্ডোভও চুপ! একটু পরেই আবার আওয়াজ শোনা গেল। তখন সবাই উন্মত্তের মত পাখী মারছে।

স্টেস্কা লক্ষ্য করলো দূরে পাহাড়ের ধারে বোগ্‌দানভ বসে রয়েছে। সামনে নল খাগড়ার ভেতর দিয়ে কিরিলের মাথা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আরণল্ডোভ বাবু সেজে দূরে পায়চারী করছে। তার বোধ হয় সর্দ্দি লাগবার ভয়।

হঠাৎ তাদের মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক স্টারলিং পাখী উড়ে চললো। কিরিলের অব্যর্থ সন্ধানে একটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো— কিন্তু আর একটি পাখীর ভালমত না লাগায় সে ঝটপট করতে করতে উড়তে লাগলো! স্টেস্কা ভেবেছিল যে হয়তো কিরিল আবার গুলী করবে। কিরিল মোটেই গুলী করলো না। সে হেসে উঠ্‌লো— "না ওকে আর মারবো না বড্ড সুন্দর দেখাচ্ছে!"

স্টেস্কার মনে হলো—এ সেই আগেরই কিরিল। তখন থেকেই স্টেস্কা একদৃষ্টিতে কিরিলের প্রত্যেকটি গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো! কিরিল তখন আস্তে আস্তে সব মরা পাখী কুড়োচ্ছে। দূরে একটি পাখী কুড়োতে গিয়ে কিরিল যেমন পা দিয়েছে—অমনি চোরা বালিতে তার পা ডুবে যাচ্ছিল! স্টেস্কা ভয় পেল। কিরিল না থেমে একমনে এগিয়ে যাচ্ছিল—হটাৎ আর তার পা চলছিল না—সে অদৃশ্য হয়ে গেল স্টেস্কার দৃষ্টিতে!

"কিরিল" বলে স্টেস্কা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো!

সে কাদার চাপ থেকে অনেক কষ্টে কিরিল উদ্ধার পেয়ে নৌকায় চড়ে কাপড় ছাড়তে লাগলো! কেউ যে আশে পাশে রয়েছে সেদিকে তার নজর নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে কিরিল সূর্য্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো।

"কী সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ" স্টেস্কা ভাবলো! সমস্ত কাপড় চোপড় ভাল করে নিঙড়ে নিয়ে কিরিল আবার পোশাক পরে নৌকা থেকে তীরে নামলো! সেই নল খাগড়ার ভেতর দিয়ে কিরিল নৌকা টানতে লাগলো! সমস্ত শরীরের পেশীসমূহ কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো! ঠিক সেই সময় মাথার উপর আর এক ঝাঁক পাখী। কিরিল দেরী না করেই গুলী করলো! সে গুলীতে দুটো পাখী পড়লো! তাদের আনবার জন্যে কিরিল চললো সেই হাঁটু জলে সাঁতরে!

স্টেস্কা চীৎকার করে উঠ্‌লো—

"কিরিল! কির্—রিল!" সে ডাক হঠাৎ কিরিলের কানে গেল। সে থেমে পড়লো। এতো শুধু চীৎকার নয়! এযে কাতর আহ্বান! সে ডাকের উত্তর দেবার জন্যে কিরিল টলতে টলতে ফিরে এলো—সোজা স্টেস্কার কাছে।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্টেস্কা শুধু বললে—"পাগল কোথাকার!"

একটু পরে দূরে হ্রদের পাশে বাঁশী বেজে উঠ্‌লো! কিরিলও অমনি বন্দুক ভেঙ্গে নলের ভেতর দিয়ে সেই বাঁশীর আওয়াজের উত্তরে জানিয়ে দিলো যে তারা সামনে রয়েছে। বাঁশী বাজিয়ে সার্জ্জী পেট্রোভিচকে অভিনন্দিত করা হলো! অসীম সোভিয়েট রাষ্ট্রের সেদিন অক্টোবর বিপ্লবের বিংশ বার্ষিকী।

শেষ